বঙ্কিমচন্দ্রের

সীতারাম

(নাটক)

নাট্যরূপ—শ্রীবীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দু' টাকা

প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ, ১৩৫৩

বেঙ্গল পাবলিশার্সের পক্ষে প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, মানসী প্রেসের পক্ষে মুদ্রাকর—শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও, বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স।

স্বর্গীয় রায় সাহেব

কালীকৃষ্ণ ভদ্র

পিতৃদেবের

শ্রীচরণোদ্দেশে

—বীরেন

নাট্যরূপকারের নিবেদন

বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামের ভূমিকা লেখার ধৃষ্টতা প্রকাশ ক'রছি না, কিন্তু তাঁর উপন্যাসকে নাট্যে রূপান্তরিত করার দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে যে দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছি, তার জন্যে পাঠকবর্গকে কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করি। বছর দুয়েক আগে নটসূর্য্য অহীন্দ্র চৌধুরী মশায়ের অতিরিক্ত তাগিদে ও আগ্রহে সীতারামকে নাট্যরূপ দেবার সঙ্কল্প করি, কিন্তু আমার বচন যত দ্রুত চলে, লেখন ততই পিছিয়ে পড়ে এবং সেই কারণে আমি সাহিত্যিক হবার জোর দাবী আজও ক'রতে পারিনা বা ভবিষ্যতেও হয়তো পারবো না।

আমার এই অলসমন্থর মনের খবরটি অন্তরঙ্গতা সূত্রে অহীন্দ্রবাবুর অজানা ছিলনা তাই তাঁর দিক থেকে অবিরত তাগিদের অসদ্ভাব কোন দিনই ঘটেনি এবং একমাত্র সেই কারণেই সীতারামের নাট্যরূপদান আমার দ্বারা সম্ভবপর হ'য়েছিল। প্রথমতঃ বইখানি আগাগোড়া ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চের জন্য রচিত হয়, তারপর বর্ত্তমানে আবার প্রয়োগশিল্পীকে স্থির-রঙ্গমঞ্চের জন্য তার কিছু কিছু অংশ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন ক'রতে বাধ্য হ'তে হয়।

অহীন্দ্রবাবু ও রঙ্‌মহলের বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী শরৎ চট্টোপাধ্যায় সীতারামের নাট্যরূপ দেখে এত খুশী হন যে তাঁরা এই বইটি খুব ভালভাবে প্রযোজনা করবার জন্য মহলাও দৃশ্যপটে কিছু অর্থব্যয় ক'রতেও কাতর হননি এবং সত্যই যদি এ নাটকের প্রযোজনা তাঁরা ক'রতেন তাহ'লে তাঁদের এদিক দিয়ে অকৃপণতারই পরিচয় পাওয়া যেত।

তারপর কি জানি কি অজ্ঞাত কারণে 'রঙমহল' সহসা সীতারাম নাটক অভিনয়ের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন এবং ভবিষ্যতেও যে কোনদিন ক'রবেন

তার আভাস পর্য্যন্ত দেন নি, আমিও তা জানবার জন্য কোনদিন ব্যগ্রতা প্রকাশ করিনি।

'সীতারাম' নাট্যরূপকারের শেল্‌ফের মধ্যে আবদ্ধ হ'ল এবং এ-যে কোনদিন অভিনীত হবে তা আমার মনে হয়নি। সহসা আমার অগ্রজ-প্রতিম শ্রদ্ধেয় শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত একরকম জোর ক'রেই সীতারাম নাটকটি মিনার্ভায় প্রযোজনার জন্য টেনে নিয়ে যান এবং সীতারামকে সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য তিনি আ-প্রাণ চেষ্টা করেন। সীতারাম খুব জমেছে ব'লে সকলের ধারণা কিন্তু তার মূলে আছে এই সুবিখ্যাত সাংবাদিক ও নাট্যকারের স্বার্থহীন অকুণ্ঠ্য-প্রচেষ্টা। এ ছাড়া নাটকটিকে সুন্দর করবার জন্য মহম্মদজান, সন্তোষ সিংহ জহর গাঙ্গুলী, রবিরায়, কমলমিত্র, সরযূবালা ও প্রত্যেক শিল্পী যে আন্তরিক প্রচেষ্টা ক'রেছেন তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

আর কৃতজ্ঞতা জানাবার আছে দেলওয়ার হোসেন সাহেবের কাছে। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হ'য়ে বহু বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ ক'রে যদি না এই বইটির অভিনয়ের জন্যে আমাদের সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য ক'রতেন তাহ'লে সীতারাম পাদপ্রদীপের সম্মুখে উপস্থিত হ'ত না।

বঙ্কিমচন্দ্রের মূল উপন্যাসের প্রথম সংস্করণ থেকে সীতারামের নাট্যরূপ দেওয়া হ'য়েছে তা হয়তো অনেকে জানেন না, তাই বঙ্কিমবাবুর রচনাকে আমার রচনা ব'লে যেন কেউ ভুল না করেন এই আমার অনুরোধ। মুসলমানকে বঙ্কিমচন্দ্র যে শ্রদ্ধা ক'রতেন তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় এই সংস্করণে।

পরিশেষে পাঠকবর্গের কাছে আমার নিবেদন যে অত বড় বিরাট উপন্যাসকে সংক্ষেপে নাট্য-রূপান্বিত করার জন্য যদি কোন ত্রুটি হয়ে থাকে তা যেন সকলে মার্জ্জনা করেন।

মিনার্ভা থিয়েটার

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

সীতারাম

প্রথম অভিনয় রজনী ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬, সন্ধ্যা ৭টা, শনিবার

নাট্যরূপ—বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র

প্রয়োগশিল্পী—শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

নাট্য-নিয়ন্ত্রণ—সন্তোষ সিংহ

রঙ্গ-শিল্পী—মহম্মদ জান

সুরশিল্পী—রতন দাস

আলোকশিল্পী—ওয়াহিয়া রহমান (কন্নু)

প্রধান রূপসজ্জাকর—মণি মিত্র

সঙ্গীত ব্যঞ্জনা—বিজয়কৃষ্ণ দে

নাটকটি যাঁদের সহযোগিতায় সাফল্য মণ্ডিত হ'য়েছে

স্মারক

শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় ও দুলাল দাস

সঙ্গীতে

শিশির চক্রবর্ত্তী (পিয়ানো), বিজন কুমার ঘোষ (ক্লারিওনেট), বলরাম পাঠক (ট্রামপেট্) ধীরেন বসু (ইউফোনিয়াম), দেবেন্দ্রনাথ

ভট্টাচার্য্য (কেট্‌ল ড্রাম), দীনুবাবু (তবলা), জ্ঞান চট্টোপাধ্যায় (বেহালা)
রতন দাস (হারমোনিয়াম), বিজয় দে (বেহালা)

রূপশিল্পে

বাদল গাঙ্গুলী, কালী চট্টোপাধ্যায়, তুলসী দাস, গুঁইরাম দাস, গোবিন্দ দাস

রঙ্গশিল্পে

বৈদ্যনাথ দাস (প্রধান) সুরেন দাস, নিতাই অধিকারী, পঞ্চু বৈরাগী, সুধীর রায়, প্রাণবল্লভ, নিরাপদ দাস, তারাপদ দাস, প্রহ্লাদ প্রামাণিক নাসিরুদ্দীন, নারায়ণ গোস্বামী, বটকৃষ্ণ পাল

রঙ্গশয্যায়

বিজয় চিত্রকর

আলোক নিয়ন্ত্রণে

হা[illegible] আলি, চণ্ডীচরণ দাস, পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, রাধানাথ বসাক, কাশীনাথ পাল, নিমাই রায়

স্বর-বিক্ষেপনে

সন্তোষ বসাক

অভিনেতৃবর্গ

পুরুষ

রাজা সীতারাম রায়	··· ভূষণার জমিদার পরে রাজা	··· কমল মিত্র
গঙ্গারাম	··· ঐ সম্বন্ধী ও নগর রক্ষক	{ জহর গাঙ্গুলী সুশীল রায় (পরে)
চন্দ্রচূড়	··· ঐ গুরু ও মন্ত্রী	··· রবি রায়
মৃণ্ময়	··· ঐ সেনাপতি	··· দেবী চক্রবর্ত্তী
চাঁদ শা	··· ফকির ও মন্ত্রী	··· ধীরেন চট্টোপাধ্যায়
কাজী	··· ভূষণার বিচারক	··· কুঞ্জ সেন
শাহ সাহেব	··· ফকির	··· নরেন চক্রবর্ত্তী
তোরাব খাঁ	··· ফৌজদার	··· সমর মিত্র
বন্দে আলি	··· গঙ্গারামের সহকারী	··· যতীন গোস্বামী
রাজপূতরক্ষী	··· রাজার প্রধান সেনানী	··· পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়
নকীব	··· ঘোষক	··· মিলন দত্ত
কবিরাজ	··· রাজ চিকিৎসক	{ অরুণ চট্টোপাধ্যায় কমলেন্দু সরকার পরে
জীবন	··· রাজভাণ্ডারী	··· শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
মহম্মদ পুরের রক্ষী	··	··· মিহির বিশ্বাস
বৈরাগী	···	··· শিশির চক্রবর্ত্তী
ফৌজদার সেনানী	···	··· রাধারমণ পাল
রামচাঁদ	··· জনৈক প্রাচীন গৃহস্থ	··· সন্তোষ সিংহ
শ্যামচাঁদ	··· জনৈক নবীন গৃহস্থ	··· জীবেন বসু

স্ত্রী

শ্রী	... সীতারামের প্রথমা স্ত্রী	... সরযুবালা
নন্দা	... ঐ দ্বিতীয়া	... রেখা চাটার্জ্জী
রমা	... ঐ তৃতীয়া	... অঞ্জলি রায়
মুরলা	... রমার প্রধানা পরিচারিকা	... রেণুকা
যমুনা	... ঐ দ্বিতীয়া দাসী	... ইলা
শ্যামা	... নন্দার পরিচারিকা	... প্রফুল্লবালা
বামা	... ঐ দ্বিতীয়া	... রাধারাণী
উমা	... ঐ তৃতীয়া	... কমলাবালা

লাঠিয়ালগণ, সৈনিকগণ, সভাসদবর্গ, পারিষদবর্গ, নর্ত্তকীগণ প্রভৃতি বিভিন্নাংশে

শচীন মুখোপাধ্যায়, অমূল্য মিত্র, গণেশ দত্ত, সমর দীর্ঘাঙ্গী, গিরিণ ঘোষ, রামকৃষ্ণ দাস, শচীন ভট্টাচার্য্য, প্রফুল্ল বসু, যামিনী বিশ্বাস, অনিল ইন্দু, নীহার ঘোষ, হরিপদ দাস, খগেন শর্ম্মা সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, মমতাজ উদ্দীন, প্রকাশ ঘোষ, ভূপেন ঘোষ, অমরেন্দ্র কর, শৈলেন বসু, তারক পাল।

বীণা, রাধা (বড় ও ছোট), মীরা (বড় ও ছোট), দুলি, মেনকা, নীলা, কমলা, প্রফুল্ল।

বাহকবৃন্দ

ক্ষুদিরাম বিশ্বাস, নারায়ণ দাস, মাহল কাই।

সত্ত্বাধিকারীবৃন্দ

দেলওয়ার হোসেন   নরেশ গুপ্ত   চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সীতারাম

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[ভূষণা গ্রামের প্রান্তে চন্দ্রচূড় ঠাকুরের আখড়ার সম্মুখস্থ পথ। কাল সন্ধ্যা—একদল যুবক লাঠি খেলিতেছিল ও কয়েকজন তাহাদের উৎসাহ দিতেছিল। একটি যুবক গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল]

গীত

ওঠ ওঠ বাংলার সিংহের শিশুরা
কর আজি নব অভিযান!
সূর্য্যের বহ্নি অন্তরে জ্বালিয়া
জীবনের কর জয়গান!
মৃত্যুরে কিবা ভয়—তুচ্ছ
আনো বুকে নব আশা—উচ্চ!
জড়তার শৃঙ্খলে
টুটে ফেল অবহেলে
জাগো অমৃতের সন্তান।

[গানের শেষে চন্দ্রচূড় ঠাকুর প্রবেশ করিলেন]

চন্দ্র। ভাই সব, তোমাদের এই নবীন উৎসাহ দেখে, আগ্রহ দেখে আজ আমার মন ভ'রে উঠেছে। আমাদের ভূষণা গ্রাম শস্তে,

সম্পদে অতুলনীয় হ'য়ে উঠেছে আমাদের নেতা সীতারাম রায়ের কল্যাণে। তার পাশে তোমরা দাঁড়িয়ে থেকো—তাহ'লেই একদিন শুধু ভূষণা নয় সারা বাংলার বুকে উঠবে আনন্দের ঢেউ—তাঁর নাম নিয়ে তোমরা কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়, বল—জয় সীতারাম রায়ের জয়।

সকলে। জয় সীতারাম রায়ের জয়　　[বলিতে বলিতে প্রস্থান।

বিপরীত দিক দিয়া সীতারাম মৃণ্ময়ের সহিত প্রবেশ করিলেন]

সীতারাম। না, না জয় নয়, জয় নয় আমার জয়গানের সময় এখনও আসেনি। সারা বাংলা আমি ঘুরে দেখে এলুম মৃণ্ময়, ঘরে ঘরে উঠেছে কান্নার রোল—শুধু ভূষণা গ্রামে পৌঁছে জয়ধ্বনি শুনলে মনে হয় যেন সকলে আমাকে পরিহাস ক'রছে।

মৃণ্ময়। আপনি একি কথা ব'লছেন রায়জী, আপনি দেশের রাজা, আপনার সুশাসনে এই ভূষণা কত বড় হ'য়ে উঠেছে। স্বয়ং বাদশাহ্ পর্যন্ত আপনাকে শ্রদ্ধা করেন। আপনার জয়ধ্বনি না ক'রলে আমাদের যে ধর্মের কাছে অপরাধী হ'তে হবে।

সীতা। মৃণ্ময়, প্রকৃত রাজা আমি হ'তে পারলুম কৈ? ক্ষুদ্র এক গ্রামের ভুঁইয়া, তোমরা সকলে তাকে নকল রাজা সাজিয়ে তুলেছ। সারা বাংলা সইছে দুঃখের নির্য্যাতন আর আমি দেশের এক ক্ষুদ্র সীমান্তে ব'সে রাজার খ্যাতি উপভোগ ক'রছি—এর চেয়ে লজ্জার আর কি আছে মৃণ্ময়?

মৃণ্ময়। কিন্তু সারা বাংলার দুঃখ মোচনের ভার ত' আপনি নেননি রায়জী!

সীতা। নিইনি সত্য, কিন্তু সেই ভার গ্রহণ করবার জন্য বিধাতা যেন

আমায় আদেশ ক'রছেন—এই কথাই যেন আমার বারবার মনে হয়।

[পিছন হইতে চন্দ্রচূড়ের পুনঃ প্রবেশ]

চন্দ্রচূড়। কিন্তু সে আদেশ পালন ক'রতে গেলে কি দুঃসহ দুঃখকে বরণ ক'রে নিতে হবে সে কথা কি ভেবেছ সীতারাম ?

সীতা। ভেবেছি বৈ কি! সেই দুঃখকে বরণ করবার জন্য আমি প্রস্তুত।

মৃণ্ময়। আপনি যদি প্রস্তুত থাকেন তাহ'লে আমরাও প্রস্তুত রায়জী।

সীতা। কিন্তু তোমরা মাত্র ক'জন মৃণ্ময় ? আমি যে চাই হাজার হাজার কর্ম্মী—সাহসে, বীর্য্যে যারা হবে অদ্বিতীয়—ভয়কে যারা ভয় ব'লে মানবে না, মৃত্যুকে যারা উপেক্ষা ক'রবে হাসিমুখে।

চন্দ্র। তাও তুমি পাবে।

সীতা। কোথায় গুরুদেব ?

চন্দ্র। এইখানেই সীতারাম—তোমার এই ভূষণায় !

মৃণ্ময়। আপনি এতদিন বাংলা পর্য্যটনে বেরিয়েছিলেন তাই সমস্ত সংবাদ হয়তো পান নি। গুরুদেব দেশের যুবকদের এক নূতন জীবনের মন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে তুলেছেন।

সীতা। গুরুদেব, শিষ্যের সঙ্কল্প অনুমান ক'রে আপনি তাহ'লে কাজ আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন ? পরগণার বাইরে থেকে আমি সত্যই এ সংবাদ পাইনি। মৃণ্ময়, আমার সোনার স্বপ্ন বুঝি সফল হ'তে চ'ললো ! দূর ভবিষ্যতের বুকে আমি যেন দেখতে পাচ্ছি এক বিশাল রাজ্য—নদীর কলতানে, পাখীর গানে,

দেশের আকাশ বাতাস মুখরিত হ'য়ে উঠেছে—সমগ্রজাতি বুকে পেয়েছে বল, মুখে পেয়েছে ভাষা, আর আমি তাদের সেবায় যেন আত্মহারা হ'য়ে রয়েছি, আমার সীতারাম নাম সার্থক হ'য়ে উঠেছে।

[সহসা নেপথ্যে কোলাহল—'এই মৎ যাও', 'খবরদার' প্রভৃতি শব্দ উঠিল একটি অবগুণ্ঠিতা নারী ছুটিয়া আসিয়া সীতারামের পায়ের কাছে পড়িয়া বলিয়া উঠিল—আমায় বাঁচান। স্ত্রীলোকটির পিছনে পিছনে দুইজন রক্ষী ও জীবন ভাণ্ডারী ছুটিয়া আসিয়াছিল]

সীতা। [বিস্মিত ভাবে পদতলে পতিতা নারীর দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন] কে, কে তুমি ?

জীবন। হুজুর, এ কিছুতেই শুনলে না, আমরা নিষেধ করা সত্ত্বেও দেখুন জোর ক'রে এখানে ছুটে এল। স্ত্রীলোক ব'লে আমরা ওর গায়ে হাত দিইনি, কিন্তু আপনার হুকুম পেলে—

সীতা। জীবন! চুপ কর। কোন ভয় নেই! ওঠ কি তোমার নিবেদন বল ?

[জীবন ভাণ্ডারীর প্রস্থান]

শ্রী। [কুণ্ঠার সহিত উঠিয়া] আমি গোপনে ব'লতে চাই। নিদারুণ বিপদে প'ড়ে আপনার আশ্রয়ে এসেছি।

সীতা। গুরুদেব !

চন্দ্র। আমি জানি উনি কে। এস মৃণ্ময়।

[চন্দ্রচূড় ও মৃণ্ময় প্রস্থান করিলেন]

সীতা। এইবার বল, তুমি কে ?

[শ্রী অবগুণ্ঠন মোচন করিলেন]

শ্রী। আমি শ্রী।

সীতা। [বিস্মিত ভাবে] তুমি, তুমি শ্রী ? শ্রীর এমন রূপ ?

শ্রী। আমি তোমার ব্যঙ্গের যোগ্যা নই।

সীতা। ব্যঙ্গ আমি করিনি শ্রী।

শ্রী। আমি আজ বড় দুঃখী। তুমি বিশ্বাস কর, কোন পরনারী তোমার সঙ্গে ছলনা করবার দুঃসাহস নিয়ে তোমার সামনে এসে দাঁড়ায়নি। ভাল ক'রে আমার দিকে চেয়ে দ্যাখ, হয়তো আমাকে মনে প'ড়বে, হয়তো বুঝতে পারবে আমিই সেই অভাগী শ্রী।

সীতা। হ্যাঁ··· তুমি সত্যই শ্রী।

শ্রী। দাসীকে তাহ'লে মনে পড়েচে ?

সীতা। কিন্তু শ্রী, এতদিন পরে তুমি আমার কাছে ফিরে এলে কেন ? আর এলেই যদি তবে বুক ভরা এত ব্যথা, চোখভরা এমন জল নিয়ে কেন এলে শ্রী ? শোন, আমার কাছে এস—

শ্রী। আমি তো তোমায় স্পর্শ ক'রতে পারবো না। আমার অশৌচ।

সীতা। অশৌচ !

শ্রী। মা মারা গিয়েছেন।

সীতা। ও ! তুমি সেই বিপদে প'ড়েই আমার সাহায্য নিতে এসেছ ?

শ্রী। দাদাকে আমি আজ হারাতে ব'সেছি।

সীতা। কেন গঙ্গারামেরও কি কোন অসুখ হয়েছে ?

শ্রী। না, কাজী সাহেব তাকে জীয়স্তে কবর দিতে বলেছেন।

সীতা। কি সর্ব্বনাশ ! তার অপরাধ ?

শ্রী। সেদিন রাত্রে মায়ের অসুখের বাড়াবাড়ি হওয়ায় দাদা কবিরাজ

বাড়ীতে যাচ্ছিলেন, পথে এক ফকিরের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়, ফকির বলেন যে দাদা নাকি তাঁকে অপমান করবার জন্যে পা মাড়িয়ে চ'লে গিয়েছেন।

সীতা। গঙ্গারাম কি বলে ?

শ্রী। দাদা বলেন তিনি তা করেন নি। ফকির সাহেবকে পথের ওপর রাস্তা জুড়ে শুয়ে থাকতে দেখে তিনি হাত যোড় ক'রে প্রথমে তাঁকে উঠতে বলেন কিন্তু তিনি সেকথা কিছুতেই না শোনাতে বাধ্য হ'য়ে দাদা তাঁকে ডিঙিয়ে চ'লে যান। কিন্তু তাঁর কথা কাজী সাহেব বিশ্বাস করেন নি।

সীতা। তাই তো, তাহ'লে উপায় !

শ্রী। উপায় তুমি।

সীতা। সত্যই তুমি তাই মনে কর ?

শ্রী। মনে করি ব'লেই তো এত বছর পরে লাজ লজ্জা সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি।

সীতা। [চিন্তান্বিত ভাবে] তাই তো !

শ্রী। মা গিয়েছেন, আজ যদি আমার একমাত্র ভরসা দাদা চ'লে যান তাহ'লে আমি কি নিয়ে বাঁচবো ?

[শ্রী কাঁদিতে লাগিল]

সীতা। তোমার ভাইকে হয়তো আমি বাঁচাতে পারি কিন্তু তার ফলে আমার কি হবে জান ?

শ্রী। দীন দুঃখীকে বাঁচালে কখনও তোমার অমঙ্গল হবে না।

সীতা। তোমার এই সরল বিশ্বাসকে আমি ভেঙ্গে দিতে চাইনা। কিন্তু যদি জানতে······

শ্রী। তুমি যদি আমাদের দিকে না চাও, তাহ'লে আর কে চাইবে? —তুমি দেশের নেতা।

সীতা। কি ব'ল্লে শ্রী?

শ্রী। তুমি দেশের নেতা।

সীতা। সত্য। সত্যই আমি দেশের নেতা—তুমি সত্যকথাই বলেছ শ্রী; আমি দেশের নেতা। দায়িত্ব আমার অনেক বেশী। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি শ্রী—গঙ্গারামকে উদ্ধারের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রবো।

শ্রী। একমাত্র তুমিই তাকে বাঁচাতে পার।

সীতা। পারবো কিনা জানি না, তবে প্রাণপণ চেষ্টা ক'রবো।

শ্রী। আমি জানি, আমি জানি।

সীতা। কি জান শ্রী?

শ্রী। না, আমি এখন যাই।

সীতা। তুমি যাবে? [বিহ্বল ভাবে শ্রীর দিকে চাহিলেন]

শ্রী। [মাথা নত করিয়া] হ্যাঁ।

সীতা। [সীতারাম আত্মসংবরণ করিয়া] বেশ, এস!

[পুনরায় অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া শ্রীর প্রস্থান]

সীতা। শ্রী চলে গেল। যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎ চ'লে গেল। থাকবার যার অধিকার নেই, কোন ভরসায় সে থাকবে। যাক্, সে চ'লেই যাক্, মুছে যাক্ তার চিন্তা। গঙ্গারামকে বাঁচাতে হবে...ফকীরের রোষ থেকে, কাজীর দণ্ড থেকে।

[নেপথ্যের দিকে চাহিয়া ডাকিলেন]

মৃণ্ময়!

[মৃণ্ময়ের প্রবেশ]

মৃণ্ময়। আমায় ডাকছেন রায়জী ?

সীতা। [ব্যস্তভাবে] হ্যাঁ শোন, একটা গুরুতর কাজ আছে। আমার পরিবারবর্গকে নিয়ে অবিলম্বে তোমাকে নদীর ওপারে শ্যামপুরে যেতে হবে। আজ রাত্রেই তোমরা যাত্রা কর।

মৃণ্ময়। আজ রাত্রেই ?

সীতা। হ্যাঁ আজ রাত্রেই, আমি এক বিষম বিপদের আশঙ্কা কর্চ্ছি।

মৃণ্ময়। [সবিস্ময়ে] বিপদ !

সীতা। হ্যাঁ, সমস্ত কথা বলবার সময় এখন আমার নেই, যথা সময়ে তুমি সব জানতে পারবে। নন্দা, রমা আর খোকাকে নিয়ে তুমি অবিলম্বে শ্যামপুরে যাও! সেইখানে আমার সঙ্গে দেখা হবে।

[মৃণ্ময় চলিয়া যাইতেই চন্দ্রচূড়ের প্রবেশ]

চন্দ্র। মৃণ্ময়কে কোথায় পাঠালে সীতারাম ?

সীতা। শ্যামপুরে আমার পরিবারবর্গকে নিয়ে যেতে ব'ললাম। ভূষণার মায়া হয়তো আমাদের চিরকালের জন্ম পরিত্যাগ ক'রতে হবে। গঙ্গারামের মহাবিপদ···শুনেছেন গুরুদেব ?

চন্দ্র। এই ত' সব শুনে এলাম।

সীতা। আমি তাকে উদ্ধার ক'রতে চাই।

চন্দ্র। সে বড় কঠিন কাজ সীতারাম।

সীতা। তার এই গুরুদণ্ড রহিত ক'রতেই হবে গুরুদেব।

চন্দ্র। আবেদন নিবেদনে কিছু হবেনা জেনো।

সীতা। যে ক'রেই হ'ক গঙ্গারামকে বাঁচাতেই হবে।

চন্দ্র। শ্রী কি সেই জন্যই এসেছিলেন ?

সীতা। হ্যাঁ, আমি তাকে কথা দিয়েচি।

চন্দ্র। কি ক'রে কথা রাখবে ?

সীতা। কাজী সাহেবের পায়ে ধ'রে গঙ্গারামের প্রাণভিক্ষা চেয়ে নেব।

চন্দ্র। ভিক্ষা যদি না পাও ?

সীতা। আমি ভূষণার সীতারাম রায় পায়ে ধ'রে চাইলেও ভিক্ষা পাবনা ?

চন্দ্র। যদি না পাও ?

সীতা। বলুন গুরুদেব, আপনিই বলুন যদি ভিক্ষাও না পাই ?

চন্দ্র। তাহ'লে শ্রীকে যে কথা দিয়েচ তা রাখতে পারবে না।

সীতা। তা আমাকে রাখতেই হবে।

চন্দ্র। তার জন্য যদি দরকার হয়, পারবে…

সীতা। গুরুদেব ! আমি পারবো…আপনার অভিপ্রায় বলুন।

চন্দ্র। পারবে অসি হাতে দাবী জানাতে ?

সীতা। পারবো গুরুদেব।

চন্দ্র। সে দাবীও যদি প্রত্যাখ্যাত হয় ?

সীতা। কাজীর কবল থেকে গঙ্গারামকে আমি ছিনিয়ে আনবো গুরুদেব।

চন্দ্র। কাজীর সহায় ফৌজদার, ফৌজদারের হাতে বাদশাহের পাঞ্জা ; যে বাদশাহের আছে অপরিমেয় অর্থবল, অগণ্য সৈন্যবল। ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে দাঁড়িয়ে দুর্দ্দম শক্তি নিয়ে পারবে তুমি

কাবুল থেকে বাংলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সেই সাম্রাজ্যের বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রতে ?

সীতা। আপনার আশীর্ব্বাদে আর লক্ষ্মীনারায়ণের অনুগ্রহে সীতারাম রায়ের সে সাহস আছে গুরুদেব।

চন্দ্র। সাহস আছে স্বীকার করি, কিন্তু শক্তি ?

সীতা। তারও পরিচয় আমি দোব।

চন্দ্র। পরিচয় আমি চাই না সীতারাম। আমি শুধু ব'লতে চাই বিরোধ যদি ক'রতেই হয়, সম্পূর্ণ যোগ্যতা নিয়েই যেন আমরা দাঁড়াতে পারি। মনে রেখো সীতারাম এ শুধু তোমার শ্রীর অনুরোধ নয়, শুধু গঙ্গারামের জীবন ভিক্ষাও নয়, এ হ'চ্ছে হৃতসর্ব্বস্বা মাতৃশ্রীর অন্যায়ের কবল থেকে ন্যায়কে ফিরিয়ে আনবার আকুল আহ্বান। গঙ্গারাম উপলক্ষ মাত্র।

সীতা। আমি তা জানি গুরুদেব—আপনার আশীর্ব্বাদে আমি সে অন্যায়ের প্রতিরোধ ক'রতে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ ক'রবো !

[সীতারামের প্রস্থান। বিপরীত দিকে চন্দ্রচূড় চলিয়া গেলেন। যন্ত্র-সঙ্গীত সহযোগে দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাজী সাহেবের কক্ষ

[কক্ষের ভিতরে কাজী সাহেব একটি আসনে উপবিষ্ট, তাঁহার পার্শ্বে শাহ্ সাহেব আর একটি আসনে বসিয়া আছেন—কিছু দূরে শৃঙ্খলিত গঙ্গারাম রক্ষী পরিবৃত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে]

কাজী। এখনও সত্য কথা বল গঙ্গারাম!

গঙ্গা। [বিরক্তভাবে] আমার যা বলবার তা সবই ব'লেছি—আর কিছু আমার বলবার নেই।

কাজী। তিল তিল ক'রে যখন জমীর অন্দরে শ্বাস আটকে ম'রবে তখন বুঝতে পারবে যে মিথ্যাকথা ব'লে আমাদের কাছে বাহাদুরী নিয়ে গেলেও আল্লার দরবারে গিয়ে রেহাই পাবে না। দোজখে প'চতে হবে।

গঙ্গা। আল্লা তার জন্যে বোধ হয় আপনাকেও তলব ক'রে পাঠাতে পারেন, আর দোজখের খবরদারি করবার জন্যে শাহ্ সাহেব ত' রয়েছেনই।

শাহ্ সাহেব। শুনছেন কাজী সাহেব, কম্‌বখ্‌তের কথাগুলো শুনছেন? এইবার বুঝে দেখুন যে, আমি কথাগুলো সত্যি ব'লেছিলুম কি না? ওর হাড়ে হাড়ে বদ্‌মায়েসি!

কাজী। মরবার সময়ও ওর তেজ কমেনি দেখছি। যাক্ আর বিলম্ব ক'রে কোনও ফল নেই, যাও ওকে মাঠে নিয়ে যাও!

[রক্ষীরা গঙ্গারামকে লইয়া যাইবার উপক্রম করিতেই দ্রুত সীতারাম কক্ষে প্রবেশ করিলেন]

সীতা। দাঁড়াও! সেলাম কাজী সাহেব। বন্দীর সম্বন্ধে হুজুরের দরবারে আমার কিছু আর্জি আছে।

কাজী। এই দাঁড়া। [রক্ষীরা দাঁড়াইল]

শাহ্। দেখুন কাজী সাহেব ওঁর যা আর্জ্জি আছে তা' উনি পেশ করুন, ততক্ষণ আমরা একে নিয়ে মাঠে যাই, কারণ একবার যা হুকুম হ'য়ে গেছে তা তো আর রদ হবে না ?

কাজী। না—তবু রায়জীর যা বক্তব্য সেটা শোনা আবশ্যক বৈ কি ! তারপর—রায়জী, এই বন্দীর সম্বন্ধে আপনার কি বক্তব্য আছে ব'লছিলেন ?

সীতা। আজ্ঞে হ্যাঁ, এই গঙ্গারামের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'রতে আমি আপনার দরবারে ছুটে এসেছি।

কাজী। আপনি জানেন না রায়জী এই বদ্‌বখ্‌ত কি গুরুতর অপরাধ ক'রেছে। তা' জানলে আপনিও হয়তো এই বে-তমিজের জন্যে দরবার ক'রতে আসতেন না।

সীতা। আপনার কথা খুবই সত্য—তবু সে আমার স্বজাতি। তার কসুর মাফ্ করাবার জন্যেই আমি হুজুরের কাছে এসেছি।

কাজী। খোদা মালেক্ ! আমার দ্বারা এ বিষয়ের কোন কিছু করা কোনমতেই সম্ভবপর নয় রায়জী।

সীতা। দশহাজার আস্‌রফী জরিমানা দেবে। আপনি অনুগ্রহ ক'রে জান বখশিশ ফরমায়েশ করুন !

কাজী। [টাকার কথা শুনিয়া কাজী একটু চিন্তান্বিত হইলেন] দশ হাজার আস্‌রফী ! [ফকিরের দিকে সম্মতি লইবার অভিপ্রায়ে চাহিতেই ফকির তাঁহার দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িল, তখনই কাজী লোভ সংবরণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন] না, না, সে কিছুতেই হবে না। রায়জী, যে

লোক সাধু ফকিরের অসম্মান করে সেই কাফেরের মৃত্যুদণ্ড ছাড়া আর কোন দণ্ড নেই।

সীতা। [উৎকণ্ঠিত ভাবে] কাফেরের প্রাণ নিতেই হবে। আমিও তো কাফের কাজী সাহেব, আমার প্রাণ নিলে এর প্রায়শ্চিত্ত হয় না ? আমি কবরে যেতে প্রস্তুত, আমার প্রাণের বিনিময়ে ওর প্রাণভিক্ষা দিন ! [হাতযোড় করিলেন]

কাজী। আমি তো কিছুই ভেবে উঠতে পাচ্ছি না রায়জী ! সত্য এ আপনার কে যে এই তুচ্ছ একটা লোকের জন্য আপনি প্রাণদান ক'রতেও কুণ্ঠিত নন ?

সীতা। ও আমার ভাইয়ের চেয়ে, পুত্রের চেয়েও আত্মীয় কাজী সাহেব, কেন না আমার শরণাগত।

[কাজী সাহেব শা সাহেবকে একটু দূরে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন]

কাজী। ফকির সাহেব, রায়জী যখন দশ হাজার আস্‌রফী দিতে চাচ্ছেন তখন সরকারী তবিলে টাকাটা জমা ক'রে নিয়ে ওকে ছেড়ে দিই, কি বলেন ?

শাহ্। আমার ত' মনে হয়, দু'টোকেই একসঙ্গে পুঁতে ফেলা ভাল !

কাজী। আরে তোবা, তোবা ! সীতারাম রায় অত্যন্ত গণ্যমান্য সচ্চরিত্র লোক, এ আপনি কি ব'লছেন !

গঙ্গা। রায়জীর আবেদনের ফল কি হবে জানি না, তবে সীতারাম রায়ের প্রাণ নিয়ে আমায় প্রাণদান ক'রলে আমি সে ভিক্ষা নেব না— তার আগে এই হাতকড়ি মাথায় মেরে নিজের মাথা ফাটাবো।

[হাতকড়ি মাথায় মারিবার চেষ্টা করিতেই রক্ষী বাধা দিল]

রক্ষী। এই চোপ্‌রও !

শাহ্। কাজী সাহেব, এ কমবখ্‌তের মতলব বিশেষ ভাল নয়—ওর হাতকড়িটা খুলিয়ে ফেলাই ভাল। কারণ কখন ও যে কি ক'রে বসে তার ঠিক নেই!

কাজী। তা ঠিক্! এই ওকে বাইরে নিয়ে গিয়ে কামারকে দিয়ে ওর হাতকড়িটা আগে খুলিয়ে নিয়ে আয়। শয়তান সুযোগ পেলে সব ক'রতে পারে।

[রক্ষীরা গঙ্গারামকে টানিয়া লইয়া গেল]

সীতা। কাজী সাহেব! তাহ'লে কি আমার সমস্ত আবেদন ব্যর্থ হ'ল?

কাজী। না রায়জী, আমার দ্বারা আর কোনও কিছু করা সম্ভব নয়! ন্যায়ের বিচারে যার একবার দণ্ড হ'য়েছে তা' আপনার অনুরোধে মকুব ক'রলে বিচারের অবমাননা করা হবে। এ বিষয়ে আপনি আর আমায় অনুরোধ ক'রবেন না।

[সহসা নেপথ্যে কোলাহল উঠিল—এই পাক্‌ড়ো, পাক্‌ড়ো—আসামী ভাগতে হ্যায়]

কাজী। তাই ত' এত গোলমাল কিসের?

[প্রথম রক্ষীর দ্রুত প্রবেশ]

১ম রক্ষী। হুজুর! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। আসামী গঙ্গারাম পালিয়েছে।

কাজী। পালিয়েছে?

শাহ্। এঁ্যা! [মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন]

কাজী। [উত্তেজিত ভাবে] তোরা কি ক'চ্ছিলি উল্লুক? তোদের কোতল্ করলে তবে আমার রাগ যায়। চতুর্দ্দিকে কড়া পাহারা আর তার ভেতর থেকে সে পালিয়ে গেল?

১ম রক্ষী। জনাব! কামার তার হাতের বেড়ী খুলে দিতেই সে হঠাৎ

এক লাফে বাইরে গিয়ে রায়জীর ঘোড়ার ওপর চ'ড়ে তীরের মত বেরিয়ে গেল।

[কাজী উত্তেজিত ভাবে সীতারামের দিকে অগ্রসর হইতেই রক্ষীর প্রস্থান]

কাজী। বটে, বটে, রায়জী এ সব কী ?

সীতা। আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না কাজী সাহেব !

কাজী। বুঝতে পাচ্ছেন না ? কিন্তু আমি বুঝেছি এ সমস্ত সীতারাম রায়ের চক্রান্ত !

সীতা। তাই যদি হ'ত তাহ'লে নিরস্ত্র হয়ে মৃত্যুভিক্ষা চাইতে আসতুম না।

কাজী। সেই মৃত্যু ভিক্ষাই আমি তোমাকে দেব সীতারাম রায়—গঙ্গারামের বদলে তোমাকেই আমি জীয়ন্তে কবর দেব।

[আবার ভীষণ কোলাহল উঠিল। দ্বিতীয় রক্ষীর দ্রুত প্রবেশ]

দ্বিতীয় রক্ষী। হুজুর, ভয়ানক বিপদ, বাইরে লুটতরাজ দাঙ্গা সুরু হ'য়েছে। সীতারাম রায়ের প্রজারা আমাদের সমস্ত পাহারাদারদের আক্রমণ ক'রেছে।

কাজী। বটে, বিদ্রোহ! এখনি গুপ্তপথ দিয়ে বেরিয়ে ফৌজদারকে খবর দে। [দ্বিতীয় রক্ষীর দ্রুত প্রস্থান] সীতারাম রায়, তুমি বড় চতুর, বিদ্রোহের আয়োজন ক'রেই এসেছিলে, কিন্তু মূর্খ তুমি জান না কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হ'তে সাহসী হ'য়েছ !

[তৃতীয় রক্ষীর প্রবেশ]

তৃতীয় রক্ষী। হুজুর, শিগ্‌গির এখান থেকে পালান—বিদ্রোহীরা এই দিকেই ছুটে আসছে।

কাজী। আমাদের রক্ষীরা সব গেল কোথায় ?

তৃতীয় রক্ষী। তারা সব ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পালিয়ে যাচ্ছে—একজন জেনানা সবাইকে ক্ষেপিয়ে নিয়ে এদিকে ছুটে আসছে।

[কোলাহল আরও বাড়িল]

হুজুর, শিগগির পালান!

কাজী। তোরা সীতারাম রায়কে বন্দী ক'রে আপাততঃ কোথাও নিয়ে যা। তারপর আমি এ অপমানের শোধ নোব। আসুন শাহ্ সাহেব।

[কাজী ও শাহ্ সাহেব উভয়ের দ্রুত প্রস্থান। রক্ষীরা অসতর্ক হইতেই সীতারাম তাহাদের তরবারি কাড়িয়া লইয়া আক্রমণ করিলেন। তাহারা কেহ আহত হইয়া কেহ ভয় পাইয়া পলাইয়া গেল। নেপথ্যে চন্দ্রচূড়ের চীৎকার শোনা গেল 'জয় মা চণ্ডিকে,' আলুলায়িতা কেশে শ্রী প্রবেশ করিলেন]

শ্রী। সংহার, সংহার! [পশ্চাতে চন্দ্রচূড়]

সীতা। এ-কি শ্রী, গুরুদেব?

চন্দ্র। তোমাকে সাহায্য ক'রতে।

শ্রী। তোমাকে মুক্ত ক'রতে সারা দেশে আমরা আগুন জ্বালিয়েছি। বিদ্রোহী সীতারামের জয়গানে ভূষণা আজ মুখর হ'য়ে উঠেছে।

সীতা। গুরুদেব! বিধাতার একী খেলা! অস্ত্র ধারণ ক'রবো না ব'লে সংকল্প ক'রেছিলুম কিন্তু নারায়ণ নিজে যেন আজ আমার হাতে অস্ত্র তুলে দিলেন।

চন্দ্র। আমি তা জানতাম সীতারাম! যুগে, যুগে নির্য্যাতিতদের রক্ষা করবার জন্য তিনি তাদের নেতার হাতে এমনিভাবে অস্ত্র তুলে দেন।

[নেপথ্যে কামান ও ভীষণ কোলাহলের শব্দ]

সীতা। ঐ ফৌজদারের সেপাইরা বোধ হয় কামান ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে আসছে। আসুন গুরুদেব, এস শ্রী।

[উভয়ের হাত ধরিয়া একরূপ টানিতে টানিতে প্রস্থান করিলেন। কোলাহল ও কামান গর্জ্জনের মধ্যে দৃশ্যান্তর হইয়া গেল]

শ্যাম। দাদা, কাদের যেন পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি।

রাম। এঁ্যা—তাই নাকি ?, তাহ'লে বকরুদ্দীন এগিয়ে চল। 'তুষমণ দেখ আর মার।' 'তুষমণ দেখ আর মার।'

[দ্রুত প্রস্থান]

[ক্লান্ত দেহে ভিন্ন দিক দিয়া শ্রীর প্রবেশ। সীতারাম তাহাকে ধরিয়া আনিতেছিলেন। চন্দ্রচূড় লাঠি হস্তে মাঝে মাঝে পিছন ফিরিয়া সতর্কতা সহকারে দেখিতেছিলেন কেহ অনুসরণ করিতেছে কিনা।]

শ্রী। ওঃ! আর আমি চ'লতে পাচ্ছি না! [বসিয়া পড়িল]

সীতা। [উদ্বিগ্নভাবে] শ্রী, শ্রী আর একটু পথ চল। এস্থান এখনও নিরাপদ নয়।

শ্রী। না, আর কোথাও আমি যেতে পারবো না। তোমরা যাও, আমার ভাগ্যে যা ঘটবার ঘটুক!

চন্দ্র। [নেপথ্যের দিকে চাহিয়া] কে যেন এদিকে আসছে। দাঁড়াও আমি দেখে আসি। বিপদ বুঝলেই সঙ্কেত ক'রবো। তোমরা ঐ বনের দিকে আত্মগোপন কর।

[প্রস্থানোদ্যত হইতেই গঙ্গারামের প্রবেশ]

সীতা। [সবিস্ময়ে] একি গঙ্গারাম ?

গঙ্গা। [হাঁপাইতে হাঁপাইতে] চতুর্দ্দিকে ফৌজদারের সেপাইরা ঘুরচে, আমি বহুকষ্টে এদিকটা নির্জ্জন দেখে পালিয়ে এসেছি।

সীতা। কিন্তু এখানে থাকা তোমার পক্ষে নিরাপদ নয় গঙ্গারাম— অবিলম্বে তুমি নদীর ওপারে শ্যামপুরে চ'লে যাও! সেখানে মৃণ্ময়ের সঙ্গে আমার বাড়ীর সকলকে পাঠিয়ে দিয়েচি। সেই-খানেই তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।

গঙ্গা। আপনাদের এ অবস্থায় রেখে—

সীতা। [ব্যস্তভাবে] কোন কথা নয় গঙ্গারাম—আমার আদেশ! তুমি অবিলম্বে স্থান-ত্যাগ কর।

[গঙ্গারাম যেন অনিচ্ছুক ভাবে চলিয়া গেল]

[চন্দ্রচূড়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া] গুরুদেব আমি শ্রীকে নিয়ে ঐ বনে আপাততঃ আত্মগোপন ক'রছি। আপনি একটু দেখুন ও আমার আদেশ সত্যি পালন করে কি না!

চন্দ্র। বেশ আমি দেখছি—তোমরাও শীঘ্র এখান থেকে চ'লে যাও!

[চন্দ্রচূড়ের প্রস্থান]

সীতা। এইবার চল শ্রী। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। এ প্রান্তরে আর কোন মতেই অপেক্ষা করা চলে না। চল আমরা এগিয়ে যাই।

[শ্রী ও সীতারামের প্রস্থান। যন্ত্র-সঙ্গীত সহযোগে দৃশ্যান্তর]

তৃতীয় দৃশ্য

প্রান্তর পথ

[একদল লোক ছুটিতে ছুটিতে পলাইতেছে। সকলের মুখে 'পালা, পালা' রব]

১ম ব্যক্তি। কোনদিকে পালাব ?

২য় ব্যক্তি। যে-দিকে দু'চোখ যায় ছুটে পালা !

৩য় ব্যক্তি। তোরাব খাঁ এগিয়ে আসছে সঙ্গে তার হাজার সৈন্য।

সকলে। ঐ রে এলো রে। পালা পালা !

[কামানের আওয়াজ দূরে। হাঁপাইতে হাঁপাইতে রামচাঁদ শ্যামচাঁদের প্রবেশ। রামচাঁদের হাতে একটি পুঁটলি, বগলে ছাতি, কাপড় লুঙ্গির মত পরা। শ্যামচাঁদের হাতে ছোট একটি লাঠি ও পায়ে একপাটি চটি]

শ্যাম। [হাঁপাইতে হাঁপাইতে] ওঃ একেই বলে বিপদ ! দাঁড়াও দাদা, এইখানে একটু জিরিয়ে নিই।

রাম। দেখ বিপদ ! আর জিরুবার আবশ্যক নেই দৌড় দাও !

শ্যাম। নাঃ, এদিকটা একটু ঠাণ্ডা আছে দাদা। ভিড়ের মধ্যে আর গিয়ে কাজ নেই। বাপরে বাপ, কি ঝঞ্ঝাট !

রাম। [চটিয়া] এখন হ'য়েছে কি ? ভূষণা গাঁয়ের সব কটাকে যদি একগাড়ে কবর না দেয় ত' কি ব'লেছি। দুদিন লাঠি ঘুরিয়ে বড্ড সব বাহাদুর হ'য়ে গিয়েছিল কি না—এইবার নে সাম্‌লা।

শ্যাম। আচ্ছা রামচাঁদ দা !

রাম। [তর্জ্জনি সঙ্কেতে] চুপ্ !

শ্যাম। কেন ?

রাম। আমার নাম রামচাঁদ তোমায় কে ব'ল্লে ?

শ্যাম। সে কি!

রাম। হাঁা, এদেশ না—ছাড়া পর্য্যন্ত আমি কালু মিঞা।

শ্যাম। আর আমি?

রাম। বকুরুদ্দীন।

শ্যাম। বাপ পিতোমোর দেওয়া নামটা পর্য্যন্ত শেষে ব'দলে ফেলবো?

রাম। [চটিয়া] ওরে বাবা—দিনকাল যা প'ড়েছে তাতে বাপ পিতোমোর নাম কি ব'লছো—খোল-ন'লচে সব পাল্টে ফেলতে হবে। লোকে কথায় বলে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম!

শ্যাম। তা যা ব'লেছ—এখন কোথায় যাওয়া যাবে বল?

রাম। যাব যে কোন চুলোয় তা ত' ভেবে পাচ্ছি না। ফৌজদার তোরাব খাঁ এখন ক্ষেপেছে, এখানে থাকলে ত' আর নিষ্কৃতি নেই—এক নদীর ওপারে শ্যামপুরে গিয়ে যদি থাকা যায়—যাহ'ক ওখানে দু'চারজন স্বঘর আছে।

শ্যাম। তাই চল! ওঃ, হতচ্ছাড়া গঙ্গারাম আর সীতারাম দেশটার সর্ব্বনাশ ক'রলে।

রাম। সর্ব্বনাশ ক'রলে ব'লে ক'রলে। তার ওপর জুটেছে ঐ বামনা চন্দ্রচূড়। তুই টুলো পণ্ডিত, কোথায় পাঁজিপুঁতি দেখবি, তা নয় সব ছেড়ে একপাল ছোঁড়া নিয়ে—হালে আবার একটা মেয়েছেলেকে কোথা থেকে জুটিয়ে মাঠের মধ্যে ধেই ধেই নৃত্য ক'রতে লাগলি। ছিঃ, ছিঃ!

শ্যাম। তার ফলে নিজেদের সর্ব্বনাশ ত' করলিই, আমাদেরও মারলি।

রাম। অত বুদ্ধি থাকবে না—এইবার সব থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গেছে।

না ? কেন তুমি আমাকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখলে তা' আজও জানতে পারি নি।

সীতা। তার একটা কারণ ছিল শ্রী। তোমাকে একদিন তা' ব'লবো।

শ্রী। না একদিন নয়, আমি আজই তা জানতে চাই।

সীতা। প্রতিজ্ঞা কর, সে-কথা শুনলে তুমি আমায় ত্যাগ ক'রবে না ?

শ্রী। সে-কি এমনি কঠিন কথা যা শুনে তোমাকে আমি ত্যাগ ক'রতে চাইব ?

সীতা। হ্যাঁ, সে অত্যন্ত কঠিন কথা, প্রতিজ্ঞা কর !

শ্রী। না জেনে তা'হলে কেমন ক'রে প্রতিজ্ঞা করি ? আগে তুমি বল।

সীতা। আজ নয় একদিন নিশ্চিতই ব'লবো।

শ্রী। বোঝনা তুমি, তা' না বল্লে তোমার সঙ্গে যাবার বাধা আমি অতিক্রম ক'রতে পারি না।

সীতা। বেশ, সব শোন। [চুপ করিয়া রহিলেন]

শ্রী। বল, চুপ ক'রে রইলে কেন ?

সীতা। আমার এখনও মনে হ'চ্ছে শ্রী—তোমার না শোনাই ছিল ভাল।

শ্রী। তবুও আমি শুনবো !

সীতা। বিবাহের সময় আমার পিতা তোমার কোষ্ঠি দেখতে চেয়েছিলেন মনে আছে ?

শ্রী। হ্যাঁ আছে। আমার কোষ্ঠি ছিল না। সেইজন্য তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে আপত্তি হ'য়েছিল শুনেছি।

সীতা। কিন্তু তোমাকে সুন্দরী দেখে আমার মা জিদ্ করে তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ দেন।

শ্রী। স্বর্গের দেবা আমাকে স্বর্গে ঠাঁই দিতে চেয়েছিলেন।

সীতা। বিয়ের কয়েক মাস পরে আমাদের বাড়ীতে এক বিখ্যাত দৈবজ্ঞ এলেন। পিতা তাঁকে তোমার কোষ্ঠি তৈরী করতে ব'ললেন। কোষ্ঠি তৈরী ক'রে তিনি পিতাকে তা প'ড়ে শোনালেন। সেইদিন থেকেই তুমি পরিত্যজ্যা হ'লে।

শ্রী। কেন ?

সীতা। তোমার কোষ্ঠীতে বলবান চন্দ্র স্বক্ষেত্রে থেকে শনির ত্রিংশাংশগত হ'য়েছিল।

শ্রী। তাহ'লে কি হয় ?

সীতা। যার তা হয় সে স্ত্রী প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী হয়।

শ্রী। প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী !

সীতা। স্বামীই স্ত্রীলোকের প্রিয়। পতি বধ তোমার কোষ্ঠির ফল।

শ্রী। আমি প্রিয় প্রাণহন্ত্রী ! আমার কোষ্ঠির ফল পতিবধ !

সীতা। আমার কথা এখনও শেষ হয়নি শ্রী !

শ্রী। না না আর কোন কথা আমি শুনতে চাই না। আমি বুঝেছি তোমার গৃহে আমার স্থান নেই, সংসারের কোথাও আমার স্থান নেই—আমার স্থান শ্বাপদ-সঙ্কুল গভীর অরণ্য, যেখানে স্নেহ মায়া প্রীতি নিয়ে কোন প্রিয়জন আমার জন্যে কোনদিন অপেক্ষা ক'রে থাকবে না। ভগবান ! একী নিদারুণ অভিশাপ দিয়ে তুমি আমায় সংসারে পাঠিয়েছ ভগবান !

[দূরে বৃক্ষতলে গিয়া বসিল]

সীতা। তুমি উতলা হ'য়ো না শ্রী, শান্ত হও, স্থির হও !

চতুর্থ দৃশ্য

বন

[শ্রী ও সীতারাম ক্লান্তদেহে প্রবেশ করিলেন]

সীতা। এইবার আমরা নিরাপদ স্থানে এসে পৌচেছি। তুমি কি পথ চিনে এখান থেকে একা যেতে পারবে ?

শ্রী। কোথায় যাব ?

সীতা। কোথায় যেতে চাও, বল।

শ্রী। বাড়ীতে মা নেই, দাদাও আর সেখানে ফিরতে পারবেন না—তবে আমি কোথায় যাব ? আমি এইখানেই থাকবো।

সীতা। এ যে প্রান্তর—এখানে কি থাকা যায় ?

শ্রী। আমি আজ নিরাশ্রয়া। আমার কাছে পথ, প্রান্তর, বন সবই এক।

সীতা। কিন্তু এখানে তোমায় দেখতে পেলে তারা ধ'রে নিয়ে যাবে।

শ্রী। কারা ?

সীতা। তুমি হাঙ্গামায় ছিলে, অনেকে তোমায় দেখেছে, ফৌজদার একবার ধরতে পারলে তোমায় কঠোর শাস্তি দিতে পারে।

শ্রী। কোন শাস্তিতেই আর আমার ভয় নেই।

সীতা। অবুঝ হ'য়োনা শ্রী! তোমার দাদাকে গুরুদেব নিশ্চিতই শ্যামপুরে পাঠিয়েছেন। তুমি সেইখানে তার কাছে থাকবে চল।

শ্রী। কে আমার সঙ্গে যাবে ?

সীতা। কেন আমি!

শ্রী। আমার সঙ্গে তুমি যাবে? [শ্রী হাসিল] এতদিন পরে আবার একথা কেন?

সীতা। তার উত্তর আমি পরে দেব শ্রী!

শ্রী। কিন্তু আগে তা না শুনলে ত' আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি না।

সীতা। আমার সঙ্গেও যেতে পার না?

শ্রী। না!

সীতা। কেন?

শ্রী। আমায় যখন ত্যাগ করেছিলে তখন কি আমার কোন কথা জানতে চেয়েছিলে?

সীতা। তখনকার কথার মীমাংসা এখন হয় না শ্রী।

শ্রী। কেন হয় না?

সীতা। এখন তোমার জীবন বিপন্ন।

শ্রী। তাই দয়া ক'রে তুমি আমাকে আজ সঙ্গে নিয়ে অপরের আশ্রয়ে রেখে কর্ত্তব্য শেষ ক'রতে চাও? আমার দাদার জীবনের জন্য তোমার দয়া ভিক্ষা ক'রেছিলাম, কিন্তু আমার নিজের জন্য তা কখনো ক'রবো না।

সীতা। তুমি ভুল বুঝছো শ্রী, দয়া আমি ক'রছি না। তুমি আমার স্ত্রী আমি তোমায় সেইভাবেই নিয়ে যেতে এসেছি।

শ্রী। স্ত্রীর কোন অধিকারই ত' কখনো পাই নি, আজ তুমি তা' কি কি ক'রে আমায় দেবে? শুনেছি তোমার দুই স্ত্রী রয়েছে, তাদের সবার আগে আমার স্থান ছিল কিন্তু কেন তা রইলো

সীতা। ফুল, ফুল কি হবে শ্রী ?

শ্রী। অঞ্জলি দিয়ে আগে দেবতাকে প্রীত ক'রবো। তবে ত' তিনি প্রসন্ন হবেন ?

সীতা। কিন্তু ফুল তো এ কাননে নেই।

শ্রী। ঐ যে কৃষ্ণচূড়ায় একটা গাছ ছেয়ে রয়েছে।

সীতা। তুমি অপেক্ষা কর, আমি এখুনি নিয়ে আসচি।

[সীতারাম চলিয়া গেলেন, শ্রী কিছুকাল সেইদিকে চাহিয়া রহিল তারপর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়া কহিল]

শ্রী। যাবার বেলাকার এই ছলনার জন্য অপরাধ নিয়ো না স্বামী ! প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী হবার জন্য তোমার দৃষ্টির সামনেও আমি আর থাকতে পারি না। আমার পুণ্যের ফলে তোমাকে পেয়েছিলাম, তবু অজানা পাপ কোথায় জমে উঠে সেই আশ্রয় থেকে আমায় সরিয়ে দিলে। কিন্তু পাপ-পুণ্যের বিচার শেষ হবার পর আবার একদিন তোমায় আমায় দেখা হবে এই আশা নিয়েই তোমার অভাগী শ্রী আজ অজানা পথে পা বাড়ালো। তাকে তুমি ভুল বুঝো না।

[সীতারাম যেদিকে গেছেন সেইদিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, পরে আত্মসংবরণ করিয়া কহিল]

না, আর দেরী নয়। এখুনি হয়তো এসে প'ড়বেন। ওরে অভাগী তোর ভয় কি ? পথে যিনি দাঁড় করিয়েছেন পথের সন্ধান তিনিই দেবেন।

[শ্রীর প্রস্থান—অস্ফুট যন্ত্রসঙ্গীত হইতেছিল—সীতারাম নেপথ্য হইতে বলিতেছিলেন]

সীতা। শ্রী—শ্রী কত ফুল তুলেছি দেখে যাও! আরও চাই ?

[অঞ্জলি ভরিয়া ফুল লইয়া সীতারামের প্রবেশ,—দেখিলেন শ্রী নাই। আকুল ভাবে তিনি ডাকিতে লাগিলেন]

শ্রী! শ্রী! একি শ্রী কোথায় গেল? শ্রী লুকিয়ে থেক না দেখা দাও, দেখা দাও!

[গঙ্গারামের প্রবেশ]

গঙ্গা। শ্রী—কোথায় রায়জী?

সীতা। [সবিস্ময়ে] একি গঙ্গারাম তুমি আবার ফিরে এলে?

গঙ্গা। গুরুদেব ব'ললেন সন্ধ্যার পূর্ব্বে এস্থান ত্যাগ করা বিপজ্জনক, আবার ধরা পড়ার সম্ভাবনা। তাই তিনি আমায় এখন এই বনে আত্মগোপন করতে ব'ললেন। সহসা আপনার কণ্ঠস্বর শুনে আমি এদিকে ছুটে এলাম, কিন্তু শ্রী কোথায় রায়জী?

সীতা। আমিও তাই জানতে চাই গঙ্গারাম—শ্রী কোথায়?

গঙ্গা। আমি ত' তাকে দেখিনি।

সীতা। এইখানেই বসিয়ে রেখে তার জন্যে ফুল আনতে গিয়েছিলাম গঙ্গারাম। কিন্তু তাকে ত' আর দেখতে পাচ্ছি না। ব'লতে পার এমন হঠাৎ সে কোথায় চ'লে গেল?

গঙ্গা। ফৌজদারের গুপ্তচরেরা তার সন্ধান পেয়ে তাকে তো ধ'রে নিয়ে যায়নি রায়জী?

সীতা। সন্ধান কর গঙ্গারাম! যদি তোমার আশঙ্কা সত্য হয়, তাহ'লে জেনো সারা ভূষণায় আমি আগুন জ্বেলে তুলবো, ফৌজদার সুবেদার, দিল্লীর অধীশ্বরও সীতারামের সেই দীপ্ত রোষানল থেকে রেহাই পাবে না। যাও গঙ্গারাম যাও, আর বিলম্ব কোরো না।

[গঙ্গারামের প্রস্থান কা'লে সেই দিক দিয়া চন্দ্রচূড়ের প্রবেশ ||

চন্দ্র। গঙ্গারামকে কোথায় পাঠাও সীতারাম?

শ্রী। স্থির হব, নিজেকে প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী জেনেও কেমন ক'রে স্থির হ'য়ে থাকবো বল ? আমি—তো পাষাণ নই !

সীতা। আমার সব কথা এখনও শেষ হয়নি শ্রী।

শ্রী। আমি বুঝতে পারি না, আমি বুঝতে পারি না এর পরও আর কি বলার বাকী থাকতে পারে !

সীতা। পিতার আদেশে তোমাকে পরিত্যাগ ক'রে আমায় আবার বিবাহ ক'রতে হয়—তাঁর জীবদ্দশায় আমি তাঁর অধীনে ছিলাম, কিন্তু আজ—

শ্রী। (বাধা দিয়া) আজ তিনি স্বর্গগত ব'লেই কি তাঁর আদেশকে তুমি এখন অমান্য ক'রবে ?

সীতা। না তার চেয়ে বড় বিধাতার আদেশকে অমান্য ক'রে নিজের ধর্ম্মপত্নীকে একদিন ত্যাগ ক'রেছিলুম ব'লে আজ আমি প্রায়শ্চিত্ত ক'রবো।

শ্রী। না, না। ওগো তুমি ভুলো না, তুমি শুধু আমার প্রিয় নও তুমি প্রিয়তম, তুমি পরম আরাধ্য, আমার ইহকালের পরকালের সর্ব্বস্ব তুমি ! তাইতো এই প্রিয়-প্রাণহন্ত্রীকে তোমার সংস্পর্শ এড়িয়ে, দূরে বহুদূরে, তোমার দৃষ্টির বাইরে, তোমার সকল সৃষ্টির বাইরে থেকে আমরণ তোমারই স্মৃতি বুকে নিয়ে প'ড়ে প'ড়ে কাঁদতে হবে।

সীতা। না, না শ্রী। সে দুঃখের সাধনা তোমাকে ক'রতে হবে না, আমি তোমাকে আর কোথাও যেতে দেব না, তোমাকে আমি যেতে দিতে পারি না।

শ্রী। কেন পারবে না ? আমাকে পরিত্যাগ ক'রে এতদিন ত' বেশ

ছিলে। তোমার সোণার সংসার, অতুল ঐশ্বর্য্য, ইন্দ্রাণীর মত— রূপবতী দুই স্ত্রী, কার্ত্তিকের মত কুমার, এত থেকেও, এত পেয়েও তোমার মন ভরে না ?

সীতা। ভ'রতো যদি তা'হলে তোমাকে ফিরিয়ে নেবার জন্য এমন ব্যাকুল আবেদন আজ আমার অন্তর ছাপিয়ে এমন ক'রে উপচে উঠতো না শ্রী! তোমাকে স্পর্শ ক'রে আমি ব'লচি শ্রী আমার বাসনা, কামনা, জীবনের সাধনা সব জলাঞ্জলি দিয়েও তোমাকে আমার কাছেই রাখতে চাই!

শ্রী। তুমি তাই চাও ব'লেই কি আমি তোমার এতখানি স্নেহ, এতখানি ভালবাসার বিনিময়ে তোমাকে প্রাণে মারবার জন্য তোমার কণ্ঠলগ্ন হ'য়ে থাকবো ? আপন জনের কাছে কোন দাবী করবার অধিকার দিয়ে ভগবান আমাকে সংসারে পাঠান নি। দেশের দশজনে আজ এক অমূল্য দাবী নিয়ে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে। সে দাবী পূর্ণ করা তোমার ধর্ম্ম। পরিত্যক্তা হ'লেও আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী। এক সঙ্গে ধর্ম্ম পালন করতে পারলাম না যদি, স্ত্রী হ'য়ে স্বামীর ধর্ম্মহানি ক'রে আমার পরকালের পথেও কাঁটা দিয়ে রাখবো ? তুমি জ্ঞানী, সবই তুমি বোঝ। প্রসন্ন মনে আমাকে আজ বিদায় দাও!

সীতা। প্রসন্ন মনে, কেমন ক'রে দোব ?

শ্রী। আমি উপায় ব'লে দিতে পারি যাতে তোমার মনের সন্তাপ দূর হয়।

সীতা। বেশ, তাই ব'লে দাও, শ্রী!

শ্রী। তুমি আগে আমায় কিছু ফুল এনে দাও!

জয়। তাই কি খুঁজে খুঁজে বৈতরণী পারে এসে দাঁড়িয়েছ ?

শ্রী। হ্যাঁ, আরও পাকা-মাঝির সন্ধানে যাচ্ছি। শ্রীক্ষেত্রে তিনি নাকি বিরাজ করেন—তাঁরই কাছে নয় যাই।

জয়। চল, আমিও সেইখানে যাব। আমার সঙ্গে আসবে কি ?

শ্রী। আসবো। কিন্তু আমার তো কিছু পুঁজি নেই।

জয়। আমারও ত' নেই।

শ্রী। তুমি তাহ'লে দিনপাত কর কি ক'রে ?

জয়। ভিক্ষা ক'রে।

শ্রী। আমি তো তা পারবো না।

জয়। বেশ তোমার হ'য়ে আমিই নয় ভিক্ষা ক'রবো।

শ্রী। তোমার এই বয়েস, এই রূপ, তুমি পথে পথে ভিক্ষা কর কেন ? তোমার ভয় করে না ?

জয়। আমি যে সংসার ত্যাগী। আমার আবার ভয় কিসের ? ধর্ম্ম যে আমার সহায়।

শ্রী। কিন্তু আমার সহায় ত' কিছু নেই।

জয়। কেন তুমিও এই বেশ পর না। আমার ঝুলিতে সব আছে—সব দিয়ে তোমায় সাজাবো। সাজ্‌বে ?

শ্রী। সাজবো।—আমায় তোমার সাথী কর মা।

জয়। দেখ, তোমায় একটা কথা বলি, আর মা-বাছা বলা পোষায় না। তুমি আর আমি ত' সমবয়সী। আমরা দু'জনে ভাই নাম ধ'রেই এবার থেকে ডাকবো। তোমার নাম ?

শ্রী। শ্রী।

জয়। বেশ, আমাকে তোমার বোন ব'লেই জেনো শ্রী আর আমাকে তুমি জয়ন্তী ব'লেই ডেকো।

শ্রী। বেশ, এখন কি ক'রবো বোন ?

জয়। কোন কিছুতে মন দাও !

শ্রী। কিসে মন দেব—পাপে ?

জয়। কেন পুণ্যে !

শ্রী। স্ত্রীলোকের একমাত্র পুণ্য স্বামী সেবা—যখন তা'ই ছেড়ে এসেছি আবার আমার কি পুণ্য আছে ?

জয়। স্বামীর স্বামীও তো একজন আছেন।

শ্রী। তিনি স্বামীর স্বামী—আমার নন।

জয়। আচ্ছা ভাই, তুমি ব'ল্লে তুমি স্বেচ্ছায় তোমার স্বামীকে ত্যাগ ক'রে চ'লে এসেছ—তবুও তুমি কেন মনে কর স্ত্রীলোকের একমাত্র পুণ্য স্বামী সেবা ?

শ্রী। কেন মনে করি! জানি না জয়ন্তী। কোন যুক্তি দিয়ে তা আমি বোঝাতে পারি না। কিন্তু পলে পলে অনুভব করি পথের কাঁটার আঘাত থেকে তাঁর চরণ কমল অক্ষত রাখবার জন্যে তাঁর পায়ের তলায় যদি বুক পেতে দিতে পারতাম, তাতেই আমার নারী জীবন সার্থক হ'ত।

জয়। তোমার কথা শুনে মনে হ'চ্চে তোমার সঙ্গে তোমার স্বামীর দেখা সাক্ষাৎ খুব কমই হ'য়েচে, তবুও তাঁকে এত ভালবাসলে কি ক'রে ?

শ্রী। তুমি যে ঈশ্বরকে এত ভালবাস ক'দিন তাঁর দেখা পেয়েছ বোন ?

জয়। আমি যে ঈশ্বরকে দিনরাত ভাবি।

সীতা। শ্রীর সন্ধানে, গুরুদেব!

চন্দ্র। শ্রীর সন্ধানে! শ্রীকে তো আমি তোমারই হাতে সঁ'পে দিয়ে গিয়েছিলাম।

সীতা। শ্রী অন্তর্হিতা।

চন্দ্র। অন্তর্হিতা!

সীতা। হ্যাঁ গুরুদেব, সহসা অন্তর্হিতা। কিন্তু, কিন্তু গুরুদেব শ্রীর সন্ধান না পেলে আমার জীবনের সাধনা ব্যর্থ হ'য়ে যাবে।

চন্দ্র। সে কি সীতারাম?

সীতা। আপনিই না ব'লেছিলেন গুরুদেব, শ্রীর ভিতর যে শক্তি রয়েচে সেই শক্তিরই সাধনা আমরা করি!

চন্দ্র। কিন্তু শ্রী যে তোমায় স্বেচ্ছায় ত্যাগ ক'রে গেছেন, সীতারাম।

সীতা। গেলেন বলেই ত' আমি শ্রী-হীন, আমার রাজ্য শ্রী-হীন—শ্রী-হীন এই শ্যামা বঙ্গভূমি। সকলে শ্রী-হীন ব'লেই ত' আমরা আজ শক্তিহীন। গুরুদেব শক্তির সাধক এই সীতারাম সারা মন দিয়ে আজ শ্রীকে ফিরে পেতে চায়। সে জানে শ্রী এলেই তার বাহুতে আসবে শক্তি, শক্তি এনে দেবে মুক্তি, যে মুক্তির আশায় আপনি, আমি, সারাদেশ একসঙ্গে আজ শ্মশান জেগে ব'সে রইচি।

[ধীরে ধীরে প্রথম অঙ্কের যবনিকা পড়িবে]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বৈতরণী তীর

[পার্ব্বত্য নদী—দূরে পাহাড়ের গাত্রে এক গুহা—আশেপাশে জঙ্গল
—নদীর কুলে শ্রী দাঁড়াইয়াছিল]

শ্রী। ওঃ! আর যে পারি না! তোমার কোলে আমায় স্থান দাও মা! লোকে বলে বৈতরণী পার হ'লে নাকি সব জ্বালা জুড়োয় —তোমার বুকে কি আমার জালা জুড়ুবে না?

[নদীতে শ্রী ঝাঁপ দিবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় জয়ন্তী আসিয়া ধরিলেন]

জয়। ছিঃ! ছিঃ! কি কর? এ সে বৈতরণী নয়!—যমদ্বারে না গেলে সে বৈতরণীর সন্ধান মেলে না।

শ্রী। কে মা তুমি আমায় বাধা দিলে? আমি যে যমদ্বারেই যেতে চাই।

জয়। এত তাড়াতাড়ি কেন মা? এখনও যে তোমার সকাল বেলা।

শ্রী। বেলা হ'লে বাতাস উঠবে যে।

জয়। তাই তুফানের ভয় ক'র্চ্ছ? কেন তোমার কি কোন পাকা মাঝি নেই?

শ্রী। পাকামাঝি! হ্যাঁ, আছে, কিন্তু তার নৌকোয় আমি উঠলুম না। শুধু শুধু কেন তাঁর নৌকো ভারি ক'রবো।

শ্রী। আমিও তাই। মনে মনে তাঁকেই দেবতারূপে এতদিন পূজা ক'রে আসছি। চন্দন ঘ'সে দেয়ালের গায়ে মাখিয়ে ভেবেছি তাঁরই অঙ্গে মাখিয়ে দিলাম সেই চন্দন, মালা গেঁথে ফুলভরা গাছের গলায় পরিয়ে দিয়ে ভেবেছি, তাঁরই গলায় পরিয়ে দিলাম সেই মালা; নিজের গহনা বিক্রি ক'রে ভাল খাবার এনে রেঁধে বেড়ে তাঁরই উদ্দেশে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছি। ঠাকুর প্রণাম ক'রতে গিয়ে ঠাকুরকে দেখতে পাইনি—মাথার কাছে তাঁরই পাদপদ্ম দেখেছি। তিনি আমায় ডেকেছিলেন জয়ন্তী, তবু আমি তাঁকে উপেক্ষা ক'রে চ'লে এসেছি। কিন্তু আমি যে আর থাকতে পার্চ্ছি না জয়ন্তী—কিছুতেই পার্চ্ছি না।

জয়। তবে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রবে চল !

শ্রী। না—না—জয়ন্তী, আমি যে সর্ব্বনাশের আগুন নিয়ে সংসারে এসেছি - চল, চল এখান থেকে দূরে—আরও দূরে চ'লে যাই।

[শ্রীর দ্রুত প্রস্থান। জয়ন্তী তাহাকে অনুসরণ করিল—যন্ত্রসঙ্গীত সহযোগে দৃশ্যান্তর]

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্যামপুরে সীতারামের নূতন প্রাসাদের একাংশ।

[সীতারাম ও গঙ্গারামের কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ]

গঙ্গা। বহুদূর দূরান্তরে ঘুরে এলুম মহারাজ!—শ্রীর কোন সন্ধান ক'রতে পারলুম না।

সীতা। কিন্তু তার সন্ধান যে আমার চাইই।

গঙ্গা। তার দুর্ভাগ্য সে আপনার আশ্রয় পেয়েও আবার সে আশ্রয় স্বেচ্ছায় হারালো। বিধাতা তার ভাগ্যে স্বামীসুখ লেখেন নি মহারাজ!

সীতা। কিন্তু বিধাতা যে তার ভাগ্যের সঙ্গে আমার ভাগ্যকেও জড়িয়ে দিয়ে গেছেন গঙ্গারাম। তাকে আমায় খুঁজে পেতেই হবে। তার অভাবে আমার জীবন মূল্যহীন, উপহাসের নামান্তর!

গঙ্গা। মহারাজ, আপনি রাজাধিরাজ, কঠিন কর্ত্তব্যের ভার আপনার ওপর—আপনি অধীর হ'লে যে সমস্ত রাজত্ব ধ্বংস হ'য়ে যাবে।

সীতা। [আত্মস্থ হইয়া] সত্য আমি দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছিলাম গঙ্গারাম। আমি আমার দেশকে ভুলেছিলাম, তুমি আমায় ক্ষমা কর।

গঙ্গা। মহারাজ! আমার অপরাধকে আপনি আরও বাড়িয়ে তুলছেন। আমি যে আপনার দাসানুদাস—সেবক—নগণ্য ভৃত্য! আপনি আদেশ করুন, আবার আমি তার অনুসন্ধানে যাত্রা করি।

সীতা। না গঙ্গারাম, তার অনুসন্ধান বৃথা! তাকে হৃদয় থেকে মুছে ফেলে দেওয়াই ভাল। আমার এই নতুন রাজ্যের মাঝখানে

আর তার দুঃস্বপ্নকে জাগিয়ে তুলতে চাই না। ভূষণার পুরাতন স্মৃতির সঙ্গে তার স্মৃতিও মিশিয়ে যাক্—শোন গঙ্গারাম সম্প্রতি আমি দিল্লী যাচ্ছি, আমার অনুপস্থিতিতে হয়তো তোরাব খাঁ শ্যামপুর আক্রমণ ক'রতে পারে।

গঙ্গা। কিন্তু এই নগর প্রবেশের চেষ্টা ক'রলে সে নিজেকেই বিপদ্‌গ্রস্ত ক'রে তুলবে।

সীতা। তবু তুমি সাবধানে নগর রক্ষা কর। গুপ্তচর ব'লে কাউকে সন্দেহ করলে আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তাকে বন্দী ক'রে রাখবে। মনে রেখো গঙ্গারাম, বাইরে থেকে শত্রুরা এসে কোন দেশকে ধ্বংস ক'রতে পারে না—দেশকে ধ্বংস করে দেশেরই বেইমানরা!

গঙ্গা। আপনার আদেশ আমার স্মরণ থাকবে।

[নমস্কার করিয়া প্রস্থান]

সীতা। [অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইয়া ডাকিলেন] নন্দা, নন্দা!

[নন্দার প্রবেশ]

নন্দা। আমায় ডাকছো?

সীতা। হ্যাঁ! আমি দু'একদিনের মধ্যেই দিল্লী যাত্রা ক'রবো। তার আগে আজ সন্ধ্যায় লক্ষ্মীনারায়ণজীকে দর্শন ক'রতে যাব—তুমি, রমা আমার সঙ্গে চল।

নন্দা। তা' দিল্লী যাবার জন্যে আবার এত তাড়া প'ড়লো কেন?

সীতা। দিল্লীর বাদ্‌শাহের কাছ থেকে রাজা খেতাব আনতে যাচ্ছি।

নন্দা। তুমি তো রাজা আছই, আবার কি খেতাব চাও?

সীতা। আরে সে খেতাব তো দিয়েছে আমার দেশের লোকেরা। বাদ্‌শাহ তো দেয়নি।

নন্দা। দেশের লোকের দেওয়া খেতাবের চেয়ে বড় সম্মান আর কি হতে পারে?

সীতা। কিছুই নয় তা আমি জানি। তবু বাদশাহের সনন্দ না পেলে বিরোধের আর অন্ত থাকবে না। সব তুমি বুঝবে না নন্দা এসব রাজনীতির কথা। আমি অল্পদিনের ভেতরই ফিরে আসবো।

নন্দা। কিন্তু তুমি গেলে তোমার আদরিণী ছোটরাণীকে শান্ত রাখবে কে?

সীতা। সেজন্যে তো তুমিই রয়েছ নন্দা। তবে রমাকে আমার যাবার কথাটা না বলাই ভাল।

নন্দা। সে আবার ব'লতে? খবরটা কানে গেলে আর রক্ষে রাখবে ভাবছো? এখুনি কেঁদে কেটে বাড়ী মাথায় ক'রবে না।— কোন কিছু যদি বোঝে! দিনরাত শুধু ভয়ে ভয়েই গেল।

সীতা। কিসের ভয়?

নন্দা। তার কত হিসেব দোব বলতো? আগে ছিল সতীনকে ভয়, এখন সেটা গিয়ে ভয় হ'য়েছে কেবল ফৌজদারকে।

সীতা। জ্বালাতন!

নন্দা। চারিধারে গড়, দুর্গ তৈরী হ'চ্ছে শুনে আমায় রোজ ব'লবে, অ দিদি, তুমি ওকে বারণ করনা—তা না হ'লে আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে।

সীতা। কিন্তু কোথায় কি হ'চ্ছে সে খবরই বা ওর কানে যায় কি ক'রে?

নন্দা। হায়রে! খবর দেবার আবার লোকের অভাব! ঐ যে ছোট বৌয়ের বাপের বাড়ীর ঝি মুরলাটি রয়েছেন, তার কাছে রাজ্যের

কোন খবর জানতে বাকী আছে? সব-কিছু ব'লবে। বারণ ক'রলে তোমার ছোটরাণীতো আমায় আস্ত রাখবে না।

[নন্দার শেষ কথাগুলি বলার সময় ছোটরাণী রমা পিছন হইতে প্রবেশ করিয়া হাসিমুখে তাহার কথা শুনিতেছিল]

এতদিন বড্ড সোহাগ জানিয়ে এসেছ—এখন তার মর্ম্ম বোঝ!

রমা। [হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইয়া] যা ভেবেছি, ঠিক্ আমার নামে দিদির নালিশ আরম্ভ হ'য়েছে।

নন্দা। হয়েছেই তো। সতীনের নামে না লাগিয়ে সতীন কখনও থাকতে পারে?

রমা। তা' দিদি এতদিন তো তুমি ওঁর সঙ্গে ঘর ক'রে এলে, এখন নয় আমার কাছে একটু ছেড়ে দিলেই ভাই।

নন্দা। পোড়ারমুখী, স্বামীকে কেউ কোনদিন সতীনের হাতে ছেড়ে দেয়?

রমা। না দিলে সতান কেড়ে নিতে পারে তো?

নন্দা। বেশ তো, কেড়ে নেবার শক্তি থাকে তাই নেনা। তোর হাতেই ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি।

[নন্দা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল, রমা সীতারামের কাছে আসিয়া বলিল।]

রমা। হ্যাঁ গা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রবো?

সীতা। কি?

রমা। চারিধারে এত সেপাই শাস্ত্রির কুচ্‌কাওয়াজ হ'চ্ছে কেন? আবার যুদ্ধুটুদ্ধু কিছু হবে নাকি?

সীতা। হ'লেই বা, তাতে ভয়ের কি আছে?

রমা। ভয়ের নেই, তুমি কি ব'লচো? শত্রুরা এসে আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে না?

সীতা। আমরাও তো শত্রুদের মেরে ফেলতে পারি।

রমা। না না ফৌজদারের লোকের সঙ্গে আমরা পেরে উঠবো না, তুমি এ সব দুর্গগড় ভেঙে ফেলে দাও! চল আমরা ফৌজদারের পায়ে গিয়ে পড়ি তাহলে নিশ্চয়ই তিনি কিছু ক'রবেন না।

সীতা। পায়ে যারা দিনরাত পড়ে তাদের ভাগ্যে কি জোটে জান? —লাথি।

রমা। কিন্তু দাম যার থাকে সে পায়ের তলায় প'ড়লে লোকে মাথায় তুলে নেয়।

সীতা। তোমায় এত সব কথা কে শেখালে?

রমা। শেখাবে কেন? আমি কি জানিনা? [উত্তেজিত ভাবে] শ্রী যেদিন তোমার পায়ে লুটিয়ে প'ড়েছিল সেদিন তুমি কি করেছিলে? আমার কাছে যুদ্ধ করবে না ব'লে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে তাও ভুলে যেতে তোমার দেরী হয়নি।

সীতা। আমি তা' স্বেচ্ছায় করিনি। আমায় তা বাধ্য হ'য়ে ক'রতে হ'য়েছিল।

রমা বাধ্য হয়তো হ'তেনা, যদি শ্রী না হ'য়ে আর কেউ ব'লতো! তাই আমার চেয়ে তোমার কাছে—তুচ্ছ এক ভিখারিণী শ্রী বড় হ'য়ে উঠলো!

সীতা। [উত্তেজিত ভাবে] শ্রী ভিখারিনী নয়, সে রাজরাণী, তা তুমি জান! —তাকে হিংসা ক'রে নিজেকে ছোট ক'রোনা তার শক্তির এক কণা যদি তোমার থাকতো তা'হলে আমি খুসী হ'তাম।

রমা। [উত্তেজিত স্বরে] বেশ-তো তাহলে তাকে নিয়েই খুসী হও !

সীতা। তাইতো হ'তে চাই, কিন্তু পাই কই ? ঝড়ের মত সে একবার দেখা দিয়ে আবার কোথায় মিলিয়ে গেছে। আজ সে থাকলে শত্রুকে ভয় ক'রে তোমার মত পিছিয়ে আসবার অনুরোধ জানাতো না। আমার পাশে দাঁড়িয়ে শত্রু—বিজয়ে সহায়তা ক'রতো।

রমা। আমিও তা পারতুম ! কিন্তু আমার—আমার খোকার জন্যে যে তা পারিনা। তাকে কি চিরদিনের মত দুঃখী ক'রে যাব ?

সীতা। শত্রুকে তোমার এত ভয় ?

রমা। শত্রুকে ভয় নয়, ভয় আমার তোমাকে ! [সীতারামের কাছে গিয়া তাহার বাহু ধরিল] তুমি যে দুঃসাহসী, বড় একারোখা, তাই আমার এত ভয়। তোমার ভালবাসা আমি হারিয়েছি তা আমি বুঝতে পারি কিন্তু আমার ভালবাসা যে তোমাকেই ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওগো তোমার পায়ে পড়ি, আমাদের কিচ্ছু দরকার নেই। চল আমরা খোকাকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাই [পায়ে ধরিল]

সীতা। [বিরক্ত ভাবে রমাকে উঠাইয়া বলিলেন] আঃ পা ছাড় ! তুমি যদি এভাবে আমায় বার বার বিরক্ত করে তোল, তাহ'লে আমায় অন্তঃপুরে আসা বন্ধ করে দিতে হবে দেখতে পাচ্ছি।

রমা। না, না তুমি আমার উপর রাগ করোনা—আমি এখান থেকে চ'লে যাচ্ছি। খোকা যদি আমার কোলে না আসতো তাহ'লে চিরদিনের মত আমি তোমার কাছ থেকে চ'লে যেতুম।

[প্রস্থানোদ্যত]

সীতা। শোন! [রমা ফিরিল] আচ্ছা, এতটুকু শান্তি কি তুমি আমায় দিতে পার না ?

রমা। [কাতর ভাবে] কি ক'রলে তুমি সুখী হবে বল ?

সীতা। আমার কাজ না দেখে ঘরের কাজে মন দাও !

রমা। বেশ এবার থেকে তাই দোব !—তুমি রাগ ক'রোনা !

[নন্দার প্রবেশ]

নন্দা। কি গো ছোটরাণী—এখনও কথা শেষ হ'ল না ? আবার যে যেতে হবে অনেকদূর !

রমা। কোথায় দিদি ?

নন্দা। ওমা এখনও তুমি সে কথাটা ওকে বলবার সময় পাওনি ?

সীতা। না ভুলে গিয়েছিলাম। হঁা, তোমরা ঠিক হ'য়ে নাও—আমরা লক্ষ্মীনারায়ণজীকে দর্শন ক'রতে যাব।

[সীতারাম একদিকে নন্দ ও রমা অপরদিকে প্রস্থানোদ্যত হইতেই যন্ত্র-সঙ্গীত সহযোগে দৃশ্যান্তর হইয়া গেল]

তৃতীয় দৃশ্য

শ্যামপুরের পথ

[হুঁকা হস্তে রামচাঁদ তামাক খাইতে খাইতে প্রবেশ করিল পিছনে শ্যামচাঁদ কলা খাইতে খাইতে আসিতেছিল]

শ্যাম। যাই বল দাদা, এইখানে আর যাই হ'ক বেশ একটু শান্তি পাওয়া যাচ্ছে, কি বল ?

রাম। আপাততঃ তো কাটছে ভাল। হাজার হ'ক সীতারাম রায় একটা লোক বটে তো! দেখতে দেখতে শ্যামপুরকে কি রকম শহর বানিয়ে ফেললে দেখ।

শ্যাম। হবে না কেন দাদা ? বাপ্ ঠাকুর্দ্দা তো আর কম রেখে যাননি ! তার ওপর আবার স্বয়ং বাদ্‌শাহ রায়জীর দিকে। শুনেছি খুব শিগগিরই মহারাজাধিরাজ উপাধি দেবার জন্যে দিল্লীতে সীতা-রামের ডাক প'ড়েছে।

রাম। একেই বলে শ্যামচাঁদ বরাত, সেই সঙ্গে আমাদের কথাটা একবার ভাব। রাজায় রাজায় যুদ্ধ্ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। মনে কর মেরে ছাতু ক'রে দিয়ে গেল—

শ্যাম। বাপের দেওয়া নামটা পর্য্যন্ত বদলিয়ে ছাড়ালে।

রাম। সে ছাড়ালে—ছাড়ালে. তাতে কিছু এসে যায়না। কারে প'ড়লে বাপ কি ব'লছো বাপের ঠাকুর্দ্দার পর্য্যন্ত নাম পাল্টে যেতে পারে তা নয়—শেষকালে দেখ হ'ল কি ?—তুমি যে শ্যামচাঁদ সেই শ্যামচাঁদ র'য়ে গেলে, আর আমি যে রামচন্দ্র সেই রামচন্দ্রই রয়ে গেলাম। পিটুনি খেলাম আমরা আর মাঝখান থেকে সীতারাম রায় হ'য়ে গেল রাজাবাহাদুর খাঞ্জা খাঁ, আর তার স্যাঙাৎরা খেলে ফলার।

শ্যাম। এত—দাদা শাস্ত্রেই আছে, আঁবে 'দুধে মিশে গেল আঁটি প'ড়ে গড়াগড়ি খেল।

রাম। আরে আঁটি হ'লেও তো বাঁচতুম—রাজার পাতের সামনে দু'পাঁচবার গড়াগড়ি খেয়েও তবু সুখ পাওয়া যেত। কিন্তু আমরা হ'লুম একেবারে যাকে বলে ইয়ে আর কি—

শ্যাম। আঁবের খোসা।—

রাম। হ্যাঁ ভাই! স্রেফ্ ফলটি খাবার আগে আমাদের ছাড়িয়ে ফেলে দিলে। আঁটি হ'ল ঐ চন্দ্রচূড়, আর আঁশ হ'ল গঙ্গারাম, একেবারে রাজার দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে জড়িয়ে আছে।

শ্যাম। [হাসিয়া] তা যা ব'লেছ রামচাঁদ দা। তাইত ভাবি, কেমন চট্ করে দেখ চন্দ্রচূড় হ'য়ে গেলেন মন্ত্রী, মৃণ্ময় হ'লেন সেনাপতি আর গঙ্গারাম হ'ল নগর রক্ষক।

রাম। অথচ মজা দেখ, সেই গঙ্গারামকে নিয়েই যত কাণ্ড! তুই একটু কষ্ট ক'রে ম'রলে পারতিস্—তা নয় দেশশুদ্ধু সবাইকে মারবার যোগাড় কল্লি!

শ্যাম। যাক্, তার ফলটা ভালই হ'ল দাদা—এখন বেশ নিশ্চিন্তি। ভূষণা শুদ্ধু সবাই এখানে এসে হাজির হ'য়েছে, তা' ছাড়াও যে কতলোক আসছে তার ঠিক নেই।

রাম। কিন্তু চারিদিকে এখানে যেমন গড় আর দুর্গ তৈরী হ'চ্ছে আবার না হাঙ্গামা বাধে দেখ।

শ্যাম। বাধলে ত' ভারী ব'য়েই গেল। এ আর ভূষণার মাঠ নয় এর চারধারে গড় আর পাঁচিল আবার তার ওপর ইয়া বড় বড়

কামান। এখানে এলে আমিই মেরে হাড় গুঁড়ো ক'রে দেবনা —চালাকী!

[ঢোল বাজাইতে বাজাইতে ঢাকীর প্রবেশ, সঙ্গে ফৌজদারের সৈনিক, তাহার হাতে দোয়াত ও কলম। সৈনিক চীৎকার করিয়া হাঁকিতেছিল]

সৈনিক। ভূষণাতে এই সেদিনে হাঙ্গামা যা হ'ল,
তার মধ্যে তোমাদের কে কে ছিলে বল ?
ফৌজদারের কড়া হুকুম, ব'লতে হবে নাম,
নামের সঙ্গে নাম মিললেই ফুরুবে হাঙ্গাম।

[ঢাকে কাঠি দিল। হঠাৎ রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদের দিকে নজর পড়িতেই বলিল]

এই যে আরও দুটি লোক পাওয়া গেছে। কি নাম তোমাদের ?

রাম। বলি, ব্যাপারটা কি কিছুতো বুঝতে পার্চ্ছিনে।

সৈনিক। ওপারে ভূষণা গাঁয়ে সেদিন একটা হাঙ্গামা হ'য়েছিল ; সেই হাঙ্গামা ক'রে অনেকে এখানে পালিয়ে এসেছে, তাই ফৌজদার তোরাব খাঁ সাহেব সীতারাম রায়কে হুকুম পাঠিয়েছেন, সেই সব লোককে ধ'রে পাঠিয়ে দিতে হবে।

শ্যাম। [কাঁদ কাঁদ ভাবে] আপনারা তোরাব খাঁর হ'য়ে বুঝি তাদের ধ'রতে এসেছেন ?

রাম। [বাধা দিয়া] আঃ! চুপ কর! আগে কথাটা শুনি! তা হাঙ্গামা ক'রে পালালে ধ'রবেন বৈ কী! তা' কি ক'রে ধ'রবেন ?

সৈনিক। কেন, এর আর শক্ত কি ? ফৌজদারের কাছে তাদের নাম

লেখা আছে, এখানে সেই নামের 'লোক পাওয়া গেলেই ধরা প'ড়বে।

রাম। তা' বটে! অদ্ভুত আপনাদের ফৌজদারের মগজ! তা' রায়জী কি ব'লছেন?

সৈনিক। [ক্রুদ্ধ ভাবে] রায়জী আবার কি ব'লবেন? তিনি আমায় খুঁজে নিতে ব'লেছেন। বাজে কথা ব'লে লাভ নেই, তোমার কি নাম বল?

[কাগজ কলমে নাম লিখিবার উদ্যোগ]

রাম। আজ্ঞে, তা' লিখে নিন্! আমার নাম ভজহরি পাণ্ডা, পিতার নাম স্বর্গীয় ত্রিপুরারি পাণ্ডা, পিতামহের নাম ঈশ্বর সরপুরী পাণ্ডা প্রপিতামহের নাম রসবড়া—

সৈনিক। থামঃ! নিবাস কোথায় বল?

রাম। নিবাস গুড়গুড়িপুর—মিঠেকড়া গ্রাম।

সৈনিক। হাঙ্গামার বিষয় কিছু জান?

রাম। [সহাস্যে] আজ্ঞে সেইটে জানবার জন্তেই ত' বড্ড ইচ্ছে হ'চ্ছে চলুন না একটু দাওয়ায় ব'সে তামাক—

সৈনিক। বকো মাৎ! তুমি যাও! [শ্যামচাঁদের দিকে অগ্রসর হইয়া] তোমার নাম?

শ্যাম। [প্রায় কাঁদিয়া ফেলে সেইভাবে] আজ্ঞে আমার নাম গণেশ। বাবার নাম ধনেশ। [ঢোঁক গিলিতে লাগিল] ঠাকুর্দ্দার নাম কি যে বলে দাদা! [কাতরভাবে রামচাঁদের দিকে চাহিল, হুঁকা হইতে মুখ তুলিয়া রামচাঁদ চট্ করিয়া বলিল]

রাম। সরেশ।

সৈনিক। [রামচাঁদকে ধমকাইয়া উঠিল] এই চোপ্ রও! [পুনরায় শ্যামচাঁদকে] বাড়ী?

শ্যাম। বুড়ী গঙ্গার তীরে।

সৈনিক। এখানে কি কর?

শ্যাম। আজ্ঞে, তামাক খাই।

সৈনিক। আরে আহাম্মক! আমি তা জিজ্ঞাসা ক'চ্ছিনে! বলছি কি কাজ কর?

শ্যাম। কাজ? দাদার পেছন পেছন ঘুরি আর—

সৈনিক। থাম! [ঢাকীর প্রতি] চলহে চল এসব বাজে লোক ব'লে মনে হ'চ্ছে, ঢাকটা বাজাতে বাজাতে ঐ মাঠটায় গিয়ে লোক যোগাড় ক'রবে চল।

[ঢাকী ঢাক বাজাতে বাজাতে ও সৈনিক পুনরায় ছড়া বলিতে বলিতে চলিয়া গেল)

রাম। ইস্! শ্যামচাঁদ, রগ ঘেঁসে বেঁচে গেছ।

শ্যাম। দাদা, তোমার কথাবার্ত্তা শুনে আমি যেন কি রকম হ'য়ে গেলুম!

রাম। বুঝতে পাচ্ছো, ফৌজদারের বায়নাক্কা সুরু হ'ল কিনা?

শ্যাম। বেশ বুঝেছি, এখন ঢাকে কাঠি প'ড়েছে এর পর পিঠে কাঠি প'ড়বে। আর নয়—বাড়ীর দিকে চল!

[উভয়ের প্রস্থান। যন্ত্র-সঙ্গীত সহযোগে দৃশ্যান্তর]

চতুর্থ দৃশ্য

গভীর বনমধ্যস্থ লক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দির

[সীতারাম, রমা ও নন্দা ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন]

সীতা। খুব সাবধানে এস ! মন্দিরের কাছে আমরা এসে প'ড়েছি।

রমা। কী গভীর জঙ্গল ! হ্যাঁগা, এই অন্ধকার বনের মধ্যে লক্ষ্মী-নারায়ণজীকে রেখেছ কেন ?

সীতা। লক্ষ্মীনারায়ণজীর থাকবার ইচ্ছে হ'ল ব'লে। কেন তোমার কি ভয় ক'চ্ছে ?

রমা। [ভীতভাবে] ও মা, ঐ দেখ পিদ্দিম হাতে কে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির থেকে বেরিয়ে আসছে।

[দূরে প্রদীপ হাতে একটি মূর্ত্তিকে দেখা গেল]

নন্দা। [বিস্মিতভাবে] সত্যই তো, ও কে ? ছোট বৌ, তুই আমার কাছে আয় ! [রমাকে কাছে টানিয়া লইল]

সীতা। দাঁড়াও তোমরা, আমি দেখছি ! [অগ্রসর হইয়া] কে তুমি ? [কোন উত্তর আসিল না] শীঘ্র উত্তর দাও, নইলে এই মুহূর্ত্তে আমি তোমায় হত্যা ক'রবো !

[দূরে পাষাণের মত প্রদীপ হস্তে দণ্ডায়মান মূর্ত্তি উত্তর করিল]

ফকির। আমি মানুষ।

সীতা। এদিকে এস ! [ফকির ধীর পদক্ষেপে সীতারামের দিকে অগ্রসর হইলেন] কি উদ্দেশ্যে এই গভীর অরণ্যে তুমি একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছ ?

ফকির। উদ্দেশ্য আমার কিছুই নেই, আমি একজন পথিক মাত্র।

সীতা। পথিকের স্থান পথে, এই গুপ্ত মন্দিরের মধ্যে তার কি প্রয়োজন ?

ফকির। আমিও যদি তোমাকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি ?

সীতা। তুমি জান কার সঙ্গে তুমি কথা কইছো ?

ফকির। জানি, রাজা সীতারাম রায়ের সঙ্গে।

সীতা। বুঝতে পেরেছি তুমি তস্কর। লক্ষ্মীনারায়ণজীর অলঙ্কার চুরির লোভে গোপনে এই মন্দিরে প্রবেশ ক'রেছিলে।

ফকির। তুমি আমায় ভুল বুঝেছ রাজা। অতি নির্জন আশ্রয় স্থান বলে মাঝে মাঝে আমি এইখানে থাকি।

সীতা। এইখানে থাক ? একথা আমার বিশ্বাস হয় না।

ফকির। প্রমাণ চাও তাও দিতে পারি।

সীতা। কি প্রমাণ ?

ফকির। প্রতিদিন তোমার মন্ত্রী চন্দ্রচূড় ঠাকুর অতি প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় এই ঠাকুরের পূজা ক'রে যান, কিন্তু পূজার আয়োজনের মধ্যে আমারও কিছু অংশ থাকে।

সীতা। তিনি তাহ'লে তোমাকে চেনেন ?

ফকির। না, তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ের সুযোগ হয়নি।

সীতা। হুঁ বুঝেছি, তুমি তাহ'লে তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য ক'রে কোন ষড়যন্ত্রের আয়োজন ক'রছো ; তবে তুমি শত্রুর গুপ্তচর ?

ফকির। এ তোমার মিথ্যা ধারণা রাজা। আমি একজন মুসাফির ফকির মাত্র।

সীতা। [সবিস্ময়ে] ফকির, মুসলমান !

ফকির। হ্যাঁ রাজা, আমি মুসলমান !

সীতা। কী সর্ব্বনাশ !

ফকির। [মৃদু হাসিয়া একটু কাছে আসিলেন] কেন, এতে সর্ব্বনাশ কোনখানে হল ?

সীতা। ঠাকুরের মন্দিরের মধ্যে মুসলমান!

ফকির। তাতে দোষ কি রাজা? ঠাকুর কি সেজন্য অপবিত্র হয়ে গেলেন!

সীতা। নিশ্চয়ই! তুমি মুসলমান, হিন্দুর ঠাকুরের মর্য্যাদা তুমি কি বুঝবে ? তোমার সাহস ও স্পর্দ্ধা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এই কার্য্যের জন্য তোমাকে কঠিনতম শাস্তি পেতে হবে।

ফকির। তুমি এদেশের রাজা, শাস্তি তুমি অবশ্যই আমাকে দিতে পার কিন্তু তোমারও তো অধীনে বহু মুসলমান প্রজা রয়েছে, তাদেরও কি তুমি এই জাতি-ভেদবুদ্ধি দিয়ে শাসন করে থাক ?

সীতা। না তা' আমি করিনা, কিন্তু তাই ব'লে তাদের আমি আমার ধর্ম্মমন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করতেও অধিকার দিতে পারি না।

ফকির। বেশ! আমি যদি অন্যায় করে থাকি তার জন্য আমায় শাস্তি দাও! কিন্তু তার পূর্ব্বে তোমার কাছ থেকে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর পাবার আশা করতে পারি কি ?

সীতা। সঙ্গত প্রশ্ন হলে নিশ্চয়ই তার উত্তর পাবে।

ফকির। তোমাদের এ ঠাকুর কি ঠাকুর? আর ইনি কি করেন রাজা ?

সীতা। ইনি নারায়ণ, জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা।

ফকির। ইনি যদি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা, তাহ'লে ইনি এই মন্দিরের মধ্যে থেকেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন, না আর কোনও থাকার স্থান এঁর আছে ?

সীতা। ইনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বঘটে, সর্ব্বভূতে ইনি আছেন।

ফকির। তাহলে আমাতেও তিনি আছেন ?

সীতা। [ক্ষনেক চিন্তা করিয়া] হ্যাঁ তা অবশ্যই আছেন, তোমরা তো সে কথা মান না।

ফকির। হিন্দুর মধ্যে যারা নাস্তিক তারা কি এসব কথা মানে ?
[উত্তরের অপেক্ষায় সীতারামের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, পুনরায় বলিলেন] তারা যদি মন্দিরে আসে তা'হলে মন্দির অপবিত্র হয় কি ?

সীতা। [নিরুত্তর ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন]

ফকির। তোমার যুক্তি তা'হলে কি রাজা ? তোমাদের পরমেশ্বরকে স্পর্শ করে আমি যদি অপবিত্র করতে পারি তা'হলে তার চেয়ে একবিষয়ে আমার বেশি শক্তি বল ? উত্তর দাও রাজা !

সীতা। না তা নয় ! তবে কি জানেন, এ আমাদের দেশাচার সংস্কার !

ফকির। সংস্কার আর দেশাচারের বশীভূত হয়ে রাজত্ব করা চলে কি বৎস ! কোন সঙ্কীর্ণ ভিত্তির ওপর রাজ্য সংস্থাপন করলে তাতো স্থায়ী হবেনা, হিন্দু মুসলমানকে যদি তুমি সমান করে না দেখতে পার তা'হলে এই হিন্দু মুসলমানের দেশে তুমি তো রাজ্য রক্ষা করতে পারবে না। দেশাচারের বশীভূত হ'য়ে ভেদবুদ্ধির এই পাপকে প্রশ্রয় দিওনা রাজা !

সীতা। আপনি সত্য কথাই ব'লেছেন। আপনার কথায় আমার মনের পাপ দূর হ'ল। আপনি মুসলমান হ'লেও আজ থেকে আমি আপনাকে শিক্ষাগুরু বলে বরণ ক'রে নিলাম। আমায় আশীর্ব্বাদ করুন। [করযোড় করিয়া শির নত করিলেন]

ফকির। তোমার মঙ্গল হ'ক রাজা। এবার তুমি তোমার সেই সহধর্ম্মিণীদের নিয়ে দেবদর্শনে যাও, আমি অন্তরালে যাচ্ছি।

[ফকির একটু অগ্রসর হইতেই সীতারাম তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন]

সীতা। তার পূর্ব্বে আমাকে একটা কথা দিয়ে যান ফকির সাহেব।

ফকির। কি বল?

সীতা। আপনি আমার রাজধানীতে থাকুন! আমি ভ্রান্ত, হয়তো আবার আমি ভুল ক'রবো কিন্তু আপনি কাছে থাকলে চিরদিনই এ-কথাটা আমার মনে থাকবে যে বাংলা দেশ শুধু হিন্দুর নয়, মুসলমানের নয়। হিন্দু-মুসলমান এই দুই মহাজাতির মিলন সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে আছে আমার এই বাংলাদেশ। চলুন আমার রাজদরবারকে আপনি অলঙ্কৃত ক'রবেন।

ফকির। আমার কোন আপত্তি নেই, তবে তোমার নতুন রাজধানীর নাম পরিবর্ত্তন ক'রতে হবে রাজা।

সীতা। কি নাম দেব বলুন?

ফকির। মহম্মদপুর।

সীতা। এ নাম কেন?

ফকির। এ নাম এই কারণে যে মুসলমানও তোমাকে বিশ্বাস ক'রতে পারবে যে তুমি হিন্দু-মুসলমানকে সমান চোখে দেখতে সত্যই সঙ্কল্প ক'রেছ।

সীতা। বেশ, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য! আমি কালই প্রভাতে এ রাজ্যের নাম পরিবর্ত্তন ক'রে মহম্মদপুর ব'লে ঘোষণা ক'রে দেব।

ফকির। তোমার কথায় আমি অত্যন্ত প্রীত হ'লাম বৎস, আমি ফকির কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আমি বাস করি না; তবে আমি যেখানেই থাকি প্রয়োজন হ'লেই তোমার পাশে এসে দাঁড়াবো। এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো! তাহ'লে এখন আমি যাই রাজা।

[ফকির প্রস্থানোদ্যত হইতেই নন্দা ও রমা কাছে আসিল]

নন্দা! যাবার আগে আমাদের দু'জনকে আশীর্ব্বাদ ক'রে যান বাবা!

ফকির। মা' তুমি রাজমহিষী, মহিষীর ধর্ম্ম পালন কোরো! তোমাদের হিন্দু-শাস্ত্রে স্বামীর প্রতি যা আচরণ করবার নিয়ম আছে তাই পালন ক'রলে সুখী হবে, রাজারও মঙ্গল হবে।

[রমাকে দেখিয়া সস্নেহে]

তোমাকে কিছু ভীরু স্বভাব ব'লে মনে হ'চ্ছে মা, কিন্তু বিপদে প'ড়ে কখনও ভয় কোরো না, তাতে বড় অমঙ্গল ঘটে। সর্ব্বদা মনে রেখো, তুমি রাজার ঘরণী, রাজার মহিষী, ভয় তোমাকে ক'রতে নেই! চিরায়ুষ্মতী হও মা!

[আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান]

সীতা। এইবার চল, আমরা মন্দিরে যাই।

[সকলে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন অস্ফুট যন্ত্র-সঙ্গীত হইতেছিল—শঙ্কিত আবেগ লইয়া চন্দ্রচূড় দুইজন রক্ষীর সহিত প্রবেশ করিলেন, হাতে রক্ষীদের মশাল]

চন্দ্র। তোরা তাহ'লে ঠিক্ দেখেছিস্?

১ম রক্ষী। আমাদের চোখ যদি না প্রতারণা ক'রে থাকে তবে নিশ্চয় ব'লতে পারি সে মুসলমান ফকির।

চন্দ্র। তাহ'লে নিশ্চয় কোন কু-মৃতলব নিয়ে এখানে ঘোরা ফেরা ক'রছে। সম্ভবতঃ খোঁজ পেয়েছে যে রাজা আজ একাকী রাজ-মহিষীদের নিয়ে রক্ষীশূন্য হ'য়ে দেবদর্শনে আসছেন তাই সে সুযোগের অপেক্ষায় আছে। তোরা গোপনে কাছাকাছি লুকিয়ে থাক্, আমি সঙ্কেত ক'রলেই ছুটে আসবি। আমি মহারাজকে এ সংবাদ দিচ্ছি।

[রক্ষীদ্বয়ের প্রস্থান]

মহারাজ, মহারাজ!

সীতা। আঃ, পূজার সময় কে আমাকে ডাকে?

[মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলেন]

ও গুরুদেব! আপনি?

চন্দ্র। কিছু মনে কোরোনা বৎস! আমি এক মহা বিপদের আশঙ্কায় তোমার পূজার ব্যাঘাত ক'রেছি, এক মুসলমান ফকিরকে এইমাত্র মন্দিরের কাছ থেকে রক্ষীরা যেতে দেখেছে। সম্ভবতঃ শত্রুপক্ষের কোন লোক। পাছে তোমার কোন অনিষ্ট করে সেই ভয়ে আমি তোমাকে সতর্ক ক'রে দিতে ছুটে এলুম।

সীতা। আপনার এ কল্পনা অমূলক গুরুদেব। তিনি মুসলমান ফকির সত্য, কিন্তু তিনি লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেরিত এক মহাপুরুষ—আমারই রাজ্যের মঙ্গলকামনায় ছুটে এসেছেন। তাঁর আদেশে আমি শ্যামপুরের নাম পরিবর্ত্তন ক'রে মহম্মদপুর নাম রাখতে স্বীকৃত হ'য়েছি, তিনিও তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে আমাকে সাহায্য ক'রবেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন।

চন্দ্র। মুসলমানকে তুমি বিশ্বাস কর?

সীতা। এতদিন করিনি, কারণ এতদিন যে তাদের অন্তরের পরিচয় টুকুও জানতে চাইনি গুরুদেব? চিরদিনই যে তাদের দূরে ঠেলে রাখতে চেয়েছি। কিন্তু তাদের বাদ দিয়ে চ'ললে আমার রাজত্ব কোনদিনই পূর্ণতা পাবে না তা' আমি আজ অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি ক'রতে পেরেছি।

চন্দ্র। তোমার সঙ্কল্প শুভ সন্দেহ নেই—তবুও আমি ব'লবো হিন্দু-মুসলমানের মিলন অসম্ভব।

সীতা। সেই অসম্ভবের মূলে র'য়েছে দুইজাতির মুষ্টিমেয় কয়েকটি স্বার্থপর লোকের ষড়যন্ত্র। আমি তার মূল উৎপাটন ক'রবো গুরুদেব। আমি চাই তাদের নিয়ে রাজ্য গ'ড়তে যারা শুধু হিন্দুর নয়, মুসলমানের নয় সমগ্র দেশের। যারা হিন্দুর দুঃখ হ'লে তার ব্যথা মোচন ক'রতে ছুটে আসবে, মুসলমানের চোখে জল দেখলে যারা নিজের হাতে তা' মুছে দিয়ে যাবে। এ কাজে সহায়তা ক'রতে কি আপনি আমার পাশে এসে দাঁড়াবেন না?

চন্দ্র। সীতারাম তুমি সত্যই মহৎ! আমি পূর্ব্বেও ব'লেছি আবার ব'লছি তুমি আমাকে ত্যাগ না ক'রলে আমি কোনদিনই তোমার কাছ থেকে দূরে চ'লে যাবনা।

[বিপরীত দিক হইতে ফকিরের প্রবেশ]

ফকির। আমিও না। [সীতারাম ফকিরকে দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইলেন]

সীতা। এই যে আপনি এসেছেন।

চন্দ্র। ইনিই কি সেই ফকির?

সীতা। হ্যাঁ, গুরুদেব, ইনিই সেই মহাপুরুষ! আজ আমি ধন্য! লক্ষ্মীনারায়ণের কৃপায় আজ হিন্দু-মুসলমানের প্রীতির ধারায় আমি

অভিষিক্ত হ'য়েছি। আপনারা দুজনে থেকে আমায় আজ আশীর্ব্বাদ করুন যেন দেশের সেবার চেয়ে, জাতির সেবার চেয়ে আর কোন কামনাই আমার জীবনে বড় হ'য়ে না ওঠে।

হাতযোড় করিয়া শির নত করিলেন

চন্দ্র। [আশীর্ব্বাদ করিয়া] তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ক সীতারাম!

ফকি। [হাত তুলিয়া] তোমার জয় হ'ক রাজা!

[ধীরে ধীরে যবনকাী পড়িল]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শ্যামপুর—তোরাব খাঁর কক্ষ

[তোরাব খাঁ একটি মানচিত্র দেখিতেছিলেন সহসা মির্জ্জা মহম্মদ প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিলেন]

মির্জ্জা। জনাব!

তোরাব। এই যে মির্জ্জা মহম্মদ তুমি এসেছ! কি সংবাদ?

মির্জ্জা। সংবাদ বিশেষ জরুরী। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ হুকুম দিয়েচেন যে সীতারাম রায়ের রাজ্য আক্রমণ ক'রতে যেন আর বিলম্ব না হয়। সীতারাম এখন দিল্লীতে, এই সুযোগে যেন মহম্মদপুরকে ছারখার ক'রে দেওয়া হয়। তিনি আরও ব'ললেন সীতারামকে আর অবসর দিলে সে এক বিরাট স্বাধীন-রাজ্য গ'ড়ে তুলবে।

তোরাব। স্বাধীন-রাজ্য গ'ড়ে তুলবে আমি বেঁচে থাকতে? তার আগে আমি তার সর্ব্বনাশ ক'রবো সাম্রাজ্যের বনেদকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার জন্তে আমি এখানে ফৌজদার হ'য়ে বসিনি মির্জ্জা মহম্মদ, আমি একে আরও পাকা, আরও শক্ত ক'রে যাব। পীর বক্স!

[পীর বক্সের প্রবেশ]

পীর। জাঁহাপনা!

তোরাব। ওদের আক্রমণ ক'রতে আর আমাদের বাধা কি?

পীর। বাধা আমাদের সৈন্ত সংখ্যা। সীতারাম রায় মহম্মদপুরের সকলকে যুদ্ধবিদ্যায় রীতিমত তালিম দিয়ে ঠিক ক'রে ফেলেছে। সেইজন্তে—

তোরাব। আরে রেখে দাও তোমার তালিম। এদেশের লোক আবার যুদ্ধ ক'রবে—ওরা যুদ্ধের জানেই 'বা কি আর যুদ্ধ ক'রলেই বা কবে? সীতারাম রায় ডাকাতি ক'রে ভেবেছে সে ফৌজদার-কেও জব্দ ক'রতে পারবে। হুঁঃ! [পায়চারি করিতে লাগিলেন]

পীর। আজ্ঞে শুধু তো এ দেশের লোক নয়। পশ্চিম থেকে সে দলে দলে রাজপুত আর ভোজপুরীদের আনিয়ে নিজের সৈন্যদের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছে, তাছাড়া বহু মুসলমানও এখন তার দলে।

তোরাব। পীর বক্‌স, মুসলমান ব'লে সে লোকগুলোকে আর ডেকোনা। হিন্দুর সঙ্গে যারা হাত মেলায় তারা কাফের শয়তান।

পীর। আপনি যে-কোন নামেই তাদের ডাকুন জাঁহাপনা, তারা সীতারাম রায়কেই তাদের রাজা ব'লে জানে। তার জন্যে তারা জান দিতে কসুর ক'রবে না।

তোরাব। তাইতো তাহ'লে তো বড় ভাবনার কথা হ'ল। সীতারাম রায় যে আয়োজনটা কিছু বেশী ক'রে ফেলেছে। চতুর্দ্দিকে গড় আর দুর্গ যে এত তাড়াতাড়ি ক'রে ফেলবে তাতো আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

মির্জ্জা। সে যে কত বড় ধূর্ত্ত তার আর একটা প্রমাণ, ভূষণার সমস্ত দাঙ্গাকারীদের সে এতদিন লুকিয়ে রেখেছিল, এখন প্রকাশ্যে তারা সেই রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গঙ্গারাম হয়েছে রাজধানীর রক্ষক।

তোরাব। ওঃ, আমার হাত কামড়াতে ইচ্ছা ক'রছে পীর বকস্‌, আমার হাত কামড়াতে ইচ্ছা ক'রছে। আমারই নির্ব্বুদ্ধিতা যে আমি

এতদিন চুপ ক'রে ব'সেছিলাম। দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে রাজা সনদ এনে ফেলবার আগে তাকে যদি বিদ্রোহী প্রমাণ ক'রতে না পারা যায় তাহ'লে সমূহ বিপদ।

পীর। আক্রমণ আমরা ক'রবোই। আর সপ্তাহ খানেক আপনি অপেক্ষা করুন। আমি পশ্চিম থেকে দু'দল পাঠান সেনা আনিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা ক'র্চ্ছি। তারা এসে প'ড়লেই আমরা আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'রবো না।

তোরাব। ইতিমধ্যে আমি তাহ'লে এক কৌশল করি। মহম্মদপুরের আরও কাছাকাছি নদীর ওপারে গিয়ে তাঁবু ফেলি। ওরা ভাববে ফৌজদার সাহেব আমোদ ক'রতে বেরিয়েছে আরও নিশ্চিন্ত থাকবে, তুমি সেই অবসরে যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন ক'রে ফেলবে।

পীর। আপনার এ প্রস্তাব খুবই ভাল। আমি তাহ'লে সৈন্যদের ভেতরে ভেতরে ঠিক ক'রতে থাকি। পাঠান সেনারা এসে পৌছলেই মির্জ্জা মহম্মদকে দিয়ে আপনাকে সংবাদ দেব।

তোরাব। সেই ভাল। মির্জ্জা মহম্মদ!

মির্জ্জা। জনাব!

তোরাব। তুমি আপাততঃ পীর বক্সের সঙ্গে থাক। দেখো কোনমতে যেন আমাদের এ মতলবের কথাটা না ফাঁস হয়ে যায়।

মির্জ্জা। বান্দা বেঁচে থাকতে তা হবে না খোদাবন্দ্! চলুন খাঁ সাহেব।

[মির্জ্জা ও পীর বক্সের একদিক দিয়া প্রস্থান, ও তোরাব খাঁ ভিন্ন দিক দিয়া চলিয়া গেলেন। যন্ত্র-সঙ্গীত সহযোগে দৃশ্যান্তর]

দ্বিতীয় দৃশ্য

মহম্মদপুর—পথ

[একদল লোক ছুটিতে ছুটিতে যাইতেছিল]

১ম ব্যক্তি। পালাও পালাও !

২য় ব্যক্তি। কোথায় যাব ?

১ম ব্যক্তি। যেখানে খুসী। ফৌজদার সাহেব নদীর ওপারে গাড়া গাড়ী কামান নিয়ে এসে পড়েছে।

২য় ব্যক্তি। তাহ'লে চল ! ঐ কারা আসছে সরে পড়, সরে পড়।

[চন্দ্রচূড়, মৃণ্ময় ও গঙ্গারামের প্রবেশ]

চন্দ্র। [পলায়মান জনতা দেখিয়া] ওরা কারা গঙ্গারাম ?

গঙ্গা। সহরের কতকগুলি ভীতু লোক ব'লেই মনে হ'ল। আমাদের দূর থেকে দেখে ছুটে পালালো।

মৃণ্ময়। ওরা এত ভয় পাচ্ছে কেন ?

চন্দ্র। বুঝতে পাচ্ছ না মৃণ্ময়, পরাধীনতার তলে তলে এত দিন ধ'রে যে ভয় জমা হ'য়ে উঠেছে তারই ওপর গ'ড়ে তুলেছে ওরা ওদের জীবন, ভূতের ভয়ে, বেতের ভয়ে, কুসংস্কারে ওরা এমন অপদার্থ হ'য়ে গেছে যে মাটীর তলায় বাসা বেঁধে দিলে তবে বোধ হয় ওরা একটু নিশ্চিন্ত থাকতে পারে।

গঙ্গা। আপনি যদি বলেন তাহলে আমি ওদের পালাবার পথ একেবারে বন্ধ ক'রে দিতে পারি।

চন্দ্র। না তার প্রয়োজন নেই। যারা যুদ্ধ বিদ্যা শিখেছে এমন কোন লোককে নগর পরিত্যাগ ক'রতে দেবে না। যদি জোর ক'রে যেতে চায় তাহ'লে তখুনি তাকে গুলি ক'রবে।

মৃণ্ময়। আচ্ছা গুরুদেব তোরাব খাঁ সত্যই যদি আমাদের আক্রমণ ক'রতে আসছে, তাহ'লে আমরা আমাদের সৈন্য নিয়ে আগে তাকে আক্রমণ করি না কেন ?

চন্দ্র। আগে আক্রমণ ক'রে আমাদের বৃথা সৈন্যক্ষয়ের প্রয়োজন কি মৃণ্ময় ? কিন্তু নদীর ওপারে যদি কামান সাজিয়ে দাঁড়াও তাহ'লে কার সাধ্য নদী পার হয় ?

মৃণ্ময়। তা সত্য, তোরাব খাঁ এতখানি দুঃসাহস ক'রবে না বলেই মনে হয়।

চন্দ্র। আর যদিই বা তা করে তাহলে পরাজয় তার অনিবার্য্য! যাক্ সমস্ত প্রস্তুত রেখ, আমাকে না জানিয়ে কোথাও যেওনা। মনে রেখো মৃণ্ময়, রাজা সীতারাম রায়ের মর্য্যাদা রক্ষার ভার সে তোমাদের ওপর দিয়ে নিশ্চিন্তে দিল্লী যাত্রা ক'রেছে।

মৃণ্ময়। জীবনের দীপশিখা নিভে যাবার আগে সে মর্য্যাদা তাঁর সেনাপতির হাতে ক্ষুণ্ণ হবে না গুরুদেব !

[মৃণ্ময়ের প্রস্থান]

চন্দ্র। গঙ্গারাম, তোমাকে আর নতুন ক'রে বলবার কিছু নেই। একটি মুহূর্ত্তের জন্যও অসতর্ক হ'য়োনা। আমি চর পাঠিয়েছি সংবাদ নিতে তুমিও সন্ধান রাখ কোন্ দিক থেকে তার আক্রমণের সম্ভাবনা। আমি দেখি গুপ্তচর ফিরে এলো কি না !

গঙ্গা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন !

[চন্দ্রচূড়ের প্রস্থান ও বিপরীত দিক দিয়া মুরলার প্রবেশ]

গঙ্গা। [মুরলার দিকে অগ্রসর হইয়া] কে, কে তুমি ?

মুরলা। আমি যে হইনা কেন তাতে আপনার অত দরকার কি বাপু ? বরং জিজ্ঞাসা করুন আমি কি চাই ?

গঙ্গা। বাজে কথা রাখ। তুমি স্ত্রীলোক হ'য়ে রাজপথে এত রাত্রে একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন ? আজকাল কি সময় পড়েছে জান না ?

মুরলা। ওমা, তা আর জানি না ? জানি ব'লেই তো আপনার খোঁজ কর্‌তে বেরিয়েছি ?

গঙ্গা। আমার খোঁজ করতে বেরিয়েছ ? মিথ্যা কথা, আমাকে তুমি চেননা।

মুরলা। আপনিই তো সহরের মালিক গো। তা কি আর আমি জানি না দাস মশাই।—

গঙ্গা। বেশ যদিই বা জান—তাহ'লে এখানে যে আমি আসবো তা' তুমি কি ক'রে জানলে ?

মুরলা। আমি অনেকক্ষণ ধ'রে আপনাকে যে অলিতে গলিতে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনার বাড়ীতেও গেছলুম।

গঙ্গা। কেন ?

মুরলা। এইটেই তো আগে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল! আপনি একটা দুঃসাহসিক কাজ ক'রতে পারবেন ?

গঙ্গা। কি ?

মুরলা। আমি আপনাকে যেখানে নিয়ে যাব সেখানে এখুনি যেতে পারবেন ?

গঙ্গা। কোথায় ?

মুরলা। তা' আপনাকে আগে ব'লবো না।

গঙ্গা। [ক্রুদ্ধ ভাবে] সত্য কথা বল! কি উদ্দেশ্যে তুমি আমার কাছে এসেছ? তা না হ'লে এখুনি তোমাকে বন্দী করে নিয়ে যাব!

মুরলা। [হাসিয়া উঠিল] হাঃ হাঃ হাঃ! আপনার মত ভীতু লোক যা সহর রক্ষে ক'রবে, তা আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি।

গঙ্গা। তুমি দেখছি অত্যন্ত বাচাল। এখন সত্য বল তোমার নাম কি?

মুরলা। আমার নাম মুরলা, আমি রাজবাড়ীর দাসী—বিশ্বাস না হয় আমার সঙ্গে আসুন!—সাহস আছে?

গঙ্গা। চল দেখে আসি!

[উভয়ের প্রস্থান, যন্ত্র-সঙ্গীত সহযোগে দৃশ্যান্তর]

তৃতীয় দৃশ্য

রমার কক্ষ

[রমা হাতযোড় করিয়া একমনে ঠাকুরকে ডাকিতেছে]

রমা। ঠাকুর! ঠাকুর! আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখ—ফৌজদার এসে যদি আমাদের মেরে ফেলে তাহ'লে আমার খোকাকে কে দেখবে ঠাকুর? লক্ষ্মীনারায়ণজী! এ বিপদ থেকে তুমি আমাদের উদ্ধার কর। [চক্ষে অঞ্চল দিল]

[নন্দার প্রবেশ]

নন্দা। হ্যাঁরে ছোট বৌ, তুই কি কিছুতে শান্ত হবিনা? দিনরাত শুধু এই রকম ভয়ে ভয়ে কাটাবি? এতরাত হ'ল তবু এখনও তুই শুস্‌নি, উনি ফিরে এসে এ-সব শুনলে আমাকে কি ব'লবেন ব'লতো?

রমা। আমার যে ভয় ক'রছে দিদি। সারারাত ভয়ে আমি চোখের পাতা ফেলতে পারি না—আচ্ছা উনি এখন কেন দিল্লী গেলেন দিদি?

নন্দা। ওঁর কাজ উনিই জানেন। আমরা তার কি বুঝবো বোন?

রমা। তা এখন যদি ফৌজদার আসে তাহ'লে কে পুরী রক্ষা ক'রবে?

নন্দা। বিধাতা ক'রবেন।

রমা। আচ্ছা ফৌজদার যদি আসে, তাহ'লে সবাইকে মেরে ফেলবে?

নন্দা। যে শত্রু সে কি আর কাউকে দয়া ক'রবে?

রমা। আমাদের নয় মেরে ফেলবে তাতে কিছু এসে যায় না, কিন্তু ছেলেপুলেদের ওপরও কি দয়া ক'রবে না?

নন্দা। ওসব কথা কেন মুখে আনিস্ বোন? বিধাতা যা কপালে লিখেছেন তাই হবে। ওসব কথা যাক্, যত ভাববি তত ভাবনা বাড়বে। তার চেয়ে আয় আমার ঘরে, দু' একদান পাশা খেলবি, মনটা হাল্কা হ'য়ে যাবে।

রমা। তুমি চল, আমি যাচ্ছি।

নন্দা। ঠিক আসবি তো? তা'না হলে আমি আবার কোন সময় ঘুমিয়ে প'ড়বো।

রমা। আচ্ছা যাচ্ছি, তুমি চলনা। [নন্দার প্রস্থান। নন্দা চলিয়া গেলে রমা ধীরে ধীরে বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া দেখিয়া আসিল নন্দা চলিয়া গিয়াছে কি না। ফিরিয়া আসিতেছে এমন সময় মুরলার প্রবেশ]

মুরলা। দিদিমণি, এসেছে। ওঃ, কি ক'রে যে এনেছি।

রমা। এসেছেন! তুই চুপি চুপি তাঁকে এই ঘরে নিয়ে আয়। আমি ওদিকটা একবার দেখে আসি, আর দিদিকে ঘুমুতে ব'লে দিইগে।

মুরলা। আচ্ছা—

[মুরলা ও রমার ভিন্ন ভিন্ন দিক দিয়া প্রস্থান। ক্ষণপরেই গঙ্গারাম ও মুরলার প্রবেশ। গঙ্গারাম অত্যন্ত শঙ্কিতভাবে প্রবেশ করিল।]

মুরলা। আসুন রক্ষী মশাই, এইখানে একটু বসুন।

[একটি আসন দেখাইয়া দিল]

গঙ্গারাম। তুমি আমায় এখানে নিয়ে এলে কেন? না—এক মুহূর্ত্ত আমি এখানে থাকতে পারিনা, তুমি আমায় বাইরে নিয়ে চল।

মুরলা। থাকবেন না কেন শুনি? ভয়টা কিসের?

গঙ্গা। তুমি কি জাননা এটা রাজার অন্তঃপুর? বিনা অনুমতিতে আমাদের এখানে আসা অপরাধ।

মুরলা। কার হুকুম চাই?

গঙ্গা। রাজার।

মুরলা। তিনি তো এখানে নেই, রাণীর হুকুম হ'লে চ'লবে?

গঙ্গা। হ্যাঁ তা' চলতে পারে।

মুরলা। তিনিই হুকুম দিয়েছেন তবে আপনাকে এখানে এনেছি। তানা হ'লে আমি তো আর দাসী বই আর কেউ নই।

গঙ্গা। কিন্তু এ-কথা প্রকাশ পেলে মহা অনর্থের সৃষ্টি হবে।

মুরলা। প্রকাশ পেলেই হ'ল কি না? আর কে জানবে? খিড়কির ঐ ভোজপুরী দরোয়ান? ও আমার মুঠোর মধ্যে। তাছাড়া নিজের কাণেই তো শুনলেন যে আপনাকে আমার ভাই ব'লে নিয়ে এলাম।

গঙ্গা। কিন্তু আমাকে কি প্রয়োজন থাকতে পারে রাণীর?

মুরলা। তা রাণীর নিজের মুখেই শুনবেন।

গঙ্গা। কোন্ রাণী আমায় ডেকেছেন?

মুরলা। রমারাণী। যিনি ছোট—রাজার সবচেয়ে আদরের। আপনি বসুন আমি এখুনি তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। [মুরলার প্রস্থান]

গঙ্গা। প্রগ্‌লভা এক পরিচারিকার কথা শুনে এখানে এসে ভাল করিনি। আমি শ্রীর ভাই, তবুও রাজভৃত্য। ভৃত্যের উচিত নয় প্রভুর শয়ন কক্ষে প্রবেশ। কিন্তু ফিরেই বা যাব কেমন ক'রে? মুরলার সাহায্য ছাড়া এখন তো যাবারও কোন উপায় নেই।

[মুরলা ও পশ্চাতে রমার প্রবেশ]

মুরলা। ছোট রাণী এসেচেন, কোতোয়াল মশাই!

[মুরলার পরিচয় দিয়া প্রস্থান]

রমা। [নমস্কার করিল ও গঙ্গারাম নমস্কার করিয়া মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইল] বসুন!

গঙ্গা। না ঠিক আছি। আমাকে আপনি স্মরণ ক'রেছেন?

রমা। হ্যাঁ, বড় বিপদে প'ড়ে আপনাকে আমি ডেকে পাঠিয়েচি। আপনি কিছু মনে ক'রবেন না। আপনি শ্রীর দাদা আমারও সেই সম্পর্কে বড় ভাই, তাই এমন অসময়ে আপনাকে আমি ডেকে আনতে সাহসী হ'য়েছি।

গঙ্গা। আপনি আমাদের কর্ত্রী—ভৃত্যকে যখনি আদেশ ক'রবেন তখনি সে হাজিরা দিতে বাধ্য।

রমা। মুরলা ব'ললে প্রকাশ্যে আপনি হয়তো আসতে চাইবেন না, তাই আমি আপনাকে গোপনে ডেকে পাঠিয়েচি। আপনি আমার ভাই, আমায় রক্ষা করুন!

[কাকুতি করিয়া হাতযোড় করিল]

গঙ্গা। মহারাণী! দাসকে অপরাধী ক'রবেন না। বলুন আমাকে কী ক'রতে হবে!

রমা। শুনছি ফৌজদার তোরাব খাঁ মহম্মদপুর লুট ক'রতে আসছে, আমাদের নাকি খুন ক'রে সহর পুড়িয়ে দিয়ে চ'লে যাবে।

গঙ্গা। এ-সব বাজে গুজবে বিশ্বাস করেন কেন মহারাণী? এই দুর্ভেদ্য নগরে প্রবেশ করা তার পক্ষে অসম্ভব! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন!

রমা। ধরুন যদি এ নগর রক্ষা করা না যায় ?

গঙ্গা। তাহ'লে প্রাণ দেব !

রমা। তার চেয়ে এক কাজ করুন না, আপনি ফৌজদারের সঙ্গে চুপি চুপি দেখা ক'রে বলুন না যে তোমরা যদি কাউকে প্রাণে না মার তাহ'লে তোমাদের হাতে আমরা কেল্লা দিয়ে দেব। তাহ'লে আমরা সকলে বেঁচে যাই।

গঙ্গা। মহারাণী ! আপনি একি ব'লছেন ? আমার কাছে যা ব'লেছেন ব'লেছেন আর কাউকে একথা ব'লবেন না। শত্রুর হাতে রাজ্য তুলে দেওয়ার চেয়ে মৃত্যু ঢের ভাল। সে কাজ যদি কেউ করতে যায় তাহ'লে নিজের হাতে আমি তাকে হত্যা ক'রতেও দ্বিধা ক'রবো না।

রমা। তাহ'লে কি কোনও উপায় নেই ? আমার ছেলেকে কি কিছুতেই বাঁচাতে পারবো না ? আপনিও কি দয়া ক'রবেন না ? [রমার কণ্ঠস্বর অশ্রুতে ভারী হইয়া আসিল]

গঙ্গা। আপনার ছেলের জন্যে আপনি ভয় পাচ্ছেন ? আচ্ছা, আমি যদি আপনাদের স্থানান্তরে নিয়ে যেতে চাই আপনি যেতে রাজী আছেন ?

রমা। হ্যাঁ, বাপের বাড়ী নিয়ে গেলে আমি যেতে পারি। কিন্তু—

গঙ্গা। কি বলুন ?

রমা। বড়রাণী আর ঠাকুর মশাই যে যেতে দেবেন না।

গঙ্গা। তাহ'লে তো লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। বেশ—আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি যে যদি তেমন কোন বিপদ দেখি তাহ'লে নিজে এসে আমি আপনাদের নিয়ে যাব।

রমা। আমি কি ক'রে খবর পাব ?

গঙ্গা। মুরলাকে দিয়ে খবর দেব—তবে মুরলা যেন গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করে। কারণ বুঝতে পাচ্ছেন এসব কথা জানাজানি হ'লে আপনার ও আমার দু'জনের পক্ষেই অমঙ্গল।

রমা। কেউ জানতে পারবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন! আপনি আজ আমাকে আশা দিয়ে প্রাণে বাঁচালেন। চিরদিন আমি আপনার দাসী হ'য়ে থাকবো !

['দাসী' শুনিয়া গঙ্গারাম যেন সচকিত হইয়া উঠিল, বলিল]

গঙ্গা। আমি তাহ'লে এবার যেতে পারি ?

রমা। হ্যাঁ, একটু অপেক্ষা করুন, আমি মুরলাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[রমার প্রস্থান]

গঙ্গা। [চিন্তান্বিত ভাবে] দাসী হ'য়ে থাকবো ? দাসী ! [সহসা যেন সম্বিৎ পাইয়া] না—না এ কি ভাবছি আমি ! রাজার গৃহিনী, আমার প্রভুপত্নী ! সেকথা মনে করাও পাপ !

[মুরলা মৃদু হাস্য সহকারে প্রবেশ করিল। গঙ্গারামকে চিন্তান্বিত দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল]

মুরলা। কি রক্ষী মশাই, কি ভাবছেন ?

গঙ্গারাম। [সচকিত ভাবে] না—না, ও মুরলা এসেছ চল !

[যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল]

মুরলা। চলুন। [দু' একপদ অগ্রসর হইয়াই পিছনে গঙ্গারামের দিকে পুনরায় তাকাইয়া সহাস্যে বলিল] আবার আসবেন তো ?

গঙ্গারাম। [অপ্রস্তুত ভাবে] না—না—আবার আমি কেন আসবো ?

মুরলা। ঠিক আসবেন গো—ঠিক আসবেন। গোলাপকে একবার দেখে কি দেখার সাধ মেটে?

গঙ্গারাম। মুরলা, মিনতি কর্চ্ছি আমায় বাইরে নিয়ে চল।

মুরলা। মিনতিটা আর কারুর জন্যে রেখে আমাকে খুসী হ'য়ে বখশিস্ করবেন তাতেই আমি দূতিগিরি করবো।

গঙ্গা। তুমি কি ব'লচো মুরলা?

মুরলা। কিছু না—আসুন! [গঙ্গারামের দিকে একবার কটাক্ষপাত করিয়া তাহার শোচনীয় অবস্থাটা যেন বুঝিয়া লইল। তাহার পর তাহাকে লইয়া বাহির হইয়া গেল। যন্ত্র-সঙ্গীত সহযোগে দৃশ্যান্তর]

চতুর্থ দৃশ্য

মহম্মদপুর পথ

[জনৈক বৈরাগীর গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ]

বাউল সুর

(ও মন) পিছল পথে যাসনে আঁধার রাতে
চারিধারে কাঁটার বেড়া
কখন ফুটবে চরণ পাতে।
(ভোলা মন) পাখীর মত পড়াই কত তোকে
একটু পরে সবই ভুলিস, চলিস্ আপন রোখে।
আমার কথা ভুলিস্ যদি
ঠক্‌বি প্রতি হাতে।
অন্ধকারে মোহের ঘোরে
ছুটিস্‌নি মন অমন কোরে
মিথ্যে মায়া ভোলায় তোরে
ভুলিস্‌নি কো তাতে!

[বৈরাগীর প্রস্থান—শ্রী ও জয়ন্তী বিপরীত দিক দিয়া প্রবেশ করিল]

শ্রী। আবার আমরা সহরে এসে পড়লুম।

জয়। কেন সহর কি আর ভাল লাগে না?

শ্রী। না। কোলাহল থেকে দূরে ছিলুম সেই বেশ ছিল। পাখীর গানে কান ভ'রে উঠতো—নদীর কলতানে প্রাণ জুড়োতো সেই বেশ ছিল বোন—সেই বেশ ছিল।

জয়। এখানে যদি তোমার স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনতে পাও তাহ'লে কি ভাল লাগবে না ?

শ্রী। কি জানি অনেক দিন তো সে কণ্ঠস্বর শুনিনি, মনেও পড়ে না ! কিন্তু হঠাৎ তাঁর কথা তুমি আবার তুলছো কেন জয়ন্তী ?

জয়। তাঁর সঙ্গে যে তোমাকে একবার দেখা করতে হবে। তাই তো এত পথ ঘুরে তোমাকে আমি তাঁর এই নূতন রাজ্য মহম্মদপুরে নিয়ে এসেছি।

শ্রী। সে কি ! গুরুদেব কি আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি দিয়েছেন ?

জয়। দিয়েছেন বৈকী। তাছাড়া আমাকেও ব'লেছেন তোমার সঙ্গে যেতে। আর এই মন্ত্রঃপূত ত্রিশূল দিয়েছেন আমাদের রক্ষা ক'রতে।

শ্রী। কিন্তু—

জয়। কিন্তু কি ?

শ্রী। যদি দেখা হ'লে আর তিনি আমায় ছাড়তে না চান।

জয়। ছাড়বেনই বা কেন ? আর তুমি ছেড়ে আসবেনই বা কেন ?

শ্রী। আমি যে তোমার শিষ্যা সন্ন্যাসিনী। আমাকে নিয়ে তিনি কি আর সুখী হবেন, না আমিই রাজাধিরাজকে পেয়ে সুখী হব ?

জয়। সুখ দুঃখের ভাবনা তোমার নয় আমারও নয়—সে ভাবনা—বিধাতার। এখন চল সন্ধ্যা হ'য়ে এল, এই খানেই কোথাও আশ্রয় খুঁজে নি।

[শ্রী ও জয়ন্তীর প্রস্থান]

[চন্দ্রচূড়, মৃণ্ময় ও গঙ্গারামের প্রবেশ]]

চন্দ্র। সহরের অবস্থা তাহ'লে এখন ভালই বুঝছো ?

গঙ্গা। আমার তো তাই অনুমান হয়। বাজে লোকের ভীড় খুব ক'মে গেছে, এখন যারা আছে তারা প্রত্যেকেই কাজের।

মৃণ্ময়। আচ্ছা গুরুদেব! তোরাব খাঁ আর অগ্রসর হ'ল না কেন আমি তাই ভাবছি। নদীর ওপারে সে কয়েকজন নর্ত্তকী নিয়ে খুব আমোদ প্রমোদ কর'ছে শুনতে পেলুম। এর কারণ কি ?

চন্দ্র। কারণ অবশ্যই কিছু আছে। আমি তার কাছে এক প্রস্তাব ক'রে পাঠিয়েছি তাতে সে খুসী হ'য়েছে খুব।

মৃণ্ময়। কি প্রস্তাব ?

চন্দ্র। আমি তাকে ব'লে পাঠিয়েছি যে আমাদের কেল্লা তোমায় বিক্রি ক'রবো কতটাকা দেবে বল ?

গঙ্গা। সে কি ?

মৃণ্ময়। [ক্রুদ্ধভাবে] আপনি কি বিশ্বাসঘাতক হবার সংকল্প ক'রেছেন ?

চন্দ্র। মূর্খ! এটুকু বুঝতে পার্চ্ছনা দরদস্তুর চালাতে চালাতে সময় নিতে থাকবো—ইতিমধ্যে রাজাও সনদ নিয়ে ফিরে আসবেন।

গঙ্গা। আপনার এ উদ্দেশ্য যদি সে টের পায় ?

চন্দ্র। অসম্ভব! একথা তুমি, আমি আর মৃণ্ময় জানলুম—আর জানেন ফকির সাহেব। তিনি আমাদের রাজ্যের হিতাকাঙ্খী, সে জন্য তাঁর কাছ থেকে কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই!

মৃণ্ময়। তাহ'লে এখন আমাদের কর্ত্তব্য ?

চন্দ্র। যেমন সতর্কভাবে আমরা আক্রমণ প্রতিরোধের আয়োজন ক'রে চ'লেছি তেমনি ভাবেই চ'লবো।

[মুরলার হাসিতে হাসিতে প্রবেশ]

কে রে ?

মুরলা। [ভীতভাবে] আমি গোবিন্দের মাসী বাবা। বাড়ী যাবার পথ হারিয়ে ফেলেছি। রাত্তিরে সব বাড়ীই এক রকম দেখছি কিনা।

চন্দ্র। এ সময় রাত্রিকালে স্ত্রীলোক একা বেরিয়েছ কেন ? তুমি কোথায় থাক ?

মুরলা। আমি এই কাছাকাছি থাকি বাবা, সেই জায়গাটার কাছ বরাবর গেলেই আমি ঠিক যেতে পারবো।

চন্দ্র। আশ্চর্য্য! গঙ্গারাম, ওর বাসা কোথায় অনুসন্ধান ক'রে ওকে পৌছে দিয়ে আসবার ব্যবস্থা কর। আমরা যাই— এস মৃণ্ময় !

[চন্দ্রচূড় ও মৃন্ময়ের প্রস্থান]

মুরলা। [খিল খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল]

গঙ্গা। চুপ্! কেউ শুনতে পাবে !

মুরলা। কেন এত ভয় কিসের ? এতো আর রাজবাড়ীর অন্দর নয় ?

গঙ্গা। রাজবাড়ীর অন্দরের চেয়ে তোমাকে আমার ভয় বেশী।

মুরলা। তা তো হবেই। এখন সেখানে পাঁচবার যাতায়াত ক'রেছ ভয় ভেঙে গেছে কিন্তু আমি না থাকলে সে পথ চেনাতো কে ? তবু তো তুমি আমায় বিশ্বাস ক'রে এখন কোন কথাই বলনা !

গঙ্গা। না-না বিশ্বাস আমি তোমায় খুব করি, তবে কি জান মুরলা— অনেক গোপন কথা থাকে সেটা তাকেই শোনাতে হয়।

মুরলা। কিন্তু আর তো সে পথ বন্ধ !

গঙ্গা। কেন ?

মুরলা। পাঁড়েজীর সন্দেহ হ'য়েছে।

গঙ্গা। আমি যদি তাকে আমার পরিচয় দি।

মুরলা। তাহ'লে তো আরও ভাল, যেটুকু কেলেঙ্কারীর বাকী আছে সেটুকু পূর্ণ হবে।

গঙ্গা। আমি তো কোন মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে সেখানে যাচ্ছি না!

মুরলা। যে উদ্দেশ্য নিয়েই যাও! পাঁড়েজী তোমায় ঢুকতে না দেওয়ায় রাণীরও মনে ভয় হ'য়েছে। তিনি আর দেখা ক'রবেন না।

গঙ্গা। কিন্তু আমার যে কতকগুলি বিশেষ দরকারী-কথা বলবার ছিল। তাঁর কাছে আর একবার নিয়ে যেতে পার মুরলা? আমি সেগুলো ব'লে আসি।

মুরলা। তার ফল যা হবে জানি, নৈবিদ্যির কলাটি। [বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইল

গঙ্গা। সে কি!

মুরলা। হ্যাঁ, ছোটরাণী আরাম হ'য়ে গিয়েছেন।

গঙ্গা। তাঁর কি অসুখ ক'রেছিল ?

মুরলা। হ্যাঁগো—বা'তিকের ব্যামো। তা না হ'লে তুমি কি অন্দরে ঢুকতে পাও ?

গঙ্গা। কেন আমি কি ?

মুরলা। তুমি কি সেখানকার যুগ্যি ?

গঙ্গা। তবে আমি কোথাকার যোগ্য ব'লে তোমার মনে হয় ?

মুরলা। এই ছেঁড়া আঁচলের। বাপের বাড়ী নিয়ে যেতে হয় তো আমাকে নিয়ে চল, অনেকদিন মা বাপকে দেখিনি।

[হাসিয়া দ্রুত প্রস্থান]

গঙ্গা। ওঃ এতখানি অপমান! দাসীকে দিয়ে আমায় অপমান ক'রতে পাঠিয়েছে। কিন্তু মূর্খ রমণী তুমি জাননা যে নিজের হাতে আমার মনে যে আগুন তুমি জ্বেলে দিয়েছ তাতে তোমায় পুড়তে হবে।

[অস্থিরভাবে পায়চারি করিতে লাগিল, বন্দে আলির প্রবেশ]

বন্দে। এই যে আপনি এখানে? কদিন থেকে আপনি আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে সহর পাহারা দিচ্ছেন, এইবার একটু বিশ্রাম করুন হুজুর, আমরা তো আছি।

গঙ্গা। বিশ্রাম ক'রবো—বিশ্রাম ক'রবো সময় এলে আজ নয়।

বন্দে। আপনাকে এত উত্তেজিত দেখছি কেন হুজুর।

গঙ্গা। উত্তেজনার কোন কারণ ঘটেছে বন্দে আলি।

বন্দে। কি কারণ হুজুর?

গঙ্গা। তুমি কখনো কোন নারী কর্ত্তৃক প্রতারিত হয়েছ?

বন্দে। নারীর প্রতারণা?

গঙ্গা। হ্যাঁ, সুন্দরী কোন নারীর?

বন্দে। কোন নারীর কাছে কোনদিন আমি প্রার্থনা নিয়ে উপস্থিত হইনি তাই প্রতারিতও হইনি।

গঙ্গা। কিন্তু এ এমন নারীর কথা বলচি, যাকে একবার দেখলেই পায়ে লুটিয়ে প'ড়তে ইচ্ছা হয়—ধর্ম্ম, অধর্ম্মের, পাপ পুণ্যের বিচার ভু'লে গিয়ে তাকে আপনার ক'রে নেবার জন্যে চিত্ত চঞ্চল হ'য়ে ওঠে।

বন্দে। তাহ'লে তো সে নারী নয় হুজুর হুরী! তাদের কাজই হুজুর ছলনা, প্রতারণা! পুরুষদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা।

গঙ্গা। এ খেলায় কি তাদের পরাজিত করা যায় না?

বন্দে। আমি তো কখনও সে খেলা খেলিনি হুজুর।

গঙ্গা। কিন্তু আমাকে সে কিছুদিন ধ'রে খেলিয়েচে। আমার চিত্ত-কাননে সে তার রূপের আগুন ধরিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে তাই দেখচে—তার ঠোঁটে ব্যাঙ্গের হাসি, চোখে নির্ম্মম বিদ্রূপ! তার রূপের গর্ব্ব, ক্ষমতার আস্ফালন চূর্ণ ক'রে আমি তা ধুলোয় মিশিয়ে দেব, বন্দে আলি।

বন্দে। আপনার পক্ষে তা অসম্ভব নয়, কারণ আপনিও অসাধারণ রূপবান।

গঙ্গা। বন্দে আলি!

বন্দে। আদেশ করুন।

গঙ্গা। তোমাকে একদিন আমি বাঁচিয়েছিলুম তার পরিবর্ত্তে আজ আমাকে একটা ভিক্ষা দেবে?

বন্দে। কি ব'লছেন হুজুর, গোলামকে হুকুম করুন!

গঙ্গা। শপথ কর আমি যা ব'লবো—তা গোপনে আমার জন্তে তুমি ক'রবে?

বন্দে। খোদার নাম নিয়ে ব'লছি আপনার জন্ত জান দোব।

গঙ্গা। আমার একটা গোপন সংবাদ নিয়ে তোরাব খাঁর শিবিরে আজ তোমায় যেতে হবে।

বন্দে। [বিস্মিতভাবে] তোরাব খাঁর শিবিরে?

গঙ্গা। হ্যাঁ, অত্যন্ত গোপনে। তুমি আগে যাবে তারপর তোমার সঙ্কেত পেলেই আমিও সেখানে যাব।

বন্দে। আপনিও যাবেন?

গঙ্গা। হ্যাঁ, তুমি বিস্মিত হ'চ্ছ ?

বন্দে। না এখন বুঝতে পারচি—প্রতারণার প্রতিশোধ !

গঙ্গা। চুপ্ বন্দে আলি।

বন্দে। আমি ভুলিনি হুজুর, আপনি একদিন আমার জীবন রক্ষা ক'রেছিলেন। আর কেউ এ-কথা জানবে না। চলুন তোরাব খাঁকে পত্র লিখে দেবেন। গোলাম তা' বয়ে নিয়ে যাবে। [উভয়ের প্রস্থান—যন্ত্র-সঙ্গীত সহযোগে দৃশ্যান্তর]

পঞ্চম দৃশ্য

তোরাব খাঁর শিবিরাভ্যন্তর

[তোরাব খাঁ ও মির্জ্জা মহম্মদ কথা কহিতেছিলেন]

তোরাব। তুমি দেখে নিও মির্জ্জা মহম্মদ। আমি সীতারামকে বিদ্রোহী প্রমাণ ক'রবোই। তখন বাদশাহ্ বুঝবেন কাকে তিনি মহারাজাধিরাজ সনদ দিয়েছিলেন।

মির্জ্জা। কিন্তু আপনি এখনও আক্রমণ ক'রচেন না কেন?

তোরাব। আর দুদিন অপেক্ষা, বিনা-যুদ্ধে যদি মহম্মদপুর হাতে আসে সেটা কি ভাল নয়?

মির্জ্জা। কিন্তু আমার তো মনে হয় আমাদের পক্ষে যুদ্ধ না-করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

তোরাব। এ কথা তুমি কেন ব'ললে মির্জ্জা মহম্মদ?

মির্জ্জা। ব'ললাম এই কারণে যে, পাথরের দুর্গ কামান দিয়ে জয় করা যায়, কিন্তু মানুষের হৃদয় দুর্গকে অত সহজে দখল করা যায় না। মহম্মদপুরের মানুষগুলো পাথরের চেয়েও কঠিন, বজ্রের চেয়েও দৃঢ় তাদের পণ—দেশকে তারা ভালবাসে প্রাণের মতন।

তোরাব। কিন্তু নির্ব্বোধের দল জানে না যে যারা তাদের সেই দেশের প্রতিনিধি তারা এক একজন বেইমানের প্রতিমূর্ত্তি!

মির্জ্জা। আপনি বলেন কি!

তোরাব। এখুনি তার প্রমাণ পাবে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে গুপ্তচর এক অদ্ভুত জীবকে এখানে নিয়ে এসেছিল। সে আমাকে যে বার্ত্তা এনে দিলে তাই থেকে জানলাম সব চেয়ে সেরা এক বেইমান আমার শিবিরে।

মির্জ্জা। কেন ?

তোরাব। পুরস্কারের লোভে। এরা যদি না থাকতো মির্জ্জা মহম্মদ তাহ'লে কোন দেশই কোন রাজা অধিকার ক'রে নিতে পারতো না।

[জনৈক রক্ষীর প্রবেশ ও অভিবাদন]

রক্ষী। গঙ্গারাম দাস হুজুরের সাক্ষাৎ প্রার্থী।

তোরাব। একটু অপেক্ষা ক'রতে বল।

[রক্ষী চলিয়া যাইতে তোরাব খাঁ মির্জ্জা মহম্মদের দিকে চাহিয়া হাসিলেন]

আশ্চর্য্য হ'চ্ছ ?—এই দুনিয়া! দেশকে এরা ভালবাসে না এরা ভালবাসে নিজেকে। নিজের স্বার্থসিদ্ধি না হ'লে দেশের থাকা না—থাকায় এ'দের কিছু এসে যায় না। আজ গঙ্গারাম এসেচে, কাল চন্দ্রচূড় আসবে, তার পরদিন দেখতে পাবে মৃণ্ময়কে।

মির্জ্জা। আপনি তাহ'লে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'ন। আমি পাশের শিবিরে অপেক্ষা কর্চ্ছি।

তোরাব। হ্যাঁ তাই যাও! আর সমস্ত রক্ষীদের সতর্ক থাকতে বল। কারণ বেইমান হ'লেও এখনও সে শত্রুপক্ষ।

[মির্জ্জা মহম্মদ চলিয়া গেলে তোরাব খাঁ বলিলেন]

কোই হ্যায়! গঙ্গারাম দাস।

[ক্ষণপরে গঙ্গারামকে লইয়া রক্ষীর প্রবেশ

গঙ্গারাম অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল, তাহার গাত্রে কাল আংরাখা।

রক্ষীর প্রস্থান]

তোরাব। এই যে গঙ্গারাম এসেছ! তোমার অভিপ্রায় জেনে আমি

খুসী হ'য়ে তোমার আগেকার কসুর সব মাফ ক'রে দিয়েচি তা শুনেছ ?

গঙ্গা। হুজুরের মেহেরবানী। বন্দে আলি আমায় সেকথা জানিয়েচে ব'লেই আমি আপনার কাছে আসতে সাহসী হয়েচি।

তোরাব। তারপর, চন্দ্রচূড় ঠাকুরের সঙ্গে টাকাকড়ি দেওয়ার বিষয় তো সব ঠিক হ'য়ে গেছে। তবে দেরী কিসের ?

গঙ্গা। আপনি বরাবরই ভুল ক'রে এসেছেন ফৌজদার সাহেব। চন্দ্রচূড় আপনার সঙ্গে প্রতারণা করেচে।

তোরাব। প্রতারণা ক'রেচে !

গঙ্গা। দিনের পর দিন আপনাকে লোভ দেখিয়ে কিছুদিন যুদ্ধ থেকে বিরত রাখবার উদ্দেশ্যেই তাঁর এই ছলনা। যতটা সময় তিনি নিতে পারেন ততই তাঁর পক্ষে মঙ্গল—ইতিমধ্যে রাজা ফিরে এলে আপনার সঙ্কল্প ব্যর্থ হবে তাঁরও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

তোরাব। চন্দ্রচূড় এত বড় শয়তান ! তোমাদের আমি কাউকে বিশ্বাস করি না গঙ্গারাম, কাউকে না। তোমরা এক একজন সাপের চেয়ে খল শয়তানের চেয়েও ভীষণ !

গঙ্গা। কিন্তু আমি তা' নই।

তোরাব। কেমন ক'রে তা ব'লতে পার ? তার প্রমাণ কই ?

গঙ্গা। প্রমাণ—আপনার শিবিরে আমি একাকী অসহায় অবস্থায় আপনারই সাহায্যের জন্যে এসেছি।

তোরাব। সে কথা সত্য ! কিন্তু তুমি আমাদের কি সাহায্য ক'রতে পার ?

গঙ্গা। দুর্গের চাবি আমার হাতে, আমি আপনাদের দুর্গদ্বার খুলে দেব।

তোরাব। আরে দুর্গদ্বারে পৌছলে ত' তুমি আমাদের দুর্গদ্বার খুলে দেবে,

কিন্তু তার পূর্ব্বে তোমার সেনাপতি মৃণ্ময় তো আর আমাদের কম বাধা দেবে না ?

গঙ্গা। আপনি যদি আমার পরামর্শ গ্রহণ করেন তাহ'লে জয় আপনার অনিবার্য্য।

তোরাব। কি রকম ?

গঙ্গা। মহম্মদপুরে যাবার দুটো পথ আছে। উত্তর পথ আর দক্ষিণ পথ। দক্ষিণ পথে দূরে নদী পার হ'তে হয়, আর উত্তর পথে কেল্লার সামনে দিয়ে পার হ'তে হয়। আপনি গোপনে দক্ষিণ পথ দিয়ে যাবেন, কারণ কেল্লার সামনে নদী পার হওয়া অসম্ভব !

তোরাব। হুঁ, তোমার কথা শুনে আমি বুঝতে পাচ্ছি সত্যই—তুমি আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। যুদ্ধজয়ের পর কি পুরস্কার তুমি চাও, বল ?

গঙ্গা। সীতারামের দুই রাণী আছেন।

তোরাব। আরে সে তো নবাবের জন্যে।

গঙ্গা। বড় রাণীকে আপনি নবাবের কাছে উপহার দিয়ে পাঠান হুজুর, কিন্তু ছোট রাণী রমাকে আমার চাইই।

তোরাব। তুমি বল কি গঙ্গারাম ?

গঙ্গা। ফৌজদার সাহেব, আমি শুধু তারই জন্যে নিজের দেশ, ধর্ম্ম সব কিছু আপনার কাছে বিকিয়ে দিতে এসেছি। তাকে না পেলে আমার বেঁচে থাকা অর্থহীন।

তোরাব। (চিন্তান্বিত ভাবে) তাই তো !

গঙ্গা। আপনি প্রতিশ্রুতি দিন্ !

গঙ্গা। সে যে আমার কাছে কী, তা আমি ভাষা দিয়ে আপনাকে বোঝাতে পারবো না। তাকে না পেলে আমি আপনাদের কোন কাজেই আসবো না।

তোরাব। [গঙ্গারামের দিকে চাহিয়া ঘৃণাব্যঞ্জকভাবে] আশ্চর্য্য ! তুমি গঙ্গারাম কাজীর বিচারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হ'য়েছিলে, সীতারাম রায় আমাদের অপ্রীতিভাজন হবেন জেনেও তোমাকে উদ্ধার ক'রেছিলেন। তুমি আজ সেই সীতারাম রায়ের মহিষীকে তোমার ত্রাণকর্ত্তার, অন্নদাতার ধর্ম্মপত্নীকে অবৈধভাবে পাবার জন্তে উন্মাদ হ'য়ে আমার কাছে ছুটে এসেচ বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা সীতারাম রায়কে সর্ব্বহারা ক'রে দিতে ?

গঙ্গা। অধীরভাবে] উপদেশ নয় ফৌজদার সাহেব, উপদেশ নয় উপদেশ শুনতে আমি আপনার কাছে আসিনি।

তোরাব। উপদেশ নয় গঙ্গারাম তোমার প্রস্তাব আমার মনে যে ঘৃণার উদ্রেক ক'রেচে. তাই ভাষায় প্রকাশ ক'রলুম।

গঙ্গা। অধীনের ঘৃণ্য প্রস্তাব তাহ'লে আপনি অগ্রাহ্য ক'রচেন ?

তোরাব। [তোরাব খাঁ আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন] না, না, গঙ্গারাম তোমার প্রস্তাব মত কাজ ক'রতে নিজেকে মুহূর্ত্তে প্রস্তুত ক'রে নিলুম। বেইমানের সাহায্য না নিয়ে ভূষণা সহজে জয় করা যাবে না, আমি জানি। কার্য্যোদ্ধার হবার পর তোমাকে আলিঙ্গন ক'রে বলবো তোমার বেইমানিই আমাকে বিজয়ীর মান দিয়েচে।

গঙ্গা। রমার কথা কি তখন মনে রাখবেন ?

তোরাব। মনে রাখবার কথা আমার নয়—তোমার।

গঙ্গা। আপনারা আক্রমণ ক'রলেই আমি রমাকে নিয়ে মহম্মদপুর ছেড়ে চ'লে যাব।

তোরাব। কোথায়?

গঙ্গা। যেখানে আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী তাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে বাহু বাড়াবে না। যেখানে ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন তুলে, পাপ-পুণ্যের কথা শুনিয়ে আমার বিবেককে কেউ কশাঘাত ক'রবে না। যেখানে প্রচুর অবসর নিয়ে সেই অপরূপ রূপের লাবণী প্রবাহে নিমজ্জিত থেকে সন্তপ্ত, অভিশপ্ত এই জীবনকেও সার্থক ক'রে তুলতে পারবো!

তোরাব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক গঙ্গারাম, রমাকে তুমি পাবে।

গঙ্গা। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন?

তোরাব। হ্যাঁ, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্চি!

গঙ্গা। যাক্ আমি তাহ'লে নিশ্চিন্ত! রাত্রি শেষ হ'য়ে আসছে, এখুনি আমাকে ফিরতে হবে। আমি তাহ'লে আসি জনাব।
[অভিবাদন করিল]

তোরাব। এস!

[গঙ্গারাম পুনরায় কালো আংরাখায় ভাল করিয়া গা ঢাকিয়া প্রস্থান করিল। যন্ত্র সঙ্গীত সহযোগে দৃশ্যান্তর]

ষষ্ঠ দৃশ্য

মহম্মদপুর দুর্গ চত্বর—প্রহরীগণ পাহারায় রত।

[চন্দ্রচূড় ও রাজপুত সর্দ্দার]

চন্দ্র। তোরাব খাঁ সম্ভবতঃ আজ রাত্রেই দুর্গ আক্রমণ ক'রবে বলে আমার মনে হ'চ্ছে সর্দ্দার! কারণ সে আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাতে চালাতে হঠাৎ থেমে গেল কেন বুঝলাম না। তাছাড়া গোপনে দক্ষিণ-পথে তার সেনাপতি পীর বকস বহু সৈন্য নিয়ে নদীপার হবার চেষ্টা ক'রছে শুনলুম।

রাজপুত সর্দ্দার। তাহ'লে তো সমূহ বিপদ গুরুদেব। যুদ্ধ অনিবার্য্য।

চন্দ্র। আশঙ্কার কিছুই নেই—আমিও সেজন্য প্রস্তুত ছিলাম! মৃণ্ময়কে সমস্ত সৈন্যদিয়ে বাধা দিতে পাঠিয়ে দিয়েছি। তোমরা শুধু সতর্ক থেক'।

সর্দ্দার। যথা আজ্ঞা!

[গঙ্গারামের প্রবেশ]

গঙ্গা। [প্রহরীদের প্রতি] তোমরা এখন বিশ্রাম ক'রতে যেতে পার।

[রক্ষীরা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল]

চন্দ্র। [বিস্মিত ভাবে] একি গঙ্গারাম! ওদের সকলকে এখন বিশ্রাম ক'রতে পাঠালে কেন?

গঙ্গা। এখন তো আমরা নিশ্চিন্ত।

চন্দ্র। কি ব'লছো তুমি? তোরাব খাঁ আমাদের আজ আক্রমণ ক'রতে পারে। এই নদীপথে যদি তার মুষ্টিমেয় সৈন্যও বিনাবাধায় পার হ'য়ে আসে তাহ'লে সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে।

গঙ্গা। আপনি তোরাব খাঁকে অত নির্ব্বোধ মনে করবেন না। সে জানে দুর্গের সামনের নদীপার হ'তে যাওয়ার বিপদ কতখানি।

চন্দ্র। কিন্তু কিছুই তো নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না গঙ্গারাম? যুদ্ধের সময় যদি চতুর্দ্দিকে সতর্ক দৃষ্টি না রাখ, তাহ'লে বিপদ যে কোনদিক থেকে আত্মপ্রকাশ ক'রবে কে জানে?

গঙ্গা। সে সতর্ক দৃষ্টি রাখবার জন্যে তো আমি রয়েচি।

চন্দ্র। কিন্তু তুমি একা কি ক'রবে? না, না, গঙ্গারাম তোমার কর্ত্তব্যে শৈথিল্য প্রকাশ পাচ্ছে। তুমি বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পার্চ্ছনা।

গঙ্গা। [রাগতঃস্বরে] ঠাকুর, নগর-রক্ষার দায়িত্ব, আপনার চেয়ে আমার কম নয়। অতএব আমার কর্ত্তব্য কি, আমি তা ভালভাবেই জানি। আপনি সেজন্য উদ্বিগ্ন না হ'লেই সুখী হবো।

চন্দ্র। গঙ্গারাম তুমি কি ব'লছো?

গঙ্গা। আমি যা ব'লছি ঠিকই ব'লছি—আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অপরের উপদেশ নিয়ে কাজ ক'রতে আমি অনভ্যস্ত। আপনি মন্ত্রী, আমি নগররক্ষী। আমারও যেমন আপনার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়—তেমনি আপনারও অযথা আমাকে শৈথিল্যের জন্য অভিযুক্ত করা অশোভন।

চন্দ্র। আমি তোমার কাছে রাজ্যের মঙ্গলের জন্যই একথা ব'লচি গঙ্গারাম।

গঙ্গা। রাজ্যের মঙ্গল আপনার মত আমিও দেখি।

চন্দ্র। আমারই ভুল হ'য়েছে গঙ্গারাম—বেশ তুমি যা ভাল বোঝ কর! [চন্দ্রচূড়ের প্রস্থান]

গঙ্গা। আমাকে আমার কর্ত্তব্য শেখাতে এসেছেন। আমার কর্ত্তব্য আমি ঠিক ক'রে নিয়েচি। আমি তোমাদের কেউ নই, দেশের কেউ নই—আমি শুধু একজনের। কিন্তু যার জন্য আজ সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে ব'সেছি সে কি ধরা দেবে! [চিন্তা করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন] কে জানে!

মুরলার প্রবেশ

মুরলা। এই যে রক্ষী মশাই, আপনি এখানে—আপনার কাছে আবার আসতে হ'ল।

গঙ্গা। কেন?

মুরলা। ওঃ! আপনার এখনও রাগ যায়নি দেখছি! আচ্ছা আমার ওপর নয় রাগ ক'রলেন, কিন্তু সে যে তোমায় ছাড়া আর কাউকে জানেনা গো! তারই দুটো কথা ব'লতে এসেছিলুম—তাহ'লে চলি।

[মুরলা প্রস্থানোদ্যত হইতেই গঙ্গারাম তাহার কাছে গিয়া সাগ্রহে বলিল]

গঙ্গা। না, না মুরলা…রাগ আমি করিনি। বল, বল কি তার কথা?

মুরলা। ছোটরাণী ব'ললেন যে আপনি তাঁর কাছে ছেলেকে রক্ষা ক'রবার যে প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছিলেন তা' মনে আছে তো?

গঙ্গা। হ্যাঁ, তা আমার মনে আছে। বল তো আমি এখুনি গিয়ে তাঁর ছেলেকে নিয়ে আসি।

মুরলা। না, না এখন নয়…ফৌজদার যদি সহরে ঢুকে পড়ে তখন।

গঙ্গা। কিন্তু সে সময় আর অবসর পাওয়া যাবে না। এখুনি তুমি আমায় তাঁর কাছে নিয়ে চল।

মুরলা। তা বেশ, আমি তাহ'লে তাঁকে একবার জিগ্যেস ক'রে আসি।

গঙ্গা। চল আমিও তোমার সঙ্গে নয় যাই।

মুরলা। না না আপনি একটু স'রে থাকুন আমি একা ঠিক যাব। আপনার সঙ্গে গেলে এখুনি ধরা প'ড়ে যাব। যুদ্ধের ভয়ে কেউ রাত্তিরে আজকাল ঘুমোয় না।

গঙ্গা। বেশ, তুমি একাই যাও, আমি ঠিক এই জায়গা বরাবরই থাকবো।

[গঙ্গারামের প্রস্থান। গঙ্গারামের গমনপথের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে মুরলা বলিয়া উঠিল]

"প্রেমের নাগর বুকে তোমার দেখবো জ্বালা কত
সে যদি হায় বাসতো ভাল একটু তোমার মত।

[পিছন হইতে শ্রী ও জয়ন্তীর প্রবেশ]

জয়ন্তী। [তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মুরলার প্রতি চাহিয়া কহিল] এখানে তুই কি কচ্ছিস্ ?

মুরলা। [ভীতভাবে] ওমা, তোমরা আবার কে ?

জয়। আমরা যেই হই না কেন, এই ত্রিশূল দেখচিস্, সত্যই তুই কে না ব'ললে এখুনি তোর বুকে এইটে বিঁধিয়ে দেব।

মুরলা। ও মা তোমাদের পায়ে পড়ি মা, আমায় মেরোনা! আমি মুরলা—রাজার ব'ড়ীর ঝি।

জয়। তুই এতক্ষণ যা ব'লছিলি, আড়াল থেকে সব আমরা শুনেচি। তোরা কি মতলব ক'চ্ছিলি শিগ্‌গির বল!

মুরলা। ব'লছি। কিন্তু ও যে এখানে এখুনি এসে প'ড়বে।

জয়। কে ?

মুরলা। রক্ষী মশাই।

জয়। হুঁ! একে আমাদের সেই ভাঙা মন্দিরে নিয়ে যাও বোন্!

আমি যেন কেমন একটা বিপদের আভাস পাচ্ছি। এখান থেকে সমস্ত খবর না জেনে আমি এখন যাবনা।

শ্রী। আমার সঙ্গে আয় [মুরলা শঙ্কিতভাবে শ্রীর সহিত চলিয়া গেল]

জয়। কিছুই তো বুঝতে পার্চ্ছি না—এত বড় একটা যুদ্ধের আয়োজন আর সারা শহর নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছে ?

[ব্যস্তভাবে চন্দ্রচূড়ের প্রবেশ]

চন্দ্র। কে মা তুমি !

জয়। পরিচয়ের কোন দরকার নেই চন্দ্রচূড় ঠাকুর, শুধু এইটুকু জেনে রেখো আমি তোমাদের রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। শুনলুম শত্রু দক্ষিণপথে আক্রমণ ক'রেছে কিন্তু এখানে তো কোন আয়োজনই দেখছি না—নগর রক্ষার কি ব্যবস্থা ক'রেছ ?

চন্দ্র। কি ব্যবস্থা ক'রবো মা, আমার সমস্ত গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে। সেনাপতি মৃণ্ময় সমস্ত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে চ'লে গেছে সামান্য যে-ক'জন রক্ষী এখানে আছে—তারা অবশ্য ইচ্ছা ক'রলে এ দুর্গ রক্ষা ক'রতে পারে কিন্তু ক'রবে কিনা সন্দেহ !

জয়। কেন ?

চন্দ্র। কারণ গঙ্গারামের যেন কি রকম পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করছি। জানিনা তার মনে কি উদ্দেশ্য আছে। সেই নগররক্ষী, তার আদেশ ছাড়া এখানকার রক্ষীরা তো কারুর কথা শুনবে না।

জয়। তোমার আদেশও নয় ?

চন্দ্র। না মা আমার আদেশও নয়। তারা এতদিন তাকেই মেনে এসেচে আজ আমাকে মানবে কেন ? একমাত্র মধুসূদন ছাড়া এ রাজ্য-রক্ষার আর কোন উপায় নেই মা। সমস্ত নগরে

হাহাকার উঠেছে, কিন্তু গিয়ে যে সান্ত্বনা দেব, সে জোরও আমার আর নেই।

জয়। ভয় পেয়োনা চন্দ্রচূড়, এ রাজপুরী আমি রক্ষা ক'রবো। তুমি যাও!

চন্দ্র। মা রাজলক্ষ্মী! আমি তোমায় দেখেই চিনেচি। তোমার রাজ্য তুমিই রক্ষা কর মা। [চন্দ্রচূড়ের প্রস্থান]

জয়। যা ভেবেছিলুম দেখছি তাই সত্যি। এতবড় ভার আমি নিলাম —গুরুদেব, তুমি আমার মুখ রক্ষা ক'রো।

শ্রীর প্রবেশ

একি শ্রী, আবার চলে এলে?

শ্রী। ঘৃণায়, লজ্জায় এ নগরে আর এক মুহূর্ত্ত থাকতে ইচ্ছা ক'রছে না জয়ন্তী। আমি মুরলার কাছে যা শুনলাম তাতে আর মানুষের কাছে থাকতে সাহস হয় না।

জয়। কেন কি শুনলে?

শ্রী। যা শুনলাম তা শুনে আত্মহত্যা ক'রতে ইচ্ছা করে। মহারাজার ছোটরাণীকে আমার ভাই পেতে চায়।

জয়। বুঝেচি। সেইজন্যে সে আজ শত্রুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রেছে, তা আমি এইবার স্পষ্ট বুঝতে পাচ্ছি। কিন্তু তাকে এ-পাপ করতে আমি দেব না

শ্রী। তুমি!

জয়। হ্যাঁ আমি। বুঝতে পার্চ্ছনা সময় না হ'লে আজ মহম্মদপুরে আসবার জন্যে গুরুদেবের আদেশ পাব কেন? তোমাকে আমাকে যে তিনি মঙ্গলের নির্দ্দেশ দিয়েই এখানে পাঠিয়ে দিয়েচেন।

শ্রী। তোমার কথায় আমি যেন মনে জোর পাচ্ছি কিন্তু বুঝতে পাচ্ছি না কি মঙ্গল আমাদের দ্বারা হবে!

জয়। সে মঙ্গলময়ই জানেন!

[সহসা নেপথ্যে চাহিয়া]

ঐ বোধ হয় তোমার ভাই এদিকে আসছে। তুমি ফিরে যাও।

[শ্রীর প্রস্থান ও বিপরীত দিক হইতে গঙ্গারামের প্রবেশ]

গঙ্গা। [জয়ন্তীকে পিছন হইতে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া বলিল] এই যে মুরলা তিনি—[জয়ন্তী মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াতেই অপ্রস্তুত ভাবে] একি আপনি কে মা!

জয়। [গম্ভীর ভাবে] আমি দেবীর সেবিকা। তাঁর আদেশে আমি তোমার কাছে এসেছি।

গঙ্গা। কি জন্য বলুন?

জয়। আমাকে একগাড়া গোলাবারুদ ও একজন গোলন্দাজ দাও!

গঙ্গা। গোলাবারুদ নিয়ে আপনি কি ক'রবেন?

জয়। মন্দির রক্ষা ক'রতে হবে।

গঙ্গা। মন্দির তো সহরের মধ্যে। সেখানে শত্রুর তো কোন যাবার সম্ভাবনা নেই।

জয়। থাকুক না থাকুক, তবু আমার চাই।

গঙ্গা। কিন্তু—

জয়। [দৃপ্তস্বরে] গঙ্গারাম! যদি এখনও নিজের মঙ্গল চাও, তাহ'লে যা চাই, আমাকে অবিলম্বে দিয়ে দাও! তা'না হ'লে মুরলা, রমা ও তোমার সমস্ত কথা আমি এখুনি প্রকাশ ক'রে দোব। আর যদি বলপ্রয়োগ ক'রতে চাও, তাহ'লে

এই মন্ত্রঃপূত ত্রিশূল দিয়ে তোমাকে হত্যা ক'রতেও দ্বিধা ক'রবো না।

গঙ্গা। [ভীত ভাবে] না—না আমি সব দিচ্ছি, আপনি আমার সঙ্গে আসুন!

[গঙ্গারাম ও জয়ন্তীর প্রস্থান। বিপরীত দিক হইতে ফকির সাহেব ও চন্দ্রচূড় কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করিলেন]

চন্দ্র। এ আপনি কি ব'লছেন ফকির সাহেব! আপনার কথাও আমার বিশ্বাস হ'চ্ছেনা! গঙ্গারাম এতদূর নেবে গেছে? সীতারাম যে একদিন তাকে প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়েছিল।

ফকির। তার উপযুক্ত পুরস্কার দেবার আয়োজন তো সে ক'রেছে। আজই তো তার ঋণ শোধের দিন। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে সীতারাম রায়ের সাধের রাজ্য চ'লে যাবে আর সে তারই অন্তঃপুর থেকে তুলে নিয়ে আসবে একটি ফুটন্ত গোলাপকে।

চন্দ্র। এসব কথা শুনলেও পাপ হয় ফকির সাহেব। মানুষ বেইমান হয় জানি, কিন্তু এতখানি কৃতঘ্নতা, এ আমার কল্পনার বাইরে।

ফকির। দুঃখ এই যে আপনি এতদিকে খেয়াল রাখেন কিন্তু প্রদীপের আলোর তলায় যে এতখানি অন্ধকার তারই সংবাদ রাখতে ভুলে গিয়েছিলেন।

চন্দ্র। কল্পনা ক'রতে পারিনি ফকির সাহেব যে যে-মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছি সেই মাটাই একদিন পায়ের তলা থেকে সরে যাবে।

ফকির। কিন্তু রাষ্ট্রের ভার গ্রহণ ক'রে সে সংবাদ রাখা আপনার উচিত ছিল।

চন্দ্র। টোল ছেড়ে রাজ্য পরিচালনা ক'রতে এসেছিলুম, ভেবেছিলুম আমি খুব কৌশলী, সে দম্ভের হয়তো এই শাস্তি! মুসলমানকে চিরদিন অবিশ্বাস ক'রে এসেছি, আজ দেখছি সেই আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, আর ভাইয়ের চেয়ে যাকে আপন ব'লে ভাবতুম, সে ব'সে আছে ছোরা নিয়ে আমায় হত্যা ক'রতে।

ফকির। চন্দ্রচূড় ঠাকুর! বেইমানের জাতই আলাদা! সে হিন্দুও নয় মুসলমানও নয়।

[জনৈক রক্ষীর দ্রুত প্রবেশ]

রক্ষী। ঠাকুর মশাই, সর্ব্বনাশ হ'য়েচে। দক্ষিণ পথে ফৌজদারের সেনাপতি পীরবকৃসের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ বেধেছে, কিন্তু তোরাব খাঁ আর একদল সৈন্য নিয়ে নিজে এই দুর্গ আক্রমণ ক'রতে আসছে।

চন্দ্র। ওরে, তোরা একবার রক্ষীদের এখানে আসতে বল!

রক্ষীর দ্রুত প্রস্থান

ফকীর সাহেব, বুঝতে পার্চ্ছি আর রক্ষা নেই। দুর্গ প্রাকারে উঠে দেখি তারা কতদূরে? আপনি যদি পারেন একবার কোতোয়ালীকে জাগাবার শেষ চেষ্টা করুন!

ফকির। তা' যাচ্ছি, কিন্তু আশা আমারও নেই!

[প্রস্থান—দূরে কোলাহল

[চন্দ্রচূড় দুর্গ প্রাকারে উঠিলেন]

চন্দ্র। সত্যই তো ওরা এগিয়ে আসচে! লক্ষ্মী-নারায়ণ তোমার মনে এই ছিল। হে জনার্দ্দন রক্ষা কর! রক্ষা কর!

[গঙ্গারামের প্রবেশ। চন্দ্রচূড় দুর্গ প্রাকার হইতে ছুটিয়া গঙ্গারামের নিকটে আসিলেন]

গঙ্গারাম! ফৌজদারের সেনারা যে দলে দলে এগিয়ে আসছে। তুমি এখনও তোমার রক্ষীদের তোপ ছুঁড়তে আদেশ দেবে না?

গঙ্গা। সময় উপস্থিত হ'লেই দোব।

চন্দ্র। সে সময় হয়তো তুমি আর এজীবনে পাবে না, আমি ব্রাহ্মণ তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, করযোড়ে আজ তোমার কাছে দেশের নামে, রাজার নামে ভিক্ষা চাচ্ছি, গঙ্গারাম অস্ত্র ধারণ কর!

গঙ্গা। আপনি অনর্থক ব্যস্ত হ'চ্ছেন। আসুক না ফৌজদারের সেনা, আসুক না ফৌজদার নিজে—এই দুর্ভেদ্য দুর্গ তারা কি ক'রে অধিকার করে তাই নয় দেখি!

চন্দ্র। [করযোড়ে] গঙ্গারাম, মিনতি কর্চ্ছি, এখনও রক্ষীদের একবার আদেশ দাও! আকাশ ওদের মশালের আলোয় লাল হ'য়ে উঠ্‌লো, কিন্তু ওরা যদি আমাদের এত সাধের স্বাধীন রাজ্য কেড়ে নেয় তাহ'লে সে লজ্জায় কি তোমারও মুখ রাঙা হ'য়ে উঠবে না?

গঙ্গা আচ্ছা, আমি দেখছি! [গঙ্গারামের প্রস্থান]

চন্দ্র। নারায়ণ, নারায়ণ রক্ষা কর। [তোপধ্বনি] একি, তোপ দাগে কে? তবে কি গঙ্গারাম আদেশ দিয়েচে! নারায়ণ, লক্ষ্মী জনার্দ্দন সত্যই তুমি আছ। [চন্দ্রচূড়ের প্রস্থান]

[গঙ্গারামের বিরক্তভাবে প্রবেশ]

গঙ্গা। [চীৎকার করিয়া] কে তোপ দাগে? আমার আদেশ ছাড়া

কামানে কে হাত দিয়েচে ? [পুনরায় তোপধ্বনি—নেপথ্যে তোরাব খাঁর কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

তোরা। ওঃ! শয়তান গঙ্গারাম! এত বড় বেইমান তুই ?

[আহত অবস্থায় প্রবেশ]

ওঃ খোদা! বেইমানির শাস্তি নিজের হাতে দিয়ে যেতে পারলুম না। [তোরাব খাঁর মৃতদেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। গঙ্গারাম তোরাব খাঁর নিকটে ছুটিয়া গেল]

গঙ্গা। এ কি! ফৌজদার সাহেব! [মৃত দেখিয়া উঠিয়া পড়িল] আমার বিনা হুকুমে কার এত বড় স্পর্দ্ধা যে কামান চালায় ? তাকে আমি এখনই প্রাণদণ্ড দেব! কে সে ?

[উত্তেজিতভাবে পায়চারি করিতে করিতে]

এ নিশ্চয়ই সেই ডাকিনীর কাজ। আমার কাছ থেকে গোলা বারুদ নিয়ে এই সর্ব্বনাশ করেছে। কামানে যে হাত দিয়েচে তাকে আমি মৃত্যুদণ্ড দেব। কে আছিস্, তাকে বন্দী ক'রে নিয়ে আয়!

[দুর্গের বাহির হইতে সীতারাম কালিঝুলি মাখা অবস্থার ছুটিয়া আসিলেন সঙ্গে জয়ন্তী

পিছনে পিছনে দুইজন রক্ষী তরবারি হস্তে আসিয়া দাঁড়াইল]

সীতা। কাকে—কাকে তুমি বন্দী করতে চাও গঙ্গারাম ?

গঙ্গা। [সবিস্ময়ে] মহারাজ ?

সীতা। হ্যাঁ, আজকে আমি সত্যকারের মহারাজা। তোমাকে নিজের হাতে দণ্ড দেবার অধিকার নিয়ে আমি ফিরে এসেছি!

অকৃতজ্ঞ বেইমান্! দেশ জননীকে আজ পরাধীনতার যে শৃঙ্খল পরাতে চে'য়েছিলে তার জ্বালা যে কতখানি তা সারা জীবন ধ'রে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হ'য়ে তোমাকে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব ক'রতে হবে। রক্ষীগণ! একে বন্দী কর।

[রক্ষীগণ গঙ্গারামের পার্শ্বে দাঁড়াইল—গঙ্গারাম মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজদরবার কক্ষ

[সিংহাসন শূন্য পড়িয়া আছে। চতুর্দ্দিকে সভাসদ্‌গণ আসীন, নাগরিকগণ একধারে দণ্ডায়মান। ফকির সাহেব ও চন্দ্রচূড় উপবিষ্ট, সৈন্যগণ পাহারায় রত—একধারে উচ্চবেদী—তাহার পার্শ্ব দিয়া অন্তঃপুরে যাইবার পথ। যবনিকা উত্তোলিত হইতেই দামামা বাজিয়া উঠিল। নকীব দণ্ডহস্তে আসিয়া ঘোষণা করিল।]

নকীব। মহামহিমান্বিত, নিখিল প্রজাপালক, ধর্ম্মধ্বজ, বিপুল বিক্রমাদিত্য দ্বাদশ ভৌমিকাধিপতি, শ্রীল শ্রীযুক্ত মনমোহন মহারাজাধিরাজ সীতারাম রায়।

[পুনরায় তিনবার দামামাধ্বনি হইল, প্রথমে রাজা সীতারাম তাহার পশ্চাতে মৃণ্ময় তৎপশ্চাতে সৈন্যগণ প্রবেশ করিয়া সভার একপার্শ্বে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া গেল, সকলে সীতারাম প্রবেশ করিতেই দাঁড়াইয়া উঠিলেন। তৎপরে তিনি আসন গ্রহণ করিতে সকলে যে যাহার স্থানে উপবিষ্ট হইলেন।]

সীতা। বন্দী গঙ্গারাম দাস।

[জনৈক রক্ষী তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল ও অন্যান্য রক্ষীরা শৃঙ্খলিত গঙ্গারামকে লইয়া প্রবেশ করিল]

গঙ্গারাম! তুমি আমার আত্মীয়, প্রজা এবং বেতনভোগী! আমি তোমাকে চিরদিন স্নেহ ও অনুগ্রহ করতাম—তুমি আমার শুধু প্রিয়পাত্র নয় অতি বিশ্বাসের পাত্র ছিলে কিন্তু তা সত্ত্বেও

তুমি আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ তার জন্য তুমি কি শাস্তি গ্রহণ ক'রতে চাও ?

গঙ্গা। মহারাজ স্বদেশ ভৌমিকাধিপতি. আমি আপনার এক ক্ষুদ্র প্রজা—ইচ্ছা ক'রলে আপনি আমাকে যে-কোন শাস্তিদান ক'রতে পারেন কিন্তু ন্যায় বিচার প্রার্থনা করার অধিকার বোধ হয় আমার আছে।

সীতা। সেই ন্যায় বিচার করবার জন্যই আজ আমি তোমায় প্রকাশ্য দরবারে এনেছি, কারণ তোমার অপরাধ শুধু আমার কাছে নয় সমস্ত দেশের কাছে।

গঙ্গা। কিন্তু আমি আমার অপরাধ অস্বীকার করি। আমি কোন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিনি। আমার বিরুদ্ধে ধর্ম্মশাস্ত্র সঙ্গত কোন প্রমাণ নেই।

সীতা। কিন্তু সে প্রমাণ দেবার জন্য এখানে এমন কয়েকজন ব্যক্তি উপস্থিত আছেন যাঁদের ওপর সমগ্র প্রজাপুঞ্জের বিশ্বাস সুগভীর। চন্দ্রচূড় ঠাকুর, গঙ্গারাম সম্বন্ধে আপনার কি বলবার আছে?

গঙ্গা। চন্দ্র। মহারাজ! এই হীনচেতা গঙ্গারাম উচ্চকণ্ঠে সভাস্থলে তার নির্দোষিতা প্রমাণ করবার চেষ্টা ক'রছে কিন্তু তাকে জিজ্ঞাসা করুন কোন হিত কামনায় আমারই চোখের সম্মুখে বিপন্ন নগরের রক্ষার ব্যবস্থা না ক'রে সে রক্ষীদের বিশ্রামের আদেশ দিয়েছিল? কোন্ ধর্ম্মনীতির বলে নদীপথে শত্রু সমাগত দেখেও সে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সেছিল। আমি তার কাছে দেশের নামে, ধর্ম্মের নামে যখন কাতর অনুরোধ জানিয়েছিলুন তখন কি ব্যবস্থা সে ক'রেছিল ?

সীতা। গঙ্গারাম !

গঙ্গা। আমার উদ্দেশ্য ছিল অন্যরূপ, তা' আমি কারুর কাছে প্রকাশ করিনি। প্রথমতঃ যে সময় চন্দ্রচূড় ঠাকুর আমাকে কামান চালাতে অনুরোধ করেন সে সময় শত্রুকে আক্রমণ ক'রলে তারা সতর্ক হ'য়ে ফিরে যেত। সেইজন্য আমি আরও সুযোগ নেবার অপেক্ষা ক'রছিলুম। চন্দ্রচূড় ঠাকুর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত—যুদ্ধনীতি সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার মতবিরোধ হ'য়েছিল—এই মাত্র।

চন্দ্র। মহারাজ, আমি উপবীত স্পর্শ ক'রে ব'লতে পারি যে শত্রুকে দুর্গের অধিকার দেওয়াই ছিল গঙ্গারামের আসল অভিপ্রায়।

গঙ্গা। আমিও শপথ ক'রে বলতে পারি মহারাজ যে এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, কারণ দুর্গের মধ্যে আমিও বাস ক'রতাম, শত্রুর হাতে দুর্গ তুলে দেওয়ায় কি আমার লাভ হ'ত ?

সীতা। তোমার সে লাভ ক্ষতির সন্ধান দিতে পারেন আর একজন। ফকির সাহেব !

ফকির। মহারাজ !

সীতা। আপনি গঙ্গারামের এ উক্তি সমর্থন করেন ?

ফকির। সমর্থন হ'য়তো ক'রতুম যদি না নিজের চোখে দেখতুম যে তার অনুচর বন্দে আলি নিশীথ রাত্রে নৌকা ক'রে ফৌজদারের শিবিরে গিয়ে দেখা ক'রলে এবং তারপরই গঙ্গারাম তাকে অনুসরণ ক'রলে। কি উদ্দেশ্যে সকলের অগোচরে তার শত্রু শিবিরে যাত্রা হ'য়েছিল মহারাজ ?

সীতা। একথা তুমি অস্বীকার কর গঙ্গারাম ?

গঙ্গা। না, একথা আমি সম্পূর্ণ স্বীকার করি। আমি ফৌজদারের শিবিরে গিয়েছিলাম সত্য। কারণ আমার উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বাস ঘাতকের ছদ্মবেশ গ্রহণ ক'রে তাকে কু-পথে নিয়ে এসে এই দুর্ভেদ্য গড়ের নীচে চিরকালের মত কণ্ঠরোধ ক'রে দেব।

সীতা। তার জন্যে কি পুরস্কার তুমি চেয়েছিলে?

গঙ্গা। অর্দ্ধেক রাজ্য! কারণ তা না হ'লে তার বিশ্বাস জন্মানো অসম্ভব ছিল।

সীতা। এ ছাড়া আর কিছু?

গঙ্গা। না।

সীতা। ফকির সাহেব, আপনি সে-কথা কিছু জানেন?

ফকির। জানি।

সীতা। কি ক'রে জানলেন?

ফকির। বন্দে আলি নিজমুখে আমার কাছে সমস্ত স্বীকার ক'রেছিল। তার বিশ্বাস হ'য়েছিল যে যেহেতু আমি মুসলমান, সেই হেতু শত্রু হ'লেও দেশের চেয়ে আমি আমার স্বজাতিকে বেশী ভালবাসি। গোপনে তোরাব খাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসার সময় সেও নিহত হ'য়েছে। তার মুখে আমি যে-কথা শুনেছি তা' এই প্রকাশ্য সভাস্থলে উচ্চারণ ক'রতেও আমার ভয় হয় মহারাজ!

সীতা। আপনি নির্ভয়ে বলুন।

ফকির। গঙ্গারাম আপনার কনিষ্ঠা মহিষীকে প্রার্থনা ক'রেছিল।

[সঙ্গে সঙ্গে দরবারস্থ সকলে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল— কি সর্ব্বনাশ!]

মৃণ্ময়। [তরবারি স্পর্শ করিয়া তীব্র দৃষ্টিতে গঙ্গারামের প্রতি চাহিল]

১ম দঃ। ওকে হত্যার আদেশ দিন মহারাজ!

২য় দঃ। ওকে এখনই বধ করুন!

৩য় দঃ। বিশ্বাসঘাতককে আমরা বধ ক'রবো।

সীতা। আপনারা শান্ত হ'ন!

গঙ্গা। [গর্জ্জিয়া বলিয়া উঠিল] মিথ্যা, মিথ্যা, জঘন্য মিথ্যা! আমি বুঝতে পার্ছি আমার বিরুদ্ধে এঁরা সকলে অতি হীন ষড়যন্ত্র ক'রেছেন। আমি মহারাজের কনিষ্ঠা মহিষীকে জীবনে কখনও দেখিনি। কি জন্য তাঁকে কামনা ক'রবো?

সীতা। নরাধম! তবে কুকুরের মত গভীর রাত্রে গোপনে আমার অন্তঃপুরে যেতে কি কারণে?

গঙ্গা। [সবিস্ময়ে] মহারাজ! আপনি কি ব'লছেন?

সীতা। সত্য কথাই ব'লছি। রাজবাড়ীর মুরলা তার সাক্ষী—মুরলা!

[একজন রক্ষী চলিয়া গেল—ক্ষণপরে মুরলাকে একজন পরিচারিকা অন্তঃপুর হইতে লইয়া আসিল]

মুরলা, গঙ্গারামকে তুমি অন্তঃপুরে নিয়ে যেতে?

মুরলা। হ্যাঁ মহারাজ! অনেকবার তিনি আমার সঙ্গে রাত্তিরে গেছেন—আমি ওঁকে আমার ভাই ব'লে চুপি চুপি নিয়ে যেতুম। কিন্তু আমার কোন দোষ নেই, আমি— [ক্রন্দন পরায়ণা হইয়া উঠিল]

সীতা। চুপ্ কর। [রক্ষীর প্রতি] এই স্ত্রীলোকটিকে আপাততঃ নজর-বন্দী ক'রে রাখ্। [মুরলা, পরিচারিকা ও রক্ষীর প্রস্থান] গঙ্গারাম! এর পরও আর কোন প্রমাণ চাও?

গঙ্গা। মহারাজ, এই স্ত্রীলোক ঘতি, কুচরিত্রা। আমি তাকে নগরে বহুবার কু-আচরণের জন্য শাস্তি দিয়েচি, সেই রাগে আজ সে সুযোগ পেয়ে প্রতিশোধ নিতে এসেচে।

[রক্ষীর পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন]

সীতা। বটে! কিন্তু স্বয়ং মহারাণী এসে যদি বলেন তাঁর কথা কি অবিশ্বাস ক'রবে?

গঙ্গা। না। তিনি যদি এই প্রকাশ্য রাজসভায় এসে আমার বিরুদ্ধে নিজ মুখে কিছু ব'লতে স্বীকার পান তাহলে আমি যে-কোন দণ্ড মাথায় পেতে নিতে প্রস্তুত মহারাজ!

সীতা। তোমার সেই অভিলাষই আমি পূর্ণ ক'রবো। কে আছিস্ মহারাণী! [রক্ষী অন্তঃপুরাভিমুখে চলিয়া গেল]

মৃণ্ময়। [সবিস্ময়ে] মহারাজ! রাণী আসবেন প্রকাশ্য দরবারে?

সকলে। তাইত! এ কি হ'ল? স্বয়ং মহারাণী আসবেন সাক্ষ্য দিতে?

[গুঞ্জনধ্বনি ও পরস্পরের সহিত পরস্পরের কথোপকথন সুরু হইল]

সীতা। এই বিচারের সঙ্গে দুর্ভাগ্যক্রমে যখন তাঁরও নাম জড়িত হ'য়ে প'ড়েছে তখন তাঁকেও আসতে হবে বৈকি!

[রক্ষীর প্রবেশ—তাহার পশ্চাতে জনৈক পারিচারিকা সমেত রমার প্রবেশ]

সকলে। [রমাকে দেখিয়া] মহারাণী! ওঃ!

[গঙ্গারাম একবার তাহার দিকে চাহিয়া মাথা নত করিল। সমস্ত সভা নিস্তব্ধ। সীতারামই সভার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্রথম কথা কহিলেন]

সীতা। রাণী! আজ তোমাকে…

[সীতারামের কণ্ঠ হইতে যেন স্বর আর বাহির হইল না]

চন্দ্র। [উঠিয়া] আপনি শান্ত হ'ন মহারাজ! আমি এ রাজ্যের মন্ত্রী!

আমি আপনার প্রতিনিধি স্বরূপ রাণীকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'র্চ্ছি। মহারাণী! আজ গঙ্গারামের বিচার, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হ'লেও গুরুতর কারণেই আজ অসূর্য্যম্পশ্যা রাজরাণীকে সাক্ষ্যদেবার জন্য এই প্রকাশ্য সভায় আনতে হ'য়েছে। আমি তোমার গুরু, রাজার আজ্ঞা নিয়ে তোমাকে জানাচ্ছি যা জিজ্ঞাসা ক'রবো আশা করি তুমি তার সত্য উত্তর দেবে?

রমা। [গ্রীবা উন্নত করিয়া] রাজার রাণীতে কখনও মিথ্যা কথা বলে না গুরুদেব! আমি যদি মিথ্যাবাদিণী হতাম তবে এ সিংহাসন এতদিন ভেঙেগুঁড়ো হ'য়ে যেত।

চন্দ্র। এ কথা কি সত্য যে গঙ্গারাম রাজ অন্তঃপুরে যেত?

রমা। হ্যাঁ, একথা সত্য! গঙ্গারাম রাজার ভৃত্য, আমাদেরও ভৃত্য। সেই হিসেবে রাজকার্য্যের জন্যই তাকে আমায় বাধ্য হ'য়ে ডেকে পাঠাতে হ'য়েছিল।

চন্দ্র। কিন্তু এমন কি রাজকার্য্য মা, যার জন্য সহর কোতোয়ালকে গভীর রাত্রে অন্তঃপুরে ডেকে পাঠাতে হ'য়েছিল?

রমা। আমার একমাত্র পুত্রকে রক্ষার জন্য আমি তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। পুত্র আমার প্রাণ—তার জন্য আমি চিরদিনই বড় ব্যাকুল। যখন শুনলুম ফৌজদার এ নগর আক্রমণ ক'রে আমাদের সকলকে ধ্বংস ক'রতে আসছে তখন আমি কারুর কাছ থেকে আশ্বাস না পেয়ে নগররক্ষককে ডেকে পাঠাই। ধর্ম্ম জানেন এই শিশুকে বাঁচানো ছাড়া আমার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। নিজের সন্তানকে রক্ষা করা যদি তার মায়ের পক্ষে অপরাধ হয় তাহ'লে আমি দণ্ড নিতে প্রস্তুত।

কয়েকজন। সাধু! সাধু! জয় মহারাণীর জয়! [সকলে কিন্তু জয় দিল না]

রামচাঁদ। আমাদের কিন্তু ঠিক একথা বিশ্বাস হয় না।

শ্যামচাঁদ। তিনি রাণী হ'য়ে যদি এই কাজ করেন তাহ'লে আমরা কি না ক'রবো।

সীতা। শোন রাণী, আমি বুঝতে পার্চ্ছি প্রজাবর্গ তোমার একথা ঠিক বিশ্বাস ক'রছে না।

[রমা আকুলভাবে চারিদিকে চাহিল]

রমা। [নিরুপায় ভাবে] বিশ্বাস ক'র্চ্ছে না, কেউ বিশ্বাস ক'র্চ্ছে না? তাহ'লে মৃত্যু ছাড়া ত' এ কলঙ্কিত জীবন রাখবার কোন অর্থ হয় না মহারাজ! আপনি আমার চিতা সাজাতে বলুন! আমি হাসতে হাসতে সে চিতায় প্রবেশ ক'রবো কিন্তু তার আগে শুধু আপনি আমায় একবার বলুন যে আপনার বিশ্বাস আমি হারাই নি!

সীতা! আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কি এসে যায়?

রমা। আর কারুর কিছু আসে যায় কিনা জানিনা—আমার যায়। আপনি আমার স্বামী, গুরু, ইহকালের পরকালের সর্ব্বস্ব। আপনার সামনে আমি ব'লছি, আমি অবিশ্বাসিনী নই। যদি অবিশ্বাসিনী হই তবে ইহজীবনে যা-কিছু পুণ্য ক'রেছি সব যেন ব্যর্থ হয়। সকলে আমাকে অভিশাপ দিন, আমি যদি অবিশ্বাসিনী হ'য়ে থাকি তাহ'লে যে সন্তান আমার প্রাণ, আমার চোখের সামনে যেন তার মৃত্যু হয়!

[রমা মূর্চ্ছিতপ্রায় হইতে চন্দ্রচূড় কাছে দ্রুত ছুটিয়া আসিলেন]

সকলে। জয় মহারাণীর জয়!

১ম দর্শক। মহারাণী, আপনাকে আমরা বিশ্বাস করি।

২য় দর্শক। আপনি অন্তঃপুরে যান!

চন্দ্র। চল মা অন্তঃপুরে চল! সকলে তোমার কথা বিশ্বাস ক'রেছে।

[চন্দ্রচূড়, দাসী ও রমার ধীরে ধীরে অন্তঃপুরের পথে প্রস্থান]

সীতা। গঙ্গারাম! তাহ'লে আর কিছু প্রমাণের আবশ্যকতা আছে?

গঙ্গা। সে প্রমাণের অপেক্ষা আপনি রাখবেন না আমি জানি, আপনি রাজা, দণ্ডমুণ্ডের সর্ব্বময় কর্ত্তা। আপনার স্ত্রী যা ব'লেছেন আপনি তা বিশ্বাস ক'রবেন এই স্বাভাবিক, কিন্তু আমি এখনও ব'লবো তিনি রাণী হ'লেও স্ত্রীলোক। এ রাজ্য তিনি গড়েন নি, গড়েছি আমরা—আপনারই রাজভৃত্যেরা। রাজরাণী বিপথ-গামিনী হ'লেও হ'তে পারেন, কিন্তু বিশ্বাসী রাজভৃত্যেরা কখনো বিপথে যায় না।

সীতা। তুমি কি ব'লতে চাও পাপিষ্ঠ যে রাণী বিপথগামিনী?

গঙ্গা। সে বিচারের ভার আপনার—আমি শুধু এইটুকু ব'লতে চাই যে স্ত্রীলোক অনেক সময় দোষক্ষালনের জন্য ভৃত্যের উপর দোষারোপ ক'রে থাকেন। মহারাণী রাত্রিতে কার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রেছেন তার স্থিরতা—

[সহসা রাজসভার প্রান্তে ত্রিশূল হস্তে রোষ কষায়িত লোচনে জয়ন্তীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সভয়ে বলিয়া উঠিল]

মহারাজ! রক্ষা কর, রক্ষা কর! [হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল]

জয়ন্তী। [দূর হইতে গম্ভীর স্বরে] এখনও সত্য কথা বল।

গঙ্গা। ব'লছি মহারাজ, আমি অপরাধী। মহারাণী আমার মাতৃস্বরূপা। তাঁর রূপে অন্ধ হ'য়ে তাঁকে লাভ করবার জন্যে আমি শত্রুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিলাম, আমাকে শাস্তি দিন।

সীতা। [সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া গঙ্গারামের কাছে দাঁড়াইলেন] কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতক! তোর শাস্তি মৃত্যু! রক্ষীগণ একে কারাগারে নিয়ে যাও!

[যন্ত্র সঙ্গীতে যেন একটি প্রবল আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিল ও তৎসঙ্গে দৃশ্যান্তর হইয়া গেল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

মহম্মদপুর পথ

[রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদের প্রবেশ]

রাম। দেখলে তো শ্যাম! বিচারের বহরটা দেখলে? দোষ ক'রলে ছোটরাণী আর সাজা পেলে গঙ্গারাম।

শ্যাম। কিন্তু ছোটরাণী তো মূর্চ্ছো গেলেন।

রাম। মূর্চ্ছো গেলেন?

শ্যাম। দেখলে না সোনার বরণ সাদা হ'য়ে গেল, হাত পা খিঁচে প'ড়লেন সখীর ঘাড়ে। আমি যদি পাশে থাকতুম দাদা, কিছু না ভেবে চিন্তে জয় মা কালী ব'লে জড়িয়ে ধ'রতাম।

রাম। এই মরেচে রে!

শ্যাম। না দাদা মরিনি। ম'রবো মরবো ভাবছিলাম কিন্তু ঐ গঙ্গারামের দশা দেখে প্রাণটা হাতে নিয়ে সামলে গেলুম।

রাম। গঙ্গারাম! গঙ্গারাম কি অপরাধ ক'রেছিল? ঝি পাঠিয়ে তাকে অন্দরে ডাকাই বা কেন, গোপনে ঢলাঢলিই বা কেন, আবার লোক জানাজানি হ'লে রাজ্যশুদ্ধ লোক ডেকে এ কেলেঙ্কারীই বা কেন?

শ্যাম। একথা কিন্তু ঠিকই ব'লেছ! কেলেঙ্কারী ব'লে কেলেঙ্কারী!

রাম। আর এটা বিচার হ'ল?

শ্যাম। দাঁড়াও দাদা ভেবে দেখি বিচার ঠিক হ'ল কি না?

রাম। থাম্ থাম্ তোকে আর ভাবতে হবে না। বিচার হ'ল কি না

তুই ভেবে দেখবি তাহ'লেই হ'য়েচে। হ্যাঁ—সেকথা ব'লতে পারে এই রাম বাঁড়ুয্যে।

শ্যাম। কি রকম? বিচারটা ঠিক হ'ত কিসে?

রাম। ব'লবো?

শ্যাম। বল তো দাদা।

রাম। আচ্ছা, মনে কর আমি রাজা।

শ্যাম। তুমি রাজা?

রাম। হ্যাঁ, আমি রাজা।

শ্যাম। তুমি যদি রাজা, তাহ'লে কৈ তোমার সিংহাসন—তিন তিনটে রাণী, তার একটা আবার সন্ন্যাসিনী? কিছুই তো দেখচি না।

রাম। মনে কর সবই আছে।

শ্যাম। মনরে, জেনে রাখ দাদার আমার সবই আছে। হ্যাঁ, এইবার বল দাদা।

রাম। আমি ব'লতুম, আরে দুশ্চরিত্রা রাণী—প্রজারঞ্জন আমার ধর্ম্ম। সে প্রজারঞ্জনের জন্য তোকে আমি ত্যাগ ক'রলাম। সেই হ'ত বিচার। সভাস্থ সকলে ধন্য ধন্য ক'রতো, আকাশে বাজতো দুন্দুভি আর দেবতারা ক'রতেন পুষ্পবৃষ্টি।

শ্যাম। এই হ'ত তোমার বিচার!

রাম। ওরে সেকালে শ্রীরামচন্দ্র এই বিচার ক'রেছিলেন ব'লেই এই জাতের পুরুষরা না ভেবে চিন্তে স্ত্রী ত্যাগ ক'রে ধর্ম্মকর্ম্ম বজায় রেখেচে।

শ্যাম। তোমার এই বিচারে আমি কিন্তু খুব খুসী হতুম।

রাম। তুমি খুসী হ'তে? তোমাকে খুসী করবার জন্যেই যেন বিচারের দরকার। হতভাগা কোথাকার!

শ্যাম। মের না দাদা, একবার ভাবতো—রাজ্যত্যাগ করবার পর অনাথা, আশ্রয়হীনা, রাণী একাকিনী বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ঘুরতে ঘুরতে প'ড়লেন রামচাঁদ আর শ্যামচাঁদ নামক দুই সৎ ব্রাহ্মণের সামনে। তখন……

রাম। তখন?

শ্যাম। হ্যাঁ দাদা তখন……

রাম। তখন আমি কি করতুম দ্যাখ, এই এমনি ক'রে সেই শ্যামা শালাকে সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে সোজা চ'লে যেতুম সেই রাণীর কাছে।

[রামচাঁদ হন্‌হন্ করিয়া চলিয়া গেল]

শ্যাম। ও দাদা, আমাকে একা ফেলে যেও না! ভায়াকে সামনে টোপ ফেল, তা না হ'লে সুবিধে হবে না।

[রামচাঁদের অনুসরণ করিল। বিপরীত দিক দিয়া সীতারাম ও জয়ন্তী কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করিলেন]

সীতা। আপনি দেবী! মানুষীর বেশে আমার রাজ্যে এসেছেন তা' আমি জানি। আমাকে ছলনা ক'রছেন কেন মা?

জয়। আপনি ভুল বুঝছেন মহারাজ! আমি দেবী নই—দেবীর সেবিকা মাত্র। আপনার রাজ্য, আপনার সম্ভ্রম রক্ষার জন্য এক মহাপুরুষ আমায় এখানে পাঠিয়ে দিয়েচেন—আপনার কাছে এখনও আমার কিছু ভিক্ষা আছে।

সীতা। [সাগ্রহে] কি ব'লুন মা! আপনাকে অদেয় ত' আমার কিছু নেই। আপনি আমাকে সে দিন অযাচিত ভাবে সাহায্য দিয়ে রাজ্য রক্ষা ক'রেছিলেন আজ আমার কুলমর্য্যাদা রক্ষা ক'রলেন। আপনি কি চান বলুন!

জয়। গঙ্গারামের মুক্তি।

সীতা। [সবিস্ময়ে] সে কি মা !

জয়। রাহুমুক্ত সূর্য্যের মত আজ আপনার গৌরব প্রকাশিত ; অধর্ম্ম নিঃশেষিত, এমন মহাক্ষণে আমার জন্য একজনের জীবন যায় কেন ?

সীতা। বেশ, আমি তাকে মুক্তি দেব, কিন্তু তার পূর্বে একটা কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিই, আপনি আমায় সেদিন ব'লেছিলেন যে আমি যে অমূল্য সামগ্রী খুঁজছি তা' আপনি আমায় উপহার দেবেন। গঙ্গারামের মৃত্যুর পরিবর্ত্তে আমি সেই সামগ্রী ভিক্ষা চাই !

জয়। আপনি তা' পাবেন। কিন্তু রাজপ্রাসাদে ত' পাবেন না মহারাজ !

সীতা। তবে, কোথায় পাব বলুন ?

জয়। কোন নির্জ্জন স্থানে।

সীতা। বেশ, লোকালয়ের বাইরে 'চিত্ত-বিশ্রাম' বলে আমার এক নির্জ্জন উদ্যান বাটী আছে, সেইখানে আমি আজ রাত্রে যাব।

জয়। না, কাল সন্ধ্যায় যাবেন রাজা—সেইখানে তাকে আমি পাঠিয়ে দেব।

সীতা। দেবি, আপনি শুধু আজ একজনের জীবন রক্ষা করলেন না, সঙ্গে সঙ্গে আর একজনেরও। এই নিন্, আমার নামাঙ্কিত অঙ্গুরী, কারারক্ষীদের দেখালে আপনি যা আদেশ ক'রবেন তা' পালন ক'রতে তারা দ্বিধা ক'রবে না। কেবল একটি

অনুরোধ, মুক্তির পর পাপিষ্ঠ যেন জন্মের মত এদেশ পরিত্যাগ করে।

জয়। আপনার আদেশ যাতে সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে তা আমি দেখবো—আপনার জয় হ'ক মহারাজ!

[জয়ন্তী চলিয়া যাইতেছিলেন সহসা পুনরায় সীতারামের ডাকে দাঁড়াইলেন]

সীতা। তাহ'লে দেবী, কাল সন্ধ্যায় সে নিশ্চয় আসবে?

জয়। হ্যাঁ মহারাজ, কাল সন্ধ্যায়—চিত্ত-বিশ্রামে।

[উভয়ের বিপরীত দিকে প্রস্থান। যন্ত্র-সঙ্গীত সহযোগে দৃশ্যান্তর]

তৃতীয় দৃশ্য

কারাগার।

[শৃঙ্খলিত গঙ্গারাম বিভ্রান্তের মত এক কোণে বসিয়া আছে। সহসা যেন সে ভয় পাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। অস্ফুট যন্ত্রসঙ্গীত হইতেছিল]

গঙ্গা। কে? কে? কে তোমরা? আমাকে নিতে এসেছ? কিন্তু ম'রতে এখন আমি চাই না, মরতে এখন আমি চাই না! জীবনের অনেক সাধ আমার এখনও বাকী র'য়ে গেল। আমাকে বাঁচতে দাও, আমাকে বাঁচতে দাও! দেবে না, দেবে না? [হতাশ ভাবে] রাজ্যের সবাই বেঁচে থাকবে ম'রবো শুধু আমি? [ক্ষুব্ধ ভাবে] কিন্তু আমার যে সর্ব্বনাশ ক'রলে, সে রাক্ষসী ত' এখনও বেঁচে আছে—সেই ত' আমায় দেশ ভুলিয়েছিল, কর্ত্তব্য ভুলিয়েছিল।—কেন সে এল আমার চোখের সামনে তার আগুনের মত জ্বালাময় রূপ নিয়ে? ওঃ, পাপিষ্ঠার ঐ রূপকে আমি নিজের হাতে পুড়িয়ে যেতে পারলুম না—এ আক্ষেপ আমার মৃত্যুতেও যাবে না! [হতাশ ভাবে আর একধারে গিয়া বসিল, পরে ব্যঙ্গের সুরে] রাজার রাণী! রাজার রাণীতে কখনও মিথ্যা বলে না—সতী সাধ্বী রমণী! তাই নিশীথ রাত্রির অন্ধকারে গোপনে এক অপরিচিত পুরুষকে বার বার নিজের শয়নকক্ষে ডেকে পাঠাতে? [ক্ষোভে] মিথ্যাবাদিনী! তাই আমার দাসী হ'তে চেয়েছিলে, না? কিন্তু আমি মূর্খ! তাই রমণীকে বিশ্বাস করেছিলুম। কৃতকার্য্যের উপযুক্ত শাস্তি!

[আক্ষেপে ছটফট্ করিতে করিতে পুনরায় আর একস্থানে গিয়া বসিল]

ওঃ! কেন আমি রাজপুরীর নির্জ্জন কক্ষে সেই আধো আলো ছায়ায় যে কোন রাত্রে তার প্রলুব্ধ অধরে আমার কামনার চিহ্ন অঙ্কিত ক'রে দিয়ে এলুম না? ত্রস্তা হরিণীর মত সে যখন শিকারীর জালে জড়িয়ে প'ড়েছিল কেন আমি তাকে মুক্তির সুযোগ দিলাম? আমারই ভুল, আমারই ভুল! [দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। পুনরায় ক্ষোভের সহিত] আমি যদি স্বীকার না ক'রতাম, আর যদিই বা ক'রলাম তখন কেন উচ্চকণ্ঠে সকলের সামনে প্রচার ক'রে এলাম না যে রাণীকে আমি অঙ্কশায়িনী ক'রেছিলাম সত্য, কিন্তু চিরদিনের মত পাবার কামনাই আমাকে বিশ্বাসঘাতক ক'রে তুলেছিল। এক ডাকিনী এসে যে আমায় কেমন অভিভূত ক'রে ফেললে…[সহসা কারাভ্যন্তরে রক্ষীর সহিত জয়ন্তীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ভয়ে] কে? কে?

জয়। চিনতে পাচ্ছ না?

গঙ্গা। ওঃ! তুমি আবার এসেছ? [অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া] জীবনের অস্তছায়ার পারে এসে আমি দাঁড়িয়েছি এখানেও কি তুমি আমাকে মুক্তি দেবে না?

জয়। তোমাকে মুক্তি দিতেই আমি এসেছি গঙ্গারাম।

গঙ্গা। মুক্তি দেবার তোমার কি অধিকার আছে?

জয়। আছে কি না ভাখ! রক্ষী, একে মুক্ত ক'রে দাও!

[রক্ষী কর্ত্তৃক শৃঙ্খল মোচন]

গঙ্গা। [বিস্মিত হইয়া] সত্যই কি তুমি আমাকে মুক্ত ক'রে দিলে? কিন্তু রাজা যে সৈন্য দিয়ে আবার আমায় ধ'রে আনবে।

ভদ্র। বুঝতে পার্চ্ছ না, তাঁর অনুমতি না পেলে আমি তোমাকে মুক্তি দিতে পারতুম না।

গঙ্গা। আমি তা'হলে সত্যই মুক্ত! মৃত্যু নয় মুক্তি!

ভদ্র। হ্যাঁ, আর কথার সময় নেই। রাত্রি শেষ হবার পূর্ব্বেই পালাও!

গঙ্গা। [অগ্রসর হইতে হইতে] যাচ্ছি, যাচ্ছি! [স্বগতঃ] রাজরাণী! এবার তোমায় ভিখারিণী ক'রে আমার সাথী ক'রবো!

[প্রস্থান—যন্ত্র সঙ্গীত সহযোগে—দৃশ্যান্তর]

চতুর্থ দৃশ্য

চিত্তবিশ্রাম কুঞ্জপথ

[সীতারাম অধীরভাবে পদচারণা করিতেছেন।]

সীতা। কই এখনও তো সে এল না? এত বিলম্ব হ'চ্ছে কেন? তবে কি গঙ্গারামের মুক্তি ক্রয়ের জন্ত আমার সঙ্গে সে ছলনা ক'রলে? না—ছলনাই যদি সে ক'রবে তা'হলে সে আমার মঙ্গলের জন্ত এত আয়োজন, এত শ্রম ক'রবে কেন? কি জানি তার সকলই রহস্তময়! [সহসা নেপথ্যের দিকে চাহিয়া] এই যে দেবী এসেছ! কই এখনও তো সে…[শ্রীর সন্ন্যাসিনীর বেশে প্রবেশ] একি, শ্রী! তোমার একি বেশ!

শ্রী। [শান্ত ভাবে] এই আমার সত্যকারের বেশ মহারাজ।

সীতা। সে কি? এ বেশ তো রাণীর নয়। এ বেশ যে সন্ন্যাসিনীর!

শ্রী। আমি যে সত্যই সন্ন্যাসিনী, সর্ব্ব কর্ম্মত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ ক'রেচি।

সীতা। সে অধিকার তো তোমার নেই। আমি তোমার স্বামী এখনও বর্ত্তমান। পতিসেবাই তোমার একমাত্র ধর্ম্ম।

শ্রী। যে সমস্ত কর্ম্মত্যাগ ক'রেছে তার পতিসেবা, দেবসেবা কোন কিছুই যে ধর্ম্ম নয় মহারাজ।

সীতা। স্বামীর সঙ্গে থাকলে স্ত্রী ধর্ম্মভ্রষ্ট হয় এ কুশিক্ষা তোমায় কে দিলে? স্বামীর সাহচর্য্যই তোমার একমাত্র ধর্ম্ম।

শ্রী। মহারাজ! সে ধর্ম্মপালনে আমি সত্যই অক্ষম। আমায় বিদায় দিন।

সীতা। আবার আমি তোমায় বিদায় দেব? অসম্ভব! যৌবনের প্রথম লগ্নে তোমায় আমি হারিয়েছিলাম আজ জীবনের গোধূলী ছায়ায় ফিরে পেয়ে আবার কি তোমায় হারাতে বল?

শ্রী। কিন্তু মহারাজ, আমি থাকলেও তো তুমি সুখী হবে না।

সীতা। হব! হব! নিশ্চয়ই হব। তোমাকে দেখলেই আমি সুখী হব। বল, বল তুমি আমায় ছেড়ে আর যাবে না।

শ্রী। কিন্তু রাজপুরীতে তো আমি থাকতে পারবো না।

সীতা। কোথায় থাকবে বল?

শ্রী। কোন নির্জন কুটিরে।

সীতা। বেশ, তা'হলে এই নিভৃত চিত্ত বিশ্রামেই তুমি থাক। তোমার আদেশ ভিন্ন একটা কীট পতঙ্গও এখানে প্রবেশ ক'রতে পারবে না। কিন্তু—

শ্রী। এতে আর চিন্তার কি আছে মহারাজ?

সীতা। আছে বৈকি শ্রী! লোকে যে উপহাস ক'রবে।

শ্রী। করুক না! তাতে ক্ষতি কি! সন্ন্যাসিনীর তাতে তো মান অপমান কিছু নেই। আমার সত্যকারের মান অপমান নির্ভর ক'রবে তোমার হাতে।

সীতা। আমার কছে কি তুমি অমর্য্যাদা পাবার আশা কর?

শ্রী। না, তা আমি করি না—তবু মানুষের মন বিভ্রান্ত হ'তে কতক্ষণ? আমি যে থাকতে চাই—তোমার স্পর্শ থেকে অনেক দূরে—

সীতা। গৈরিকের এই আবরণই কি তোমার আমার মধ্যে চিরদিন ব্যবধান রচনা ক'রে রাখবে?

শ্রী। ব্যবধান সেইদিনই দূর হবে মহারাজ, যেদিন সমস্ত কামনা শূন্য

হ'য়ে তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াবে। তা যদি না পার তাহ'লে জেনো মৃত্যুর পাথেয় আমার এই অঁাচলেই বাঁধা আছে।

সীতা। শ্রী, স্বেচ্ছায় তুমি বন্দিনী না হ'লে আমি তোমায় জোর ক'রে বন্দী ক'রতে যাবনা। আশা করি সে বিশ্বাস তোমার আছে?

শ্রী। তা না থাকলে তোমার কাছে আসতে সাহসী হতাম না।

সীতা। [সাগ্রহে] তা'হলে আমার কথা তুমি রাখবে?

শ্রী। রাখবো। তোমাকে ছেড়ে যাবার দিন দূর থেকে তোমার উদ্দেশে একদিন প্রণাম জানিয়ে ছিলুম আজ কাছে এসে আবার প্রণাম জানাচ্ছি।

সীতা। নিজের স্ত্রীকে যার স্পর্শের অধিকার নেই তাকে তার আশীর্ব্বাদের অধিকার আছে কিনা জানিনা। তবু আমি ব'লছি শ্রী আজ থেকে আর কখনও তোমাকে দৃষ্টির বাইরে রাখবো না। আজ থেকে তোমার ধ্যানই হবে আমার জীবনের সাধনা।

শ্রী। তোমার রাজ্য, তোমার কর্ত্তব্য?

সীতা। সব যদি তলিয়ে যায়, তাতেও ক্ষতি নেই। আমি দেখতে চাই আমার অনুরাগ দিয়ে এই পাষাণ প্রতিমায় প্রাণের সঞ্চার ক'রতে পারি কি না?

শ্রী। না, না মহারাজ! আর তুমি আমায় বিহ্বল ক'রো না। আমি সন্ন্যাসিনী—সংসার আমার স্থান নয়।

সীতা। স্পর্শের অধিকার তুমি কেড়ে নিয়েছ অদর্শনের অভিসম্পাত দিয়ে আবার তাকে তিক্ত ক'রে তুলোনা দেবী—

[শ্রী একবার বিহ্বল দৃষ্টিতে সীতারামের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। বিহ্বলভাবে সীতারাম তাঁহার অনুগমন করিলেন—যন্ত্রসঙ্গীত সহযোগে দৃশ্যান্তর]

পঞ্চম দৃশ্য

রমার কক্ষ

[রমা শয্যায় শায়িতা। যমুনা দাসী খলে ওষুধ মাড়িয়া তাহার কাছে আসিয়া ডাকিল]

যমুনা। ছোট রাণীমা, এইবার ওষুধটা খেয়ে নাও বাছা।

রমা। আর আমি ওষুধ খেতে পারি না যমুনা—ওসব রেখে দে! আমায় একটু উঠিয়ে বসিয়ে দে।

[যমুনা ধীরে ধীরে রমাকে বসাইয়া পাশে বালিশ প্রভৃতি দিয়া দিল]

যমুনা তুই এক কাজ ক'রতে পারিস্?

যমুনা। কি বল মা?

রমা। তুই আমায় ওষুধগুলো বেচে দিবি তারপর আমি যা করবার ক'রবো।

যমুনা। কিন্তু মা বড়রাণীমা যদি জানতে পারে?

রমা। তোর কোন ভয় নেই, কেউ টের পাবে না। যা ওষুধটা ফেলে দিয়ে আয়।

যমুনা। তা তুমি যখন খাবেই না ব'লে পিতিজ্ঞে ক'রেছ তখন ফেলেই আসি। আর সত্যি কথা মা। কি দুঃখেই বা খাবে? অমন রাজা সোয়ামী, কি থেকে কি হ'য়ে গেল? তোমার অমন অসুখ একবারটি দেখতে এলুনি! এক ডাইনিকে নিয়ে দিবেরাত্তির বাগান-বাড়ীতে ব'সে আছে গা!

রমা। [বিরক্ত ভাবে] যমুনা, তোকে ব'কৃতে হবে না। তুই যা!

যমুনা। এই যাই মা। [প্রস্থানোদ্যত হইতেই নেপথ্যের দিকে চাহিয়া ব্যস্তসমস্ত ভাবে কাপড়ের ভিতর ঔষধ লুকাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল] হেই দেখ বড় রাণীমা আবার ক'ব্রেজ মশাইকে নিয়ে এই দিক বাগেই

আসছে গো। আমি এখন কোথায় যাই। [নন্দা ও কবিরাজের প্রবেশ। যমুনার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া নন্দা তাহার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল]

নন্দা। যমুনা, তুই কি কচ্ছিস্ ?

যমুনা। এই মা জিনিষ পত্তরগুলো ধুয়ে নিয়ে আসি।

নন্দা। আচ্ছা যা। [কবিরাজের প্রতি] কবিরাজ মশাই এত ওষুধ বিষুধ খেয়েও তো কোন ফল হ'চ্ছে না দেখতে পার্চ্ছি।

কবি। তাইতো, আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না, মা !

নন্দা। [বিরক্তভাবে] আপনি কিছু বুঝতে পার্চ্ছেন না ? আশ্চর্য্য ! তাহ'লে বিদেশ থেকে ক'বরেজ আনতে হবে বলুন। আপনারা দেখছি কোন কাজের নন্ !

কবি। মা, আমরা ওষুধ দিতে পারি কিন্তু পরমায়ুতো দিতে পারি না ? তাছাড়া আমার মনে হয় ওষুধ ঠিকমত বোধ হয় প'ড়ছে না।

নন্দা। তার মানে ?

কবি। আমার মনে হয় কি জানেন, যে দাসী চাকরের ওপরে ওষুধ খাওয়ানোর ভার থাকে অনেক সময় হয়তো তারা অবহেলা করে, ওষুধ দিতে বিলম্ব করে। আপনি যদি অনুমতি করেন তাহ'লে আমি নিজে উপস্থিত থেকে ওষুধ খাওয়াতে পারি।

রমা। [উত্তেজিত স্বরে] না—না—আপনি কেন দেবেন, আপনি যান্। আপনি—যান্ !

কবি। বেশ বেশ তাই হবে, আপনি উত্তেজিত হবেন না।

[কবিরাজ প্রস্থানোদ্যত হইতেই চন্দ্রচূড় প্রবেশ করিয়া কবিরাজের সহিত কথা বলিলেন—নন্দা শয্যায় গিয়া রমার পার্শ্বে বসিল]

চন্দ্র। মায়ের অবস্থা এখন কেমন দেখছেন ক'বরেজ মশাই ?

কবি। আমি তো কোন আশাই দেখতে পাচ্ছি না।

চন্দ্র। [চিন্তিত ভাবে] তাইতো ! বড়ই দুর্ভাবনার কথা হ'ল। এর কি কোন উপায় নেই ?

কবি। উপায় [একটু ভাবিয়া] আচ্ছা, মহারাজকে এখানে একবার আনতে পারেন না ?

চন্দ্র। আমি বারবার সে চেষ্টা ক'রে ব্যর্থকাম হ'য়েছি ক'বরেজ মশাই। রাজ্য যেতে ব'সেছে তবু তার চৈতন্য নেই। চিত্ত-বিশ্রাম থেকে সে এক মুহূর্ত্তের জন্য বাইরে আসতে চায় না। তার যে এতখানি পরিবর্ত্তন হবে এ আমি কোনদিন কল্পনাও ক'রতে পারিনি।

রমা। দিদি !

নন্দা। কি বল ?

রমা। উনি কোথায় ?

নন্দা। উনি এখুনি আসবেন বোন।

রমা। আমায় ভোলাচ্চ ? আমি জানি, উনি আর আসবেন না। আমি যে তাঁকে নিজে হারিয়ে ফেলেচি, কিন্তু আমি কোন দোষ করিনি। [কণ্ঠস্বর কান্নায় ভারী হইয়া আসিল]

নন্দা। [সস্নেহে] কে ব'ললে তুই দোষ ক'রেছিস ? কেউ তো বলেনি তা। সীতার মত তুই অগ্নি পরীক্ষা দিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিস্ তুই কত বড়।

রমা। সত্যি ব'লচো ?

নন্দা। সত্যি না তো কি মিথ্যে ?

রমা। তুমি ব'ললে মনটা ভারি হাল্কা হ'য়ে গেল। তোমাকে কত হিংসে ক'রেছি দিদি, সে সব কিছু মনে রেখ'না ভাই। [নন্দার হাত ধ'রিয়া] সতীনকে যে হিংসে ক'রতে হয়। আর তোমায় জ্বালাতে আসবো না।

নন্দা। [কাঁদিয়া ফেলিল] পোড়ারমুখী, তুই আমায় এতখানি শাস্তি দিয়ে আজ চ'লে যাবি এ যে কখনও ভাবতেও পারিনি।

রমা। ওঃ, বুকটা যে আমার কেমন কচ্ছে। খোকা—খোকা···

[অস্থির হইয়া পড়িল]

নন্দা। তাকে একবার আনবো, দেখবি ? [নন্দা শয্যা ছাড়িয়া দাঁড়াইল]

রমা। [বাধা দিয়া] না, না, তাকে এন না, তাকে দেখলে আবার আমার বাঁচতে ইচ্ছা ক'রবে। যার জিনিষ তাকে দিও, কিন্তু একবারটি ওঁকে [ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল]

নন্দা। গুরুদেব, আপনি কি একবার······

চন্দ্র। যাচ্ছি মা যাচ্ছি, আর একবার শেষ চেষ্টা ক'রবো !

[প্রস্থান]

রমা। যদি উনি না আসেন তাহ'লে একটু ওঁর পায়ের ধুলো···একটু পায়ের ধুলো। ওঃ ! [শয্যায় লুটাইয়া পড়িল]

নন্দা। [কাছে গিয়া] ছোট বৌ, ছোট বৌ ! ছিঃ কি ক'রছিস্ ? [গায়ে হাত দিয়া] একি গা হাত-পা এত ঠাণ্ডা কেন ? কবিরাজ মশাই, দেখুনতো ! [কবিরাজ তাড়াতাড়ি নাড়ী পরীক্ষা করিলেন]

কবি। [ধীরে ধীরে শয্যার কাছ হইতে সরিয়া আসিয়া বিমর্ষভাবে বলিলেন] মা আমার শান্তি পেয়েছেন।

নন্দা। এঁ্যা, ছোট বৌ নেই, ছোট্ বৌ নেই? [রমার বুকের উপর পড়িয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল]

[অস্ফুট যন্ত্র-সঙ্গীতে কক্ষ ভরিয়া উঠিল, ধীরে ধীরে সীতারাম প্রবেশ করিলেন।

সীতা। আমায় ডাকছিলে কেন?

নন্দা। আমি নই! [ধীরে ধীরে শয্যাপার্শ্ব হইতে উঠিয়া সরিয়া দাঁড়াইল]

সীতা। তবে কে?

নন্দা। [উদাসভাবে সম্মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল] যে ডেকেছিল সে ডেকে ডেকে ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে প'ড়েছে, আর কোনদিনই ডাকবে না। গোলাপ ফুলের মতই ফুটে উঠেছিল সে রাজার বাগানে, আজও তার পূর্ণ সৌন্দর্য্য নিয়েই সে ঝ'রে প'ড়ে গেল।

[সীতারাম ছুটিয়া রমার শয্যার কাছে গিয়া বসিলেন। রমাকে বিগতপ্রাণা দেখিয়া শির নত করিলেন। সহসা নন্দা দৃপ্তা সিংহীর মত গর্জ্জাইয়া বলিয়া উঠিল]

এর জন্য দায়ী তুমি! মহারাজ! তুমিই রমার মৃত্যুর কারণ!

সীতা। [উদাসভাবে] হয়তো তাই! তোমার কথাই হয়তো সত্য। কে জানে জীবনের পরপারে গিয়ে সে আমাকে ক্ষমা ক'রবে কিনা! [ধীরে ধীরে নন্দার কাছে উঠিয়া আসিলেন]

তুমি বিশ্বাস কর নন্দা আমি রমাকে ভালবাসতাম, কিন্তু অদৃষ্টের ক্রুর পরিহাসে আমি নিজেকেই আজ হারিয়ে ফেলেছি। আমি যাচ্ছি...আমি যাচ্ছি!

[প্রস্থানোদ্যত হইতেই চন্দ্রচূড় প্রবেশ করিলেন]

চন্দ্র। কোথায় যাও, মহারাজ?

সীতা। রাজপুরীর বাইরে গুরুদেব! এখানকার বাতাস আমার কাছে ভারী হ'য়ে উঠেছে। আমি পাচ্ছিনা—এখানে থাকতে আমি পাচ্ছিনা। 'একজনকে আজ হারালাম আর একজনকে অবহেলা করে দূরে ফেলে রেখে দিয়েচি...আবার 'কোন্ ভুলে হয়তো তাকেও হারাবো। আমি যাই, আমি যাই!

[চলিয়া গেলেন]

চন্দ্র। [বিস্মিতভাবে তবু পিছন হইতে অস্ফুটস্বরে ডাকিয়া উঠিলেন] সীতারাম!

নন্দা। থাক্ গুরুদেব! পিছু ডেকে আর কোন লাভ নেই! ওকে এখন যেতেই দিন্! [চন্দ্রচূড় শির নত করিলেন]

[ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িল]

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চিত্ত বিশ্রাম কুঞ্জপথ

[সীতারাম দরবার পোষাক পরিধান করিয়া অধীর আগ্রহে—শ্রীকে ডাকিতে ডাকিতে প্রবেশ করিলেন]

সীতা। শ্রী—শ্রী।

[শ্রীর হাসিতে হাসিতে প্রবেশ]

শ্রী। আশ্চর্য্য! দরবারে যাবে ব'লে প্রস্তুত হ'য়ে আবার ফিরে এলে—কি হ'ল?

সীতা। পারলাম না।

শ্রী। আচ্ছা, একটি বারও কি তুমি আমায় চোখের আড়াল ক'রতে পারনা?

সীতা। না, একবার যে আড়াল করে ঠ'কেছিলাম।

শ্রী। আচ্ছা, সর্ব্বদাই—তো তুমি চিত্ত বিশ্রামে থাক, তাইলে রাজ্য করে কে?

সীতা। রাজ্য কোথায়? রাজ্য তো তুমি। রাজ পুরীতে থাকতে আমি পারিনা—কেন তা' তুমি জান? তোমার কাছে যে সুখ তার চেয়ে কি রাজ্যে সুখ আছে শ্রী?

শ্রী। তুমি একি ব'লছো আমার ভয় কচ্ছে।

সীতা। কেন?

শ্রী। মনে হ'চ্ছে আমার জন্তে একজনকে হারিয়েচ আবার আমার জন্তে হয়তো রাজ্য যাবে।

সীতা। যায় যাক্! আমি রাজ্য ছাড়তে পারি সে অতি তুচ্ছ, কিন্তু তোমায় আমি ইহজীবনে ছাড়তে পারিনা। [সহসা নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি] কে?

[জনৈক রক্ষীর প্রবেশ ও অভিবাদন]

রক্ষী। মহারাজ! ফকির সাহেব আপনার জন্তে বাইরে অপেক্ষা ক'রছেন। ব'লছেন রাজকার্য্য সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ কথা ব'লতে এসেচেন।

সীতা। ব'লেদে এখন সাক্ষাতের সময় হবেনা। এখানে এসে অকারণে তিনি যেন না আমায় বিরক্ত করেন। [রক্ষীর প্রস্থান] রাজকার্য্য, রাজকার্য্য! নিজেদের যদি কোন যোগ্যতা থাকে।

শ্রী। তাই যদি মনে কর নিজেই সব দেখনা কেন?

সীতা। নিজেই যদি সব দেখবো তাহ'লে মন্ত্রী, সেনাপতি রক্ষী কাউকে রাখবার প্রয়োজনীয়তা কি? রাজকার্য্য ছাড়া কি রাজার বিশ্রামের সুযোগও মিলবেনা?

শ্রী। সত্যই যদি সে সময় না পাও তাহ'লে রাজকার্য্য কোন যোগ্য ব্যক্তির হাতে দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে আমার সঙ্গে চলনা কেন মহারাজ?

সীতা। তোমার সঙ্গে?

শ্রী। হ্যাঁ।

সীতা। বেশ ভেবে দেখি। [চিন্তান্বিত হইলেন, পুনরায় ঘণ্টাধ্বনি। সীতারাম বিরক্ত হইয়া উঠিলেন] আঃ আবার কে এল?

[রক্ষীর পুনঃ প্রবেশ ও অভিবাদন]

রক্ষী। মহারাজ ক্ষমা করবেন। চন্দ্রচুড় ঠাকুর বাইরে অপেক্ষা ক'রচেন।

সীতা। ব'লেদে এখন আমার সময় হবেনা। আর আমি এখন যেতেও পারবনা। এখানে আমি বিশ্রাম ক'রতে এসেছি রাজকার্য্য ক'রতে আসিনি।

শ্রী। মহারাজ নিশ্চয় কোন গুরুতর কার্য্যের জন্য তিনি তোমায় ডাকছেন।

সীতা। এখন কোন গুরুতর কার্য্য থাকতে পারেনা।

শ্রী। তবু একবার দেখা দিলে কোন ক্ষতি ছিল কি? আমার জন্য কি সত্যই তুমি ঘর সংসার সব ভুলবে?

সীতা। ভুলেতো আছিই—কিন্তু মাঝে মাঝে দুগ্রহের মত ওরা এসে যে আমার সে ভুল ভেঙ্গে দিয়ে যায়। স্বপ্নের আবেশে যখন মন ভরে ওঠে এমনি সময় ওদের অতর্কিত ডাক আমার স্বপ্নকে রূঢ় আঘাতে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলে। কিন্তু ওর যাক! শুধু তুমি—তুমি এস শ্রী, তুমি আমার বুকে এস। তোমাকে নিয়ে আমি আর এক জীবনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেই।

[আলিঙ্গনোদ্যত]

শ্রী। [সহসা যেন ভয় পাইয়া পিছাইয়া গেল] মহারাজ। আমায় স্পর্শ ক'রোনা, আমায় স্পর্শ ক'রো না তাহ'লে আমার এই প্রাণহীন দেহ—

সীতা। [আত্মসংবরণ করিয়া] না না আমি আমার প্রতিজ্ঞা ভুলিনি, প্রতিজ্ঞা ভুলিনি! শুধু...[সহসা জয়ন্তীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া]

ও; আপনি...আমি রাজপুরীতে যাচ্ছি, আমি রাজপুরীতে যাচ্ছি। [সীতারাম দ্রুত প্রস্থান করিলেন]

শ্রী। [জয়ন্তীর কাছে গিয়া] জয়ন্তী তুমি এইখানেই আছ ?

জয়। ছিলাম না, এসেছি। মহাপুরুষ ব'লেছেন যে তোমার এ রাজ্য এখন ত্যাগ করাই মঙ্গল। তুমিও কি তা বুঝতে পাচ্ছ না ?

শ্রী। পাচ্ছি।

জয়। তাহ'লে এখুনি এখান থেকে চ'লে যাও!

শ্রী। কোথায় যাব ?

জয়! আপাততঃ তুমি রাজপুরোহিতের বাড়ী যাও! তিনি তোমায় আশ্রয় দেবেন আমি সমস্ত বন্দোবস্ত করে এসেচি।

শ্রী। কেমন ক'রে এখান থেকে যাব ?

জয়। এই নাও,—আমার ত্রিশূল আর আমার অঙ্গুরী। এই দেখিয়ে তুমি অবিলম্বে এস্থান ত্যাগ কর। [ত্রিশূল ও অঙ্গুরী প্রদান]

শ্রী। তুমি কেমন ক'রে যাবে ? রাজা জানতে পারলে তো তোমার জীবন বিপন্ন হবে বোন্!

জয়। আমার জন্তে ভেবনা—জেনো আমি সন্ন্যাসিনী!

[শ্রীর প্রস্থান ও যন্ত্র-সঙ্গীত সহযোগে দৃশ্যান্তর]

দ্বিতীয় দৃশ্য

সীতারামের রাজপ্রাসাদের কক্ষ

[সীতারাম অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে দণ্ডায়মান। তাঁহার দুই পার্শ্বে চন্দ্রচূড় ও ফকির সাহেব]

সীতা। আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে যাচ্ছি যে সামান্ত কয়েকদিন বিশ্রামের জন্ত আমি ছিলাম না, আর তারই ভেতরে রাজ্যের সমস্ত শৃঙ্খলা নষ্ট হ'য়ে গেছে।

চন্দ্র। সেটা তো স্বাভাবিক মহারাজ। রাজ্য কেন, নিজের সংসারের দিকে চেয়ে দেখ, সেদিকেও দৃষ্টি না থাকাতে কী নিদারুণ ক্ষতিই না হ'য়ে গেল।

সীতা। আপনিও কি সেজন্ত আমাকে দায়ী ক'রতে চান?

চন্দ্র। দায়ী করবার স্পর্দ্ধা আমার নেই—তবে আমি তোমার গুরু ও এ রাজ্যের মন্ত্রী, সেই কারণেই ব'লতে পারি যে যা কিছু রক্ষণীয় তুমি যদি তা' রক্ষা না কর, তাহ'লে তার ধ্বংস অনিবার্য্য।

সীতা। হুঁ! এতদিন একথা বলেন নি কেন?

চন্দ্র। বলার সুযোগ পেলাম কোথায়? মাসের পর মাস অপেক্ষা করেচি, তুমি রাজপুরীতে ফিরে আসনি। যদিও বা ক্ষণেকের জন্ত এসেচ তাও তোমার অবসরের অভাবে ব'লতে পারিনি।

সীতা। আমি এইটেই বুঝতে পাচ্ছি না যে আপনারা তাহ'লে করেন কি? আপনি, ফকির সাহেব, মৃণ্ময়?

ফকির। রাজার কর্ত্তব্য যদি রাজার কর্ম্মচারীদের দিয়েই সম্ভব হ'ত,

তাহ'লে তো কোন চিন্তাই ছিল না—মহারাজ! সকলে আপনার আদেশ চায়!

সীতা। বেশ, সেই আদেশই তারা আজ পাবে।

[উত্তেজিত ভাবে পদচারণা করিতে লাগিলেন]

[চন্দ্রচূড়ের প্রতি] মুর্শিদাবাদে এক বৎসরের খাজনা বাকী এর কারণ কি?

চন্দ্র। প্রথম কারণ ব্যয় বৃদ্ধি, দ্বিতীয় কারণ, রাজস্বের সঠিক হিসাব কেউ রাখে না।

সীতা। বটে! কে আছিস্?— [রক্ষীর প্রবেশ]

খাজাঞ্চী! [রক্ষীর অভিবাদন করিয়া প্রস্থান]

আমি আজ বুঝতে পাচ্ছি এ সংসারে কাউকে বিশ্বাস ক'রতে নেই, কাউকে নয়! আমি আজ আদেশ দেব, রাজার আদেশ!

[জীবনভাণ্ডারী প্রবেশ করিয়া নমস্কারপূর্ব্বক দাঁড়াইল]

এই যে জীবন। তোমাকে আমি উচ্চপদ দিয়েছিলাম বিশ্বাস ক'রে। সে বিশ্বাসকে আশা করি অক্ষুণ্ণ রেখেছ?

জীবন। [করযোড়ে] আজ্ঞে মহারাজ! একেবারে নিক্তির ওজনে।

সীতা। রাজকোষে কত অর্থ আছে?

জীবন [মাথা চুলকাইয়া] আজ্ঞে, কোনমতে এ মাসটা রাজবাড়ীর খরচ চালিয়ে দেব।

সীতা। হুঁ! তোমার অধীনে কতজন কর্ম্মচারী আছে?

জীবন। আজ্ঞে, একশো আশি জন।

সীতা। কে আছিস? [দুইজন রক্ষী প্রবেশ করিল] এই জীবন ভাণ্ডারী

আর এর অধীনে যত কর্ম্মচারী আছে এদের প্রত্যেককে কাল প্রভাতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। যা, নিয়ে যা!

[রক্ষীরা জীবনকে ধরিতে সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল]

জীবন। মহারাজ, আমি কিচ্ছু করিনি, আমি কিচ্ছু করিনি আমায় রক্ষা করুন!

সীতা। [মাটিতে পদাঘাত করিয়া] যাও!

[রক্ষীরা জীবনকে টানিয়া লইয়া গেল]

চন্দ্র। মহারাজ! এদের মধ্যে যে বহু ব্রাহ্মণ আছে।

সীতা। [ব্যঙ্গ করিয়া চন্দ্রচূড়কে কহিলেন] আপনার স্বজাতি ব'লে ব্যথা লাগছে না কি? কিন্তু জেনে রাখবেন তারা আপনার স্বজাতি হ'লেও গৌরবের পাত্র নয় – লজ্জার! তারা চোর! [ক্রুদ্ধভাবে] আমি আজ কাউকে ক্ষমা ক'রবো না—বহুজনের ভাগ্যে আজ কারাবাসের আদেশ ঘটবে।

ফকির। কিন্তু মহারাজ কারাগার রক্ষার সৈন্য কই? অর্দ্ধেক সৈন্য যে বেতন না পেয়ে চ'লে গিয়েছে।

সীতা। [সবিস্ময়ে] চ'লে গিয়েছে?

ফকির। হ্যাঁ, এতদিন মৃণ্ময় তাদের কোন রকমে বুঝিয়ে রেখেছিলেন—সে পরগণা পরিদর্শনে বেরিয়ে যেতে তারা অধিকাংশই এখন চ'লে গেছে।

সীতা। আর আপনারা দূরে দাঁড়িয়ে কৌতুক উপভোগ ক'রছেন? এরই জন্য আপনাদের আমি আমন্ত্রণ জানিয়ে রাজ্যের পুরোভাগে স্থাপন ক'রেছিলুম? চমৎকার আপনাদের কর্ত্তব্য বুদ্ধি! এর চেয়ে বেতনভুক্ কর্ম্মচারী রাখলে তারা এ বিষয়ে অবহিত

হ'ত। আপনাদের মত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদের নিয়ে আমায় বিব্রত হ'তে হত না?

ফকির। আমাকে তাহ'লে বিদায় দিন মহারাজ!

চন্দ্র। আমাকেও!

সীতা। বেশ! তাতে আমার আপত্তি নেই!

[ফকির সাহেব ও চন্দ্রচূড়ের প্রস্থান]

আমি সকলকে অতিরিক্ত মর্য্যাদা দিয়েছিলুম তার এই পরিণাম! জগতে কারুর অভাবে কিছু অচল হয় না, এঁদের আমি তাই দেখাবো।

[নেপথ্যে কোলাহল]

কিসের গোলমাল? রক্ষী! [রক্ষীর প্রবেশ] গোলমাল কিসের?

রক্ষী। কয়েকজন রক্ষী একজন সন্ন্যাসিনীকে ধ'রে আনছে, তারই সঙ্গে জনতার কোলাহলঃমহারাজ!

সীতা। সন্ন্যাসিনীর প্রতি বুঝি অত্যাচার ক'রতে চায়? প্রজাদের বড় আনন্দ, না! সকলকে এখানে নিয়ে আয়!

[রক্ষীর প্রস্থান]

আকাশ স্পর্শী স্পর্দ্ধা আজ রাজ্যের অধিবাসীদের এমনি চঞ্চল ক'রে তুলেছে যে তারা আজ কাউকে মানতে প্রস্তুত নয় দেখছি। আজ আমি সব কিছুর অবসান ক'রবো। [রক্ষীগণ, জয়ন্তী ও জনতার প্রবেশ। সীতারাম জয়ন্তীকে দেখিয়া বিস্মিতভাবে কহিলেন] আপনি!

প্রথম রক্ষী। মহারাজ চিত্ত বিশ্রামে এই সন্ন্যাসিনী আপনার নামাঙ্কিত অঙ্গুরী দেখিয়ে প্রবেশ ক'রে সেখানকার দেবীকে গোপনে মুক্ত ক'রে দিয়েচে।

সীতা। [উত্তেজিত ভাবে] সে কি, শ্রী নেই ? তোদের আমি সকলকে হত্যা করবো ! [রক্ষীর কণ্ঠ টানিয়া ধরিলেন]

জয়ন্তী। ওদের কোন অপরাধ নেই, আমিই কৌশলে তাকে পালাতে সাহায্য করেচি।

সীতা। [জয়ন্তীর কাছে আসিল] ডাকিনী, আমাকে নিয়ে তুমি খেলা ক'রছে ? আজ বুঝতে পার্চ্ছি' তোমরাই কুশিক্ষায় শ্রী আমার আপন হ'য়েও আপন হ'লনা। কি তোমার উদ্দেশ্য ?

জয়ন্তী। উদ্দেশ্য তোমার মঙ্গল—রাজ্যের মঙ্গল !

সীতা। সেই মঙ্গলাচরণের বোধন উৎসব, আমি তোমাকে দিয়েই আরম্ভ করবো। [১ম রক্ষীকে ডাকিয়া] এই, এই ডাকিনীকে সকলের সম্মুখে বিবস্ত্রা ক'রে পঞ্চাশ ঘা বেত লাগা !

১মরক্ষী। মহারাজ ! [জনতা শিহরিয়া উঠিল ও সকলে করজোড়ে বলিয়া উঠিল]

সকলে। মহারাজ উনি স্ত্রীলোক ওঁকে মার্জ্জনা করুন !

সীতা। না, না এ অপরাধের মার্জ্জনা নেই ! নির্লজ্জার আবার লজ্জা কিসের ? রক্ষী !

[রক্ষী ভয়ে ভয়ে জয়ন্তীর দিকে অগ্রসর হইতে, জয়ন্তী হাঁটু গাড়িয়া কাতর ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিল]

জয়ন্তী। নারায়ণ ! জনার্দ্দন, আমি সন্ন্যাসিনী হ'লেও এখনও যে আমার নারীত্বের অভিমান যায়নি প্রভু ! রক্ষা কর, রক্ষা কর !

[রক্ষী বেত তুলিল। সহসা অন্তঃপুর হইতে নন্দা ছুটিয়া আসিয়া জয়ন্তীকে ধরিয়া বলিয়া উঠিল]

নন্দা। সাবধান !

জনতা। [সোৎসাহে] জয় মহারাণীর জয় !

সীতা। এ কি রাণী! তুমি এখানে কেন? অন্তঃপুরে যাও, এখানে তোমার স্থান নয়।

নন্দা। মহারাজ, এখানে আমার স্থান নয় আমি জানি, কিন্তু তুমি আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছ সেইটে আজ শুধু একবার ভেবে দেখ। তোমার জন্যে আজ রাণীকেও অন্তঃপুর থেকে বাইরে ছুটে আসতে হয়। [জনতার দিকে চাহিয়া] তোমাদের বোধ হয় আর এখানে প্রয়োজন নেই, সকলে যেতে পার। [জনতা চলিয়া গেলে জয়ন্তীর হাত ধরিয়া বলিল] এস মা! তুমি কে তা জানিনা, আমি তোমায় নিরাপদে পাঠিয়ে দেব এস। শুধু যাবার বেলায় একটি ভিক্ষা দিয়ে যাও মা, যেন ওঁর সমস্ত অপরাধ আমার চোখের জলে ধুয়ে যায়! [জয়ন্তীকে লইয়া নন্দা অন্তঃপুরে চলিয়া গেল]

সীতা। [অস্থির ভাবে পদচারণা করিতে করিতে] ওঃ! শান্তি নেই, শান্তি নেই! বাধা চারিদিকে বাধা! আমার জীবন নিয়ে সকলে খেলা ক'রে চলেছে, আমি কেন সবার জীবন নিয়ে খেলা ক'রবো না। আমি এর প্রতিশোধ নেব।

[নেপথ্যে কোলাহল উঠিল। জনৈক রাজপুত রক্ষীর দ্রুত প্রবেশ]

রাঃ-রক্ষী। মহারাজ! সর্ব্বনাশ উপস্থিত হ'য়েছে। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ মহম্মদপুর আক্রমণ ক'রেছেন। তীরবেগে তাঁর সৈন্যরা এই দিকে ছুটে আসচে।

সীতা। দুর্গের সমস্ত ফৌজকে ডাক্।

রাজ-রক্ষী। আমরা অল্প কয়েকজন রাজপুত রক্ষীছাড়া দুর্গে আর কেউ নেই।

সীতা। কেউ নেই—কেউ নেই? কিন্তু সীতারাম রায়তো এখনও

মরেনি। মরণের সঙ্গে আমার আজ শেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা! [স্বহস্তে রক্ষীর তরবারি টানিয়া লইয়া সীতারাম বলিয়া উঠিলেন] দেখি-নবাবের ফৌজ কত শক্তি ধরে?

[দ্রুত প্রস্থান। রাজপুত রক্ষী তাহার অনুসরণ করিল। যন্ত্র-সঙ্গীত সহযোগে দৃশ্যান্তর, বাহিরে তাহার সহিত কোলাহলও মিশ্রিত]

তৃতীয় দৃশ্য

পথ

[রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ প্রকাণ্ড দুই পুঁটলী লইয়া ছুটিতে ছুটিতে প্রবেশ করিল। উভয়েই হাঁপাইতেছিল। তাহারা প্রবেশ করিতে কোলাহল ধীরে ধীরে কমিয়া গেল]

রাম। আর দেখবে কি? শেষ পর্য্যন্ত এই রাম বাঁড়ুয্যের কথাটা ফ'ললো কি না দেখ! নবাবী ফৌজ তো এসে প'ড়লো ব'লে। হুঁ হুঁ বাবা। বারেবারে যাদু তুমি খেয়ে যাও ধান, এইবার!

শ্যাম। শেষ পর্য্যন্ত যে এই হবে তা' আমিও জানতুম।

রাম। হ্যাঁ, তুমি তো সবই জানতে। তাই তিনমাস আগে গোদের ওপর বিষ ফোড়া আবার একটা বিয়ে ক'রতে যাচ্ছিলে?

শ্যাম। আহা, তুমি বুঝছোনা দাদা, ব্রাহ্মণের মেয়ে নেহাৎ কন্যাদায় ব'লে ধ'রেছিল তাছাড়া দেখতে শুনতেও মন্দ ছিলনা তাই—

রাম। তাতো জানি, কিন্তু মাসকতক পরে স্ত্রীর বদলে তাকেই হয়তো যেতে হ'ত রাজার কুঞ্জে। সেটা ভেবেছিলে?

শ্যাম। না তা ভাবিনি।

রাম। কিন্তু দেখ, আমি কতদিন আগে থেকে সব ভেবে রেখেচি। ওরে বাপু, ঐ জন্যে তো বিয়ে করি করি ক'রেও করলুম না।

শ্যাম। তোমার কথা ছেড়ে দাও দাদা, ওঃ, কি ক'রে যে সেই বুড়ী বামনিকে নিয়ে তুমি—

রাম। [বাধা দিয়া] আহা! কাজ তো চ'লে গেল! অথচ মনে

কর স্ব-শ্রেণী। অধর্ম্ম হ'ল না—সেই তো রাঁধা বাড়া থেকে সবই চালালে ?

শ্যাম। তা যাকগে ওসব। আপাততঃ কোন দিকে ?

রমা। চাল চিড়ে বেঁধে নিয়েছি যেদিকে সবাই পালাচ্ছে ঠিক তার উল্টো দিকে হাঁটতে সুরু কর। একটা ভাল আস্তানা মিলবেই।

শ্যাম। কিন্তু ভাবছি, আবার কোথায় গিয়ে পড়বো !

রমা। ওহে ভাবাভাবি ছাড়, আমি ব'লছি এবার যেখানে যাব সেখানে আর যাই হ'ক ডাকিনীর উৎপাত থাকবে না এটা ঠিক !

শ্যাম। তা' যা ব'লেছ—এক ডাকিনী না যোগিনী জুটেই রাজাকে খেলে।

রমা। দাঁড়াও ! এখন হ'য়েছে কি ? এখনও হাড় খাবে, মাস খাবে, চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাবে। তবে তো ?

শ্যাম। [সহসা নেপথ্যের দিকে চাহিয়া ভীতভাবে] দাদা !

রাম। কি রে ?

শ্যাম। আসছে !

রাম। কে ?

শ্যাম। এক ......

রাম। ডাকিনী ?

শ্যাম। হ্যাঁ !

রাম। উল্টো দিকে উল্টো দিকে !

[রামচাঁদে হাতে চটি লইয়া ছুটীল, তাহার পিছনে পিছনে শ্যামচাঁদ ও ছুটিয়া পালাইল—বিপরীত দিক হইতে শ্রী ও জয়ন্তীর প্রবেশ]

শ্রী। এখনও এখান থেকে যেতে চাইছো না কেন বোন ? আবার কি

বিপদ ডেকে আনবে? আমার জন্যে তো তাঁর সব যেতে ব'সেছে। কেন তাঁর সঙ্গে দেখা করলুম বোন?

জয়ন্তী। দেখা ক'রে ঠিকই ক'রেছিলে, কিন্তু আজ বুঝেছি তাঁর সঙ্গে ঘর কর্লে'ই ভাল করতে। আমারই ভুল, স্বামীর কাছে থাকলে কি অধর্ম্ম হয়?

শ্রী। তোমার মুখে এ কি কথা জয়ন্তী?

জয়ন্তী। এই কথাই সত্য-! নিজেকে দিয়ে তোমার বিচার ক'রতে গিয়ে ভূল ক'রেচি। তাই আমাদের জ্ঞানের অহঙ্কার মহাপুরুষ চূর্ণ করেছেন।

শ্রী। তাইলে আমি কি ক'রবো?

জয়ন্তী। চল! তাঁর চরণে আবার তোমাকে রেখে আসি [অগ্রসর হইয়া] এ রাজ্যের রক্ষা নেই জানি। তবু তোমায় দেখে যদি তিনি বল পান। আবার যদি নারায়ণ সব রক্ষা করেন।

শ্রী। তাই চল, তিনি যদি স্থান দেন তবেই ভাল, না হ'লে আবার বনচারিণী হব।

[উভয়ের প্রস্থান। যন্ত্র সঙ্গীত সহযোগে দৃশ্যান্তর]

চতুর্থ দৃশ্য

দুর্গচত্বর

[সীতারাম দুর্গদ্বারে যোদ্ধৃবেশ পরিয়া দণ্ডায়মান। সূর্য্যের লাল আভা তাঁহার মুখের উপর পড়িয়াছে। রাজপুত দ্রুত প্রবেশ করিয়া বলিল]

রাজ-রক্ষী। মহারাজ! এখনও পাঁচজন রক্ষী আছে। তারা দুর্গের বাইরে কামান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একবার শেষ চেষ্টা ক'রতে চায়।

সীতা। নবাবের ফৌজ কত?

রাজ-রক্ষী। বিশ হাজারের বেশী।

সীতা। তারা কতদূরে?

রাজ-রক্ষী। নলদী পরগণায়।

সীসা। [ক্লান্ত ভাবে] তোরা আর আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছিস কেন রাজপুত —ফিরে যা!

রাজ-রক্ষী। এ কি আদেশ কর'ছেন মহারাজ—আপনাকে একাকী রেখে আমরা কোথায় যাব?

সীতা। [ম্লান হাসিয়া] কোথায় যাবি? ঘরে যা, ঘরে যা। [দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া] আমায় ছেড়ে সবাই চ'লে গেছে। চন্দ্রচূড় ঠাকুর চলে গেছেন, ফকির সাহেব গেছেন, অভিমানিনী রমা চ'লে গেছে—আর যার জন্যে সব গেল সেও নেই! তোরা আমার পাশে আর কেন থাকবি দাঁড়িয়ে? মৃত্যু যেখানে অনিবার্য্য সেখানে তোদের আমি দাঁড়িয়ে থাকতে বলি কোন সাহসে?

রাজ-রক্ষী। মহারাজ! আমরা রাজপুত—বাঙ্গালী নই!

সীতা। তা আমি জানি। কিন্তু তোরা কি বাংলা দেশ থেকে বাঙালীর এই পরিচয়ই নিয়ে যাবি যে তারা অমানুষ? ওরে তা নয়, আমার মত অপদার্থ সবাই নয়। এখানে এখনও মৃণ্ময় আছে, চন্দ্রচূড় আছেন, ফকির সাহেব আছেন যাদের বুকে নিয়ে সারাদেশ ধন্য হ'য়েছে আর তাঁরা আছেন ব'লেই এখনও বাঙালীর নাম মুছে যায় নি।

রাঃ-রক্ষী। মহারাজ! অপরাধ নয় ভাই ভুল। আমরা সবাই ভুলের খেয়ায় পাড়ি দিয়ে চ'লেছি। তোদের প্রীতি আমরা ভুলবোনা— তোরা ফিরে যা।

রাঃ-রক্ষী। [কর যোড়ে] ও আদেশ আমাদের ক'রবেন না মহারাজ। বাংলার নিমক খেয়ে তার দুঃখের দিনে আমরা তাকে ছেড়ে যেতে পারবো না।

সীতা। বেশ! তাহ'লে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওগে ভাই!

[রাজ-রক্ষীর প্রস্থান]

[দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া] কি আশ্চর্য্য! আজ আমি শুধু রাজ্য হারাতে বসিনি, এমন মহাপ্রাণদের নিজের হাতে বলি দিতে চ'লেছি। [নন্দার প্রবেশ]

নন্দা। মহারাজ!

সীতা। এ কি নন্দা? তুমি এখানে কেন?

নন্দা। [কাতর ভাবে] তোমার পাশে ছাড়া আমার কোথায় স্থান বল?

সীতা। কিন্তু আমি যে মৃত্যুপথ যাত্রী।

নন্দা। আমিও তোমার সহযাত্রিনী হব।

[সহসা সীতারামকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিল]

ওগো, তুমি ছাড়া যে আমাদের আর কেউ নেই !

সীতা। [অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে গম্ভীর ভাবে] তোমার দুর্ভাগ্য, রমার দুর্ভাগ্য যে আমাকে স্বামীরূপে পেয়েছিলে। জীবনে একদিনও তোমাদের সুখী ক'রতে পারলুম না।

[নন্দা স্থিরভাবে সীতারামের মুখের দিকে চাহিয়া গ্রীবা উন্নত করিয়া কহিল]

নন্দা। কে বলে সুখী হইনি ? ঈশ্বরের কাছে এখনও প্রার্থনা করি যে জন্মে জন্মে যেন তোমাকেই স্বামীরূপে পাই !

সীতা। বেশ, তাহ'লে প্রস্তুত হ'য়ে এস ! রাজপরিবারের সকলকে গুপ্তদ্বার দিয়ে যে-কোন জায়গায় পাঠিয়ে দাও !

[নন্দা ফিরিয়া গেল। সীতারাম পুনরায় দুর্গদ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেই শ্রী ও জয়ন্তী প্রবেশ করিল]

কে ?—ও তোমরা এসেছ ? এখনও কি মনস্কামনা সিদ্ধ হয়নি ? অদৃষ্টের লেখা ত' অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছে তার শেষ মুহূর্ত্তটি কি দেখতে এলে ? [জয়ন্তী দূরে মাথা নত করিয়া দাঁড়াইল]

শ্রী। [কাছে আসিয়া] মহারাজ ! আমাকে ক্ষমা কর ! আমাকে তোমার সাথী কর।

সীতা। আমার সাথী হবে নন্দা—তুমি ত' সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী, তোমার ত এ ধর্ম্ম নয়।

শ্রী। আমি অপরাধিনী আমায় ক্ষমা কর।

[চন্দ্রচূড়ের প্রবেশ]

চন্দ্র। না মা তুমি অপরাধিনী নও তুমি শক্তি-রূপিনী। আত্ম-বিস্মৃত রাজাকে তুমি শক্তির সন্ধান দাও মা !

[সীতারাম গুরুদেবকে সহসা দেখিয়া বিস্মিত নেত্রে তাঁহার দিকে এতক্ষণ চাহিয়াছিলেন, বলিলেন]

সীতা। গুরুদেব!

চন্দ্র। অভিমান ক'রে দেশত্যাগী হ'য়েছিলাম বৎস, কিন্তু এই দুর্দ্দিনে আমার মাতৃভূমিকে ভুলে দূরে থাকতে পারলাম না। তাই প্রাণ বলি দেবার জন্য আবার ফিরে এলাম।

সীতা। এম্নি ক'রে সবাইকেই আজ আসতে হবে গুরুদেব! আজ গুরু-শিষ্য, স্বামী-স্ত্রী, রাজা-প্রজা একসঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মৃত্যুর সাধনা ক'রবো। আমাদের চিতার আগুনে আজ আকাশ লাল হ'য়ে যাবে।

[কোলাহল ও কামানের প্রচণ্ড শব্দ হইতে লাগিল]

শ্রী। ঐ শত্রুর জয়নাদ! ঐ কামানের বজ্রধ্বনি! নদী পার হ'য়ে তারা নগরে প্রবেশ ক'রচে।

চন্দ্র। তবে আর কালক্ষেপ কর কেন মা? আর একবার চণ্ডিকারূপে অঞ্চল ঘুরিয়ে সন্তানদের আহ্বান ক'রে বল মার্, মার্, শত্রুমার্! [জয়ন্তীর প্রতি] তুমিও মা নগর লক্ষ্মী! আর একবার ভৈরবী-রূপে দেখা দিয়ে দুর্ব্বল সন্তানদের ভয় হরণ কর মা!

শ্রী ও জঃ। [যোড় করে স্তব করিতে লাগিল]

জয় শিব শঙ্কর! ত্রিপুর নিধনকর!
রণে ভয়ঙ্কর! জয় জয় হে
চক্র গদাধর, কৃষ্ণ পীতাম্বর!
জয় জয় হরিহর,—
জয় জয় হে!

সীঃ ও চঃ। জয় শিব-শঙ্কর !

দুর্গ চূড়ে সহসা গঙ্গারামকে দেখা গেল। সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল

জয় শিব শঙ্কর !

চন্দ্র। গঙ্গারাম !

গঙ্গা। হাঁ, চন্দ্রচূড় ঠাকুর, নির্ব্বাসিত গঙ্গারাম নিজ কর্ত্তব্য পালন করবার জন্য আজ নিশ্চিন্তে ফিরে এসেচে।

সীতা। এস গঙ্গারাম ! মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য একসঙ্গে যারা যাত্রা করেছিলাম, তারা একসঙ্গেই আজ আত্মবিসর্জ্জন করি।

[গঙ্গারাম ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতে লাগিল এমন সময় আহত হইয়া মৃন্ময় প্রবেশ করিল]

মৃন্ময়। মহারাজ ! মহারাজ ! পারলুম না। দেশকে রক্ষা ক'রতে পারলুম না, জীবনপাত ক'রলাম তবুও পারলুমনা মহারাজ ! আপনি যদি—

[মৃন্ময় টলিতে টলিতে পড়িয়া গেল, সীতারাম তাহাকে ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন]

সীতা। আমিও পারবনা মৃন্ময়, কিন্তু আমিও তোমারই মত জীবনপাত ক'রবো !

গঙ্গা। [সহসা তাহার কালো আংরাখার ভিতর হইতে তরবারি বাহির করিয়া সীতরামকে আঘাত করিবার অভিপ্রায়ে বলিয়া উঠিল]

তাই কর মহারাজ !

[শ্রী পিছন হইতে লাফাইয়া পড়িয়া গঙ্গারামের হাত ধরিল]

শ্রী। দাদা ! দাদা, সর্ব্বনাশ ক'রোনা! দাদা

[গঙ্গারাম শ্রীর হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল]

গঙ্গা। সরে যা, সরে যা শ্রী, আমাদের লাঞ্ছনার প্রতিশোধ !

সীতা। [মুহূর্ত্তমধ্যে মৃণ্ময়ের তরবারি লইয়া গঙ্গারামকে আক্রমণ ক
প্রতিশোধ? এই নাও বিশ্বাসঘাতক! [বুকে তরব
দিলেন। গঙ্গারাম মাটিতে পড়িয়া গেল]

শ্রী। কি ক'রলেন মহারাজ! [কাঁদিতে লাগিল]

সীতা। অন্যায় ক'রলাম—না?

শ্রী। আমি তা বলিনি মহারাজ! আমি আমার প্রিয় ভায়ের প্রাণহন্ত্রী হ'লাম! বিধিলিপি আপনার আঘাতেই পরিপূর্ণ হ'ল!

গঙ্গা। [আহত হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে করিতে বলিল] এখনো পরিপূর্ণ হয়নি! দুর্গে আমি ফৌজদারের সৈন্য স্থাপন ক'রেচি—

[গঙ্গারামের শেষ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া গেল]

সীতা। [সচকিত ভাবে] দুর্গে শত্রু সৈন্য! গুরুদেব আপনি এদের রক্ষা করুন! [ছুটিতে ছুটিতে দুর্গদ্বার দিয়া প্রস্থান করিলেন]

শ্রী। [আকুলভাবে] আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল জয়ন্তী! আমার নিঃশ্বাসে বিষ আছে। আমি এখানে থাকলে কেউ বাঁচবে না। সর্ব্বস্ব পুড়ে যাবে!

চন্দ্র। অধীর হ'য়োনা মা!

শ্রী। মহারাজ একা শত্রুব্যূহে প্রবেশ ক'রেচেন গুরুদেব, তাঁকে রক্ষা করবার কেউ নেই!

চন্দ্র। আমি আছি তোমরা আত্মরক্ষা কর। আমি সীতারামকে ফিরিয়ে আনছি! [প্রস্থানোদ্যত হইতেই দুর্গ প্রাকারে সীতারামকে দেখা গেল। তাঁহার দেহ রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে

জয়। ঐ মহারাজ! ফিরে আসচেন!

[সীতারাম টলিতে টলিতে কাছে আসিলেন]

সীতা। ফিরেই আসতে হ'ল দেবি। শ্রী কি চ'লে গেছে গুরুদেব ?

[চন্দ্রচূড় সীতারামকে জড়াইয়া ধরিলেন]

শ্রী। [কাঁদিতে কাঁদিতে] কোথায় যাবো মহারাজ ? তোমার পায়ের তলা ছাড়া আর কোথাও তো আমার স্থান নেই !

সীতা। পায়ের তলায় নয় শ্রী আমার হৃদয় মন্দিরে। গুরুদেব, আপনি ব'লেছিলেন শ্রী এলেই শক্তি ফিরে আসবে। শ্রীকে আমি পেলাম, কিন্তু শক্তি ? গুরুদেব কোথায় সেই শক্তি যা দিয়ে দেশের শত্রুকে আমি জয় কর্'তে পারতাম ?

[নেপথ্যে রাজঃ রক্ষীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

রাঃ-রঃ। মহারাজ, মহারাজ ! সব শেষ !

[রাজপুত রক্ষী প্রবেশ করিয়া দেখিল, সীতারাম রক্তাক্ত কলেবরে চন্দ্রচূড়কে ভর দিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছেন, শ্রী তাঁহার পায়ের কাছে কাঁদিতেছে, এক পার্শ্বে জয়ন্তী দাঁড়াইয়া—তাঁহারও গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। দূরে এক বৈরাগী অতি করুণ সুরে গান ধরিয়াছে—যায় ডুবে যায় সোনার রবি···]

একি আপনি এমন ভাবে !

সীতা। আমারও সব শেষ ভাই !

রাঃ-রঃ। মহারাজ, চলুন, ওরা এখানে আসার পূর্ব্বে আপনাকে এখনও আমি কোন রকমে হয়তো বাইরে নিয়ে যেতে পারবো।

[পিছনে হাঁটু গাড়িয়া বসিল]

সীতা। [ক্লান্ত ভাবে] আমাকে বাঁচাবার আর ব্যর্থ চেষ্টা ক'রছো কেন তোমরা ? মায়ের বুকে আমায় একটু শান্তিতে মরতে দাও ! ওগো, দেশলক্ষ্মী, আমার শেষ প্রণাম গ্রহণ কর। ওগো

আমার ভাবী বাংলার ভায়েরা, যে-দেশকে আমি জীবনের মহাভুলে পরাধীনতার গ্লানি দিয়ে ভরিয়ে রেখে গেলাম, তোমরা হৃদয়ের রক্ত দিয়ে আবার তাকে একদিন গৌরব দীপ্ত ক'রে তুলো !

[চন্দ্রচূড়ের বুকে ঢলিয়া পড়িলেন দূরে বৈরাগীর কণ্ঠস্বর আরও স্পষ্ট শোনা গেল]

গীত

যায় ডুবে যায় সোনার রবি
ওরে যাবার পথে কারে ডাকে।
ওপারের বনানীর ছায়
তার বিদায়ের সুর ভ'রে রাখে।

যবনিকা পাতের পরও এই গানের সুর ভাসিয়া আসিতে লাগিল

শেষ

পরিশিষ্ট

সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সময় সংক্ষেপার্থ ও প্রযোজনার সৌকর্য্যার্থ কয়েকটি দৃশ্য পরিবর্জ্জিত ও কয়েকটি দৃশ্য সংযোজিত হ'য়ে থাকে। যদি কেউ সেইভাবে নাটক প্রযোজনা ক'রতে চান তা'হলে তাঁদের সুবিধার জন্য পরিশিষ্টে মূলতঃ সেই পরিবর্ত্তনটুকু প্রকাশ করা হ'ল

ক

প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্যে রামচাঁদ শ্যামচাঁদের প্রস্থানের পর শ্রী, সীতারাম, চন্দ্রচূড় ও গঙ্গারামের কথোপকথন অংশটুকু পরিবর্জ্জিত হ'য়ে থাকে। অবশ্য এ অংশটুকু সৌখিন সম্প্রদায়ের পক্ষে রাখলে ভালই হবে।

খ

তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে তোরাব খাঁ ও মির্জ্জা মহম্মদের কথোপকথনের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত দৃশ্যটি অভিনীত হ'য়ে থাকে।—দ্বিতীয় দৃশ্যটিও অভিনয়ের সময় পরিত্যাগ করা হয়।

[সীতারাম রায়ের প্রাসাদ কক্ষ—চন্দ্রচূড় ও নন্দা]

চন্দ্র। সীতারাম দিল্লী পৌঁছে যে সংবাদ পাঠিয়েচেন তা সবদিক দিয়েই শুভ। শারীরিক কুশল সংবাদ দিয়ে তিনি জানিয়েচেন বাদশাহ্ তাঁকে প্রীতির চোখেই দেখেচেন, মহারাজ খেতাব দিয়ে তিনি তাঁকে সম্মানিত ক'রেচেন।

নন্দা। লক্ষ্মীনারায়ণের কৃপা গুরুদেব—আপনার আর ফকির সাহেবের আশীর্ব্বাদ।

চন্দ্র। ফকির সাহেবের কথা আর বোলোনা মা—কিসে সীতারামের মঙ্গল হবে, মহারাজ সীতারাম রায়ের এই রাজ্য কিসে সম্পদে বাংলার শ্রেষ্ঠতম রাজ্যে পরিণত হবে, সেই চিন্তা ছাড়া অন্ত কোন চিন্তা তাঁর নেই।

নন্দা। অথচ মুসলমান ব'লে একদিন তাঁকে আমরা সন্দেহের চোখে দেখেছিলুম।

চন্দ্র। তখন যে আমরা অন্ধ ছিলাম মা। বাংলার সকল মুসলমানই যদি ফকির সাহেবের মত হ'ত—আর হিন্দুরাও যদি মনুষ্যত্ব ফিরে পেত, তাহ'লে বাংলাকে কোনদিনই দিল্লীর প্রত্যাশী হ'য়ে থাকতে হ'ত না।

নন্দা। শুনলাম নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ নাকি আমাদের অভ্যুদয় প্রীতির চোখে দেখছেন না। তিনি তোরাব খাঁকে আদেশ দিয়েচেন মহম্মদপুর আক্রমণ ক'রতে।

চন্দ্র। তোরাব খাঁকে অভ্যর্থনার জন্যে আমরাও প্রস্তুত হ'য়ে রয়েচি। কালান্তক যম সম মেনাহাতী মৃন্ময় ঘাঁটী আগ্‌লে ব'সে রয়েচে, গঙ্গারাম যেন স্বয়ং শূলপাণি, মহম্মদপুরের দ্বারী, ফকির সাহেব দিবারাত্র রাজ্য পরিভ্রমণ ক'রে অমঙ্গলের কারণ দূর কর'চেন। কুশলী শিল্পীর তত্ত্বাবধানে অসংখ্য কামান বন্দুক গোলা বারুদ তৈরী হ'চ্চে, দুর্গপ্রাকার, পরিখা, গড় শস্ত্রপাণি সৈনিকে পরিপূর্ণ। তোরাব খাঁ এলে সম্ভ্রমে শঙ্কায় শির নত করে ফিরে যাবে। স্বয়ং সীতারামও মহম্মদপুরের এই নবরূপ দেখে বিস্ময়ে চেয়ে থাকবেন।

নন্দা। আপনার শিষ্য কি অযোগ্য লোকের ওপর রাজ্যভার দিয়ে নিশ্চিন্তে দিল্লী যাত্রা ক'রতে পারতেন গুরুদেব ?

চন্দ্র। যোগ্যতার স্পর্দ্ধা করিনা মা। আমি শুধু জানি এদেশ সীতারামের রাজ্য কিন্তু আমার মাতৃভূমি। রাজা তার রাজত্ব একবার হারালে আবার নূতন রাজ্য গ'ড়তে পারেন কিন্তু সন্তান মাকে একবার হারালে সর্ব্বহারা হয়—তার চেয়ে দুর্ভাগা আর কেউ থাকে না।

নন্দা। সে দুর্ভাগ্য থেকে লক্ষ্মীনারায়ণ আমাদের রক্ষা করবেন।

চন্দ্র। নিশ্চয় ক'রবেন মা। এখন তাহ'লে আমি আসি। প্রতিদিন এসে তোমাকে রাজ্যের মঙ্গল সংবাদ দিয়ে যাব।

নন্দা। রাজ্যের মঙ্গল সংবাদে আমার কি প্রয়োজন গুরুদেব ?

চন্দ্র। তবুও তুমি রাজমহিষী, মহারাণী। মহারাজা সীতারাম রায়ের অনুপস্থিতিতে এ রাজ্যের অধিশ্বরী তুমি। আমরা রাজভৃত্য, তোমারই সেবক। তোমাকে সকল সংবাদ দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য।

নন্দা। কিন্তু ভুলবেন না আমি আপনার কন্যা।

[নন্দা পদধূলি লইল]

চন্দ্র। চিরায়ুষ্মতী হও মা !

[আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান]

নন্দা। দিল্লী কতদূর জানিনা। কবে তিনি ফিরে আসবেন ?

[শ্যামা, বামা, উমা, প্রভৃতি পরিচারিকাগণের দ্রুত প্রবেশ]

শ্যামা। ওগো রাণীমা গো, একি শুনি গো !

বামা। আমাদের বাঁচাও রাণীমা !

উমা। এলে জাতও মারবে ধর্ম্মও রাখবে না।

শ্যামা। বাঁচাও রাণীমা, আমাদের বাঁচাও।

নন্দা। আ মর, কি হ'ল তাই বলনা আগে!

বামা। ফৌজদার নাকি এইদিকে আসচে?

নন্দা। তাতে তোদের কি লা?

বামা। ফৌজদারের সঙ্গে হাঙ্গামা ক'রে কেউ কোনকালে টিকতে পারেনি—তোমাদের রাজ্য তো যাবেই, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যাব।

নন্দা। আমাদের রাজ্য যাবে কোন দুঃখে, তোমরাই জাহান্নমে যাও।

উমা। তা আমাদের দোষ কি? আমরা যা শুনি তাই তো বলি।

নন্দা। ফের ব'ল্লে কামার ডেকে জিভ্ কাটিয়ে ফেলবো।

শ্যামা। তাহ'লে সবার আগে ছোটরাণীর জিব্ কাটতে হবে।

বামা। তিনি আর মুরলা রাতদিনই তো ঐ নিয়ে ফিস্ ফিস্ গিজ্ গিজ্ ক'রচেন।

উমা। আর তিনিই তো আমাদের পাঠালেন তোমার কাছে।

নন্দা। যা ব'লতে পাঠালেন তা তো বলা হ'য়েচে, এখন যাও, তাঁরই কাছে ফিরে যাও!

শ্যামা! তুমি মিছে আমাদের ওপর রাগ ক'রচো রাণীমা, আমরা কিছু ভয় পাইনি—ছোটরাণীই কেঁদে আকুল।

বামা। ঐ মুরলা মাগীই যত নষ্টের গোড়া।

শ্যামা। আমরা তোমার পাশে পাশেই থাকবো। যুদ্ধ ক'রতে বল যুদ্ধ ক'রবো।

বামা। কিন্তু রাণীমা ঐ মুরলা বড় বৃদ্ধি পেয়েচে, তার মাথা মুড়োতেই হবে।

নন্দা। যাও বাছারা, তোমাদের কাজে যাও! রাজত্ব নিয়ে আর তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না—তার জন্যে ঠাকুরমশাই আছেন, ফকির সাহেব আছেন, মেনাহাতী আছে, গঙ্গারাম আছে।

শ্যামা। ও মা তাও বুঝি শোননি ?

নন্দা। কি ?

শ্যামা। গঙ্গারাম কোতোয়ালের কথা শোননি মা ?

নন্দা। কোন্ কথা ?

শ্যামা। তিনি যে মুরলার পরামর্শ ছাড়া কাজ করেন না।

নন্দা। সে কি ?

শ্যামা। গরীবের মুখ দিয়ে কথা বেরোলো চেপে গেলুম তুমি মিলিয়ে নিয়ো! [প্রস্থান]

নন্দা। শ্যামা, ওকথা ব'ললে কেন ?

উমা। ওর কথায় তুমি কান দিয়োনা—ও ঐ রকমই !

[প্রস্থান]

বামা। তবে কথাটা ব'লেই যাই—ঐ শ্যামা আর উমাকে সঙ্গে সঙ্গে সেই মুরলা মাগীকেও যদি না ঝেঁটিয়ে বিদেয় ক'রতে পার, এই রাজবাড়ীতে শান্তি থাকবে না। বামার কথা মিলিয়ে নিও !

[হন্‌হন্ করিয়া চলিয়া গেল]

নন্দা। না, মহারাজ ফিরে এলে বাঁচি। নইলে ফৌজদারের আগে এরাই আমাকে এই প্রাসাদ থেকে তাড়াবে। মুরলা, মুরলা। [রমার প্রবেশ]

রমা। মুরলাকে ডাকচো দিদি !

নন্দা। হ্যাঁ, কোথায় সে ?

রমা। আমি তাকে একটু কাজে পাঠিয়েচি।

নন্দা। তা বেশ ক'রেচিস্, কিন্তু এ-সব কি শুনচি ? তুই নাকি অন্তঃপুরে মেয়েদের বলিচিস্ ফৌজদার এসে সবাইকে মেরে ফেলবে তাই তার হাতে রাজ্য তুলে দেওয়াই ভাল ?

রমা। বলিচিই তো। কিন্তু আমার কথা কেউ শোনে না দিদি। দিনরাত আমি তাই ভয়ে ভয়ে থাকি আর রোজ ঠাকুরের কাছে কাঁদি আর বলি ঠাকুর, ঠাকুর · ইত্যাদি···

[তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্যে মুরলা ও গঙ্গারামের প্রবেশ পর্য্যন্ত পুস্তকে প্রকাশিত অংশটুকু বলা হয়। গঙ্গারাম ও মুরলা, গঙ্গারাম ও রমার কথোপকথনের মধ্যে নিম্নলিখিত অংশটুকু যুক্ত হয়]

৬৪ পৃ :—

গঙ্গা। কোন্ রাণী আমাকে ডেকেচেন ?

মুরলা। রমারাণী।

গঙ্গা। রমারাণী !

মুরলা। ছোটরাণী।

গঙ্গা। শুনিচি তিনি অপরূপ সুন্দরী।

গঙ্গা। মিলিয়ে দেখে নেবেন, যতটুকু শুনেচেন তার চেয়ে কত বেশী সুন্দরী। আর একটা কথা জানেন কোতোয়াল মশাই ?

গঙ্গা। কি ?

মুরলা। তিনিও শুনেচেন আপনি খুব সুপুরুষ।

গঙ্গা। কে শুনেচেন ?

মুরলা। রমারাণী ! আপনি ব'সে ব'সে তাঁর ধ্যান করুন, আমি তাঁকে নিয়ে আসি।

গঙ্গা। কাকে ?

মুরলা। যার জন্তে এত কষ্ট ক'রে এখানে এলেন তাঁকে।

গঙ্গা। আমার সামে ?

মুরলা। পেটে খিদে মুখে লাজ আমাদেরই মানায়, আপনাদের নয়। বস্থন, আমি আসচি।

[প্রস্থান]

[মুরলা ও রমার প্রবেশ ও তাহার পরবর্ত্তী অংশটুকুর পরিবর্দ্ধন নিম্নে দেওয়া হইল। "তা হ'লে কি কোন উপায় নেই ?" ৬৬ পৃঃ হইতে]

গঙ্গা। আপনি এত ভয় পাচ্চেন কেন বলুন তো ?

রমা। ভয় নয়।

গঙ্গা। তবে ?

রমা। ভাবনা।

গঙ্গা। কিসের ?

রমা। আমার খোকার জীবন রক্ষার ভাবনা। আপনি দয়া করুন। আমার খোকা যাতে বেঁচে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করুন !

গঙ্গা। মহারণী, শান্ত হ'ন

রমা। ছেলের জন্ত দুশ্চিন্তা নিয়ে কেমন ক'রে আমি শান্ত হব ?

গঙ্গা। যদি আপনার পরামর্শ মতো কাজ না ক'রে অন্ত উপায়ে আপনাকে, আপনার ছেলেকে নিরাপদ রাখতে পারি, আপনি আমার কথামত কাজ ক'রতে সম্মত হবেন ?

রমা। বলুন কি ক'রতে হবে?

গঙ্গা। যদি আপনাদের স্থানান্তরে নিয়ে যেতে চাই। যেতে পারবেন?

রমা। এক বাপের বাড়ী ছাড়া আর কোথাও তো আমার যাবার স্থান নেই।

গঙ্গা। স্থান যদি আমিই ঠিক ক'রে দিই!

রমা। আপনার সঙ্গে যেতে হবে?

গঙ্গা। আর কাউকে জানতে দেবনা কোথায় আপনাকে স্থানান্তরিত ক'রেচি।

রমা। ফৌজদার আমার ছেলেকে তাহ'লে খুঁজে পাবে না?

গঙ্গা। কেউ আর আপনার সন্ধান পাবে না।

রমা। কিন্তু বড়রাণী আর ঠাকুর মশাই যে যেতে দেবেন না।

গঙ্গা। তাঁরা কি আপনার ছেলেকে রক্ষা করতে পারবেন?

রমা। না তাঁদের ওপর আমার ভরসা নেই।

গঙ্গা। তবে?

রমা। পারবো। আমার খোকাকে বাঁচাতে আমি সব ক'রতে পারি —স্বামীকে না জানিয়েও আপনার সঙ্গে যেতে পারি, আপনার দাসী হ'য়ে থাকতে পারি।

গঙ্গা। ও-কথা ব'লবেন না মহারাণী!

রমা। কবে নিয়ে যাবেন?

গঙ্গা। আয়োজনের কিছু সময় লাগবে।

রমা। যদি তারই মাঝে—

গঙ্গা। তার মাঝেই যদি বিপদের আশঙ্কা দেখি আমি তাহ'লে নিজে এসে আপনাদের নিয়ে যাব।

রমা। আমি কেমন ক'রে জানবো আপনি কখন আসবেন ?

গঙ্গা। মুরলাকে দিয়ে খবর দোব।

রমা। মুরলাকে তো তাহ'লে রোজই আপনার কাছে পাঠাতে হবে।

গঙ্গা। তাই পাঠাবেন—কিন্তু গোপনে। বোঝেন তো কেউ যদি জানতে পারে—

রমা। জানি—আমায় যেতে দেবে না।

গঙ্গা। তাহ'লে আপনার খোকার—

রমা। না, না সে অমঙ্গলের কথা মুখে আনবেন না। কেউ কিছু জানতে পারবে না।

গঙ্গা। আমি তাহ'লে এখন আসতে পারি ?

রমা। আসুন! হ্যাঁ, আমি মুরলাকে পাঠিয়ে দিচ্চি। সে সঙ্গে না থাকলে আপনি তো যেতে পারবেন না।

[রমার প্রস্থান]

গঙ্গা। অপরূপ! অদ্ভুত! আশার অতীত!—আমি আপনার দাসী হ'য়েও থাকতে পারবো···দাসী···না না।

[পরবর্ত্তী অংশটুকু প্রকাশিত দৃশ্যানুযায়ী]

(গ)

[তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্যের, বৈরাগীর গানটি তোরাব খাঁর সহিত গঙ্গারামের আলাপ আলোচনার পর, দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গীত হয় অর্থাৎ চতুর্থ দৃশ্যে বৈরাগীর গানটি হয়—'ওমন পিছল পথে]

(ঘ)

[তোরাব খাঁর শিবিরে প্রথমে সখীদের গান হয়। রঙ্গমঞ্চে এইটি তৃতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য]

গান

তোমার সাথে মিলন মোদের
হাস্নুহানার বাগিচায়।
সুর্ম্মা পরা আঁখি দেখে
বিভোল হ'ল মোদের কায়।
অধর পরে অধর দিয়ে
জাগিয়ে মনে শতেক আশা
বাঁধলে বঁধু হৃদয় মাঝে
তোমার গোপন ভালবাসা।
সেদিন হ'তে কাছাকাছি
তোমার সাথে মিশে আছি
পরাণ মোদের হারিয়ে গেছে
তোমার তনুর তনিমায়।

[পারিষদবর্গ ফুর্ত্তি করিতেছিল এমন সময় জনৈক সেনানীর প্রবেশ]

সেনা। [কুর্ণিশ করিয়া] বন্দে আলি হুজুরের সাক্ষাৎ প্রার্থী।

তোরা। এইখানে নিয়ে আয়। তোমরা এখন পাশের শিবিরে গিয়ে একটু বিশ্রাম কর।

[নর্ত্তকী ও পারিষদবর্গের প্রস্থান। বন্দে আলির প্রবেশ ও অভিবাদন]

এই যে বন্দে আলি এসেছ। গুপ্তচরের মুখে আমি তোমার সব সংবাদ শুনেচি।

বন্দে। হুজুরের ভরসা পেয়েই আমি এই পত্র আনতে সাহসী হ'য়েচি।

তোরা। দেখি!

[পত্র পাঠ করিয়া]

হুঁ, তোমার সব কসুর আমি মাপ করলাম তাঁকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে বল।

বন্দে। তিনি খুব কাছেই আছেন, আপনার হুকুম হ'লেই তিনি সাক্ষাৎ ক'রতে প্রস্তুত।

তোরা। তাকে অবিলম্বে পাঠিয়ে দাও!

বন্দে। যে আদেশ [কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান]

তোরা। আশ্চর্য্য! এই দুনিয়া! দেশকে এরা ভালবাসে না এরা ভালবাসে নিজেকে। নিজের স্বার্থসিদ্ধি না হ'লে দেশের থাকা না-থাকায় কিছু এসে যায় না। আজ এসেছে গঙ্গারাম, কাল আসবে চন্দ্রচূড়, তার পরের দিন দেখা দেবে মৃণ্ময়। চমৎকার!

মৃদু হাসিলেন, এমন সময় গঙ্গারামের রক্ষীর সহিত প্রবেশ—কাল আংরাখায় তার গা ঢাকা—রক্ষীর প্রস্থান।

পরবর্ত্তী অংশটুকু পুস্তক অনুযায়ী

সীতারাম নাটক সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমত

Amrita Bazar Patrika : The striking feature of the dramatised version was the fidelity with which the leading characters of the story were reproduced on the stage—a result seldom attained in the case of adaptations.

Hindusthan Standard : One of the best dramatised versions of Bankim Chandra.

Nationalist : With a clear understanding of the character and situations, the original novel has been thoughtfully rendered into a forceful drama for which the credit goes to Birendra Krishna Bhadra of the A. I. R. fame.

Sports and Screen : Sitaram is a masterpiece of Bankim Chandra and it has been brilliantly dramatized by Mr. Birendra Krishna Bhadra.

বসুমতী : আমরা বীরেনবাবুর নাট্যরূপের প্রশংসা করি, কারণ অন্যান্য সাধারণ নাট্যকারদের মত ইনি মূল লেখককে জবাই করেন নি বা লেখকের সৃষ্টির ওপর কলম চালিয়ে নিজের বাহাদুরী দেখাবার চেষ্টা করেন নি। লেখক বঙ্কিমবাবুর মূল উপন্যাসের রসকে অক্ষুণ্ণ রেখে নাট্যাকারে সার্থক রূপ দিয়েছেন বলে মনে হয়।

আনন্দ বাজার : বীরেনবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম উপন্যাসের নাট্যরূপদান করিতে যথেষ্ট মুন্সীয়ানা প্রদর্শন করিয়াছেন।

নবযুগ : হিন্দু-মুসলমানের মিলন-প্রচেষ্টার সহায়ক এই নাটক।

Advance : Mr. Biren Bhadra has shown his brilliance in dramatisation.

ভারত : উপন্যাসের অধ্যায়ে অধ্যায়ে যে নাটকীয় ঘটনার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা একখানি নাটকে রূপান্তরিত করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ সে বিষয়েও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

যুগান্তর : বীরেন্দ্রবাবুর নাট্য-রূপান্তরেই এই জিনিষটা প্রথম লক্ষ্য করা গেল যে বঙ্কিমচন্দ্রের বিষয় ও চরিত্রকে যথাযথ গ্রহণ করলেও, সবই তিনি নিয়েছেন আপন রসানুভূতির

জারক রসে অভিষিক্ত ক'রে, যার ফলে উপন্যাসের জগত থেকে নাটকের জগতে এসে তারা পুতুল নাচের পুতুলদের মত নিরর্থক হাতপা নাড়ে নি * * নাট্যকার কোন্‌টুকু অপরিহার্য্য তার সীমা নির্ণয়ে যে সূক্ষ্ম রসজ্ঞান ও বিচার বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। (শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত)

সচিত্র ভারত : * * বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র যখন বঙ্কিমচন্দ্রের এই শেষ শিল্প সৃষ্টিকে মঞ্চে রূপদান করিবার বাসনা প্রকাশ করিয়াছিলেন তখন আমার আশঙ্কা ছিল স্বল্প পরিসরের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের মর্ম্মকথাটি পরিস্ফুট করিতে হয় তো তিনি পারিবেন না কিন্তু আমার সে আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হইয়াছে। বীরেনবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। (শ্রীসজনীকান্ত দাস)

পরাগ : বঙ্কিমচন্দ্র আজকের দিনে বেঁচে থাকলে সীতারাম উপন্যাসকে এর চেয়ে ভাল কোন নাট্যরূপ দিতে পারতেন কিনা সন্দেহ। (শ্রীপরিমল গোস্বামী)

অগ্রদূত : নাট্যরূপদানে বঙ্কিমচন্দ্রের মূল রসকে বিস্বাদ না ক'রে বরং আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে তাল রেখে, সংলাপ সংযোজনা ও দৃশ্য পরিকল্পনা ক'রে নাট্যকার যথেষ্ট কৃতিত্বই দেখিয়েছেন।

আজাদ : আনন্দের বিষয় আমরা সীতারামের নাট্য-রূপায়নের মধ্যে কোথাও প্রশংসা ছাড়া আপত্তির বিষয়বস্তু দেখতে পেলাম না। হিন্দু-মুছলমানের পরস্পরের মন জানাজানির ভিত্তিতে সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে নাটকের যে সুখকর পরিণতি ঘটানো হ'য়েছে তা বীরেনবাবুর সুস্থ মনোভাব ও চরিত্র সৃষ্টির সার্থক ক্ষমতার পরিচয় দেয়।

সোণার বাংলা : বীরেনবাবুর নাট্যরূপ সত্যই প্রশংসনীয়।

রূপমঞ্চ : শ্রীযুত ভদ্র তাঁর সীতারাম নাটকের ভিতর দিয়ে—তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থার যেমন ছবি এঁকেছেন—তেমনি হিন্দু-মুসলমানের মিলনের যে আদর্শ প্রচার ক'রেছেন—এজন্য তাঁর প্রগতিশীল দৃষ্টিভংগীর প্রশংসাই ক'রবো।

উপরোক্ত বিভিন্ন পত্রিকা ব্যতীত কৃষক বাতায়ন, স্বদেশ, লোকমান্য, বিশ্বামিত্র, ও অন্যান্য বহু সাময়িক ও দৈনিক পত্রিকায় সীতারাম নাটকের অবিমিশ্র প্রশংসা বাহির হইয়াছে।